বুকার বিজয়ী ঐতিহাসিক উপন্যাস

ইসমাঈল কাদরী

দ্য পিরামিড

www.banglabookpdf.blogspot.com

অনুবাদ। রাফিক হারিরি

www.banglabookpdf.blogspot.com

এক সকালে ফারাও চিওপস সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি তার জন্য কোনো পিরামিড তৈরি করবেন না। তার এই সিদ্ধান্তে সভাসদ সবাই হতবাক হয়ে পড়লো। কোনো পিরামিড তৈরি হবে না। তাহলে কিভাবে রক্ষা পাবে এই দেশ। পিরামিড ছাড়া অশুভ ছায়া এই দেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। পিরামিড যদি নির্মাণ করা না হয় তাহলে এই জাতিকে একটা কাজের মধ্যে দাসদের মতো আটকে রাখতে না পারলে দেশে বিশৃংখলা তৈরি হয়ে যাবে। অবশেষে সভাসদ আর প্রধান কৌশলী হেমিউনীর যুক্তিতে ফারাও খুফু রাজি হলেন বিশাল আকৃতির এই সমাধি তৈরি করতে।

পাথর সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রদেশের পাথর খাদগুলো উন্মুক্ত করে দেয়া হলো। পিরামিড তৈরি করতে গিয়ে অনেক প্রাণহানী ঘটলো। যারা পিরামিড তৈরিতে তাড়াহুড়া করছিলো তারা সম্রাটের মৃত্যু কামনা করছে এই অজুহাতে তাদেরকে ফাঁসিতে চড়ানো হলো আবার যারা কাজে ধীরগতি অবলম্বন করছিলো তাদেরকে অলসতার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো।

এভাবে সম্রাটের খেয়ালের বসে অনেক লোকের আত্মহুতির মাধ্যমে দীর্ঘদিন কাজের পর তৈরি হলো সম্রাটের সমাধিক্ষেত্র। এক স্বৈরশাসকের অন্তিম শয়নের স্থান।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

প্রসঙ্গ *পিরামিড* ও ইসমাঈল কাদরী

পিরামিড হলো মিশরের গিজায় অবস্থিত প্রাচীন মিশরীয় রাজা ফারাওদের সমাধিক্ষেত্র। মাটি খুঁড়ে বা ছোট মিনার গড়ে তৈরি করা সাধারণ সমাধির মতো ছিলো না এই সমাধিক্ষেত্রগুলো। বরং এগুলো তৈরি করা হয়েছিলো পাথরের পর পাথরের স্তুপ দিয়ে বিশাল পিরামিড আকারে। এই পিরামিডের ভেতর সমাহিত করা হতো ফারাওদেরকে। ফারাওরা নিজেদের জীবিতকালেই তৈরি করতেন একেকটি পিরামিড। পিরামিডগুলোর মধ্যে ফারাও খুফু যিনি ফারাও চিওপস নামেও পরিচিত ছিলেন তার, পিরামিডটিই সর্ববৃহৎ। এই পিরামিডটি গিজার গ্রেট পিরামিড নামে সুপরিচিত।

ফারাও চিওপসের এই সমাধিক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে প্রতীকিভাবে ঐতিহাসিক এই ঘটনাকে সামনে রেখে আলবেনীয় ঔপন্যাসিক ইসমাঈল কাদরী রচনা করেছেন 'পিরামিড' উপন্যাসটিকে।

এক সকালে ফারাও চিওপস সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি তার জন্য কোনো পিরামিড তৈরি করবেন না। তার এই সিদ্ধান্তে সভাসদ সবাই হতবাক হয়ে পড়লো। কোনো পিরামিড তৈরি হবে না! তাহলে কীভাবে রক্ষা পাবে এই দেশ। পিরামিড ছাড়া অশুভ ছায়া এ দেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। পিরামিড যদি নির্মাণ করা না হয় তাহলে এ জাতিকে একটা কাজের মধ্যে দাসদের মতো আটকে রাখতে না পারলে দেশে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়ে যাবে। অবশেষে সভাসদ আর প্রধান কৌশলী হেমিউনির যুক্তিতে ফারাও খুফু রাজি হলেন বিশাল আকৃতির এই সমাধি তৈরি করতে।

পাথর সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রদেশের পাথর খাদগুলো উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো। পিরামিড তৈরি করতে গিয়ে অনেক প্রাণ হানি ঘটলো। যারা পিরামিড তৈরিতে তাড়াহুড়ো করছিলো তারা সম্রাটের মৃত্যু কামনা করছে এই অজুহাতে তাদেরকে ফাঁসিতে চড়ানো হলো আবার যারা কাজে ধীরগতি অবলম্বন করছিলো তাদেরকে অলসতার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো।

এভাবে সম্রাটের খেয়ালের বসে অনেক লোকের আত্মাহুতির মাধ্যমে দীর্ঘদিন কাজের পর তৈরি হলো সম্রাটের সমাধিক্ষেত্র। এক স্বৈরশাসকের অন্তিম শয়ানের স্থান।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

রূপক অর্থে ঐতিহাসিক এক প্রেক্ষাপট নিয়ে ইসমাঈল কাদরী এমন এক সময়ে 'দ্য পিরামিড' উপন্যাসটি লিখেছিলেন যখন তার নিজের দেশেই দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে স্বৈরশাসন। আর যখন তিনি নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে বাধ্য হয়ে অভিবাসন গ্রহণ করেছেন ফ্রান্সে।

আলবেনীয় ঔপন্যাসিক ইসমাঈল কাদরী তাঁর সময়ের স্রোতের বিপরীতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একজন সাহিত্য ব্যক্তিত্ব।

১৯৬১ সনে আলবেনিয়া যখন সোভিয়েট ইউনিয়নের সাথে সাথে চীনসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে সেই সময় থেকেই আলবেনিয়ায় গড়ে উঠতে থাকে সাহিত্য সংস্কৃতির নতুন এক প্রজন্ম। সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে একদল লেখকের আবির্ভাব ঘটে। তাদের মধ্যে ইসমাঈল কাদরী, ফাটুস আরাপি, দ্রি টিরো অ্যাগোলি উল্লেখযোগ্য।

কাদরী বেড়ে উঠেছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার ভেতর দিয়ে। তিনি নিজ চোখে দেখেছেন তার দেশের স্বৈরশাসনকে, ইটালির ফ্যাসিষ্ট শাসক, জার্মানির নাজি আর সোভিয়েট ইউনিয়নের স্বৈরতন্ত্রকে। এ সব রূঢ় বাস্তবতার ভেতর দিয়েই তাকে বেড়ে উঠতে হয়েছিলো। ইসমাঈল কাদরী প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন গিজিরোকস্ট্রায়। তারপর তিনি ইউনিভার্সিটি অভ্ তিরানায় সাহিত্য, ইতিহাস এবং ভাষাতত্ত্ব পড়ার জন্য ভর্তি হন। ১৯৫৬-তে তিনি টিচার্স ডিপ্লোমা অর্জন করেন। কাদরী মস্কোর গোর্কি ইনস্টিটিউটে বিশ্ব সাহিত্যের উপর গবেষণা করেন।

ইসমাঈল কাদরী আলবেনিয়ার সাহিত্যে পরিচিত পাওয়ার পাশাপাশি বিশ্ব সাহিত্যেও সমানভাবে তার আসন পাকাপোক্ত করেছেন। সারা বিশ্বে চল্লিশটিরও বেশি ভাষায় তার গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে খ্যাতিমান এবং শক্তিশালী লেখক হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাকে।

বেশ কয়েক বছর ধরে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের একজন শক্ত প্রার্থী হিসেবে ইসমাঈল কাদরী তার অবস্থান অটুট রেখেছেন। যে কোনো সময় নোবেল পুরস্কার পেয়ে যেতে পারেন। ১৯৬০-এর পর থেকে আলবেনিয়ার শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিতে বেশ দৃঢ় প্রভাব বজায় রেখে চলছেন ইসমাঈল কাদরী। তার সময়কার স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন কলম হাতে পুরো দমে সোচ্চার।

ইসমাঈল কাদরী যদিও তাঁর সাহিত্য কীর্তির প্রথম দিকে কবিতা দিয়ে লেখালেখি শুরু করেছিলেন এবং বেশ সুনামও অর্জন করেছিলেন। কিন্তু পরে উপন্যাস লেখার দিকে মনোযোগ দেন। তার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস *'দ্য জেনারেল অভ্ দ্য ডেড আরমি'*, প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে। ১৯৭০-এ

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

প্রকাশিত হয় তার দ্বিতীয় উপন্যাস *'দ্য কেসেল'।* এ সময় একটা কবিতা লিখে তৎকালীন স্বৈরশাসকের কোপানলে পড়লে তিন বছরের জন্য তাঁর লেখালেখি প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয় কাদরীর আরেকটি বিখ্যাত উপন্যাস *'থ্রি আরকেড ব্রিজ।'* একটা নদীর উপর ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘ দিন ধরে তৈরি হওয়া একটা সেতু নিয়ে এর কাহিনী।

১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয় কাদরীর একটি রাজনৈতিক উপন্যাস *'দ্য প্যালেস অভ্ ড্রিমস'*। উপন্যাসটির মূল চরিত্রে ছিলো মার্ক আলম নামে একজন যুবক যে সবাইকে নানা ধরনের স্বপ্ন দেখিয়ে বেড়াতো। নানা মানুষের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতো। স্বপ্ন দেখাতে দেখাতে কীভাবে শাসকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হয় সেটা সে সবাইকে বোঝাতো। উপন্যাসটি মঞ্চস্থ হওয়ার পরপরই স্বৈরশাসক কর্তৃক এটাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এর সকল প্রকাশনাকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত ইসমাঈল কাদরীর *'দ্য কনসার্ট'*, উপন্যাসটিকে সেরা উপন্যাসগুলোর একটা ধরা হয়। এই উপন্যাসটিকে ফ্রান্সের প্রধান সাহিত্য পত্রিকা বছরের সেরা গ্রন্থ হিসেবে নির্বাচিত করে।

কাদরী তার সমস্ত লেখনিতে হোক্সা শাসনের এবং সব ধরনের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। ১৯৮৫ সনে হোক্সা মারা গেলে তার উত্তরাধিকারী হিসেবে আসিন হয় রামিজ আলি। সে হোক্সার মতো ক্ষমতাধর রাজনৈতিক চরিত্র ছিলো না। ফলে কয়েক মাস পরেই কমিউনিস্ট শাসনের পতন ঘটে। কমিউনিষ্ট স্বৈরশাসনের পতনের কয়েক মাস পূর্বেই কাদরী ১৯৯১ সালে সপরিবারে ফ্রান্সে চলে যান।

১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয় কাদরীর বিখ্যাত উপন্যাস *'দ্য পিরামিড'*। পিরামিড উপন্যাসটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় মিশরের কায়রোতে। এই পিরামিড উপন্যাসটিতে কাদরী তার সময়ের হোক্সা শাসনামলের স্বৈরশাসনের বিষয়টি প্রতীকি অর্থে ধরে এর প্লট নির্ধারণ করেছেন। ফারাও আমলের ফারাও খুফু যেমন সাধারণ মানুষের দুঃখ শোককে পাত্তা না দিয়ে নিজের বংশগত ঐতিহ্য রক্ষায় আর নিজের শাসন ব্যবস্থাকে সুসংহত করার জন্য জনগণকে প্রচণ্ড চাপের মুখে রেখে পিরামিড তৈরিতে মনোনিবেশ করেছিলেন ঠিক একই ভাবে কাদরীর সময়ের স্বৈরশাসক হোক্সা নিজের ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা চালিয়েছে আজীবন। এ বিষয়গুলো ইতিহাসের সংমিশ্রণে গভীর বিশ্লেষণের সাথে প্রতীকি অর্থে ইসমাঈল কাদরী তুলে ধরেছেন তার *'দ্য পিরামিড'* উপন্যাসে।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

সূচি

প্রসঙ্গ পিরামিড ১৩
উদ্ভব সমস্যাবর্তে একটি পুরাতন ধারণার উত্থান ১৬
কাজের সূচনা প্রস্তুতি : সকল স্থাপত্য নির্মাণ থেকে স্বতন্ত্র ২৬
ষড়যন্ত্র ৩৬
প্রতিদিনের ঘটনার ধারাবাহিকতা ৪২
পিরামিড : আকাশের দিকে মাথা ৪৭
সম্রাটদের জঞ্জাল ৫৪
নির্মাণের ধারাবাহিকতা ৬২
চূড়ার কাছাকাছি ৬৭
চিরন্তন সংশয়ের শীতকাল ৭৫
পিরামিড এখন মমি চায় ৮১
দুঃখবোধ ৮৫
অপবিত্রতার স্পর্শে ৯২
কাউন্টার পিরামিড ১০০
একটি ছলচাতুরি, একটি অপকৌশল ১০৮
নরমুণ্ডের স্তূপ ১১২
স্বচ্ছ শেষ স্তবক ১১৬

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

প্রসঙ্গ পিরামিড

প্রাচীন পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্য স্থাপনার মধ্যে গিজার বৃহৎ পিরামিড অন্যতম। ঐতিহাসিক ও আর্কিওলজিস্টদের মতে, প্রায় দুই মিলিয়ন পাথর খণ্ড ব্যবহার করা হয়েছিলো এই পিরামিডটি তৈরি করার সময়। পাথরগুলোর গড় ওজন ছিলো ২.৫ টন। যখন এর নির্মাণ কাজ শেষ হয় তখন এই ৪৮১ ফুট উঁচু পিরামিডই ছিলো পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থাপনা।

এই বৃহৎ পিরামিডটি তৈরি করেছিলেন ফারাও চিওপস। ইতিহাসে তিনি ফারাও খুফু নামে পরিচিত। খ্রিষ্টপূর্ব ২৫৪৭ থেকে ২৫২৪ পর্যন্ত সময়ে মিশরের শাসক ফারাও খুফু তার নিজের দীর্ঘ এই সমাধি স্তম্ভটি তৈরি করেছিলেন।

গিজার পিরামিড বলতে যে ছবি আমাদের চোখের সামনে ভাসে, তা খুবই অপূর্ণাঙ্গ। মূলত একেকটা পিরামিড মতো বড় যে, না তাকে সীমাবদ্ধ করা যায় ক্যামেরার ফ্রেমে, না তার বর্ণনা সম্ভব স্বল্প পরিসরে।

পাশাপাশি তিনটি পিরামিড গিজায়-ফারাও খুফু, খাপড়ে ও মেনকাউড়ে। পাশে আরো কয়েকটা ছোট ছোট পিরামিড আছে যার গায়ে ধ্বংস ভর করেছে। এই বিশাল চত্বরের সামনে সদাজাগ্রত প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে স্ফিংস, অর্ধেক মানুষ অর্ধেক সিংহের আকৃতির দেবতা। পিরামিডের চেয়ে অধিক বিস্ময়কর এই স্ফিংস। কারণ এতো বড় অ্যালাবেস্টর পাথর মিসরে দুষ্প্রাপ্য এবং বিদেশ থেকে নিয়ে এসে তাকে কীভাবে বসানো সম্ভব, যার ওজন এক লাখ পঁচিশ হাজার টন? এ জন্যই বহু প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং কিছু কিছু মিশরীয় মতবাদে বিশ্বাসীদের ধারণা, স্ফিংস ও পিরামিড কোনো মানুষের গড়া ভাস্কর্য নয়। তাদের মতে, এসব ভিন গ্রহের কেউ বানিয়েছে। না হলে স্ফিংসের মুখ এতো কিম্ভুত কেন?

স্ফিংসের মুখ আসলেই বিচিত্র। এক দিক থেকে তা নারীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, অন্যদিকে পুরুষের। এসব দেখে নেপোলিয়নের এক গবেষক প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'মোনালিসা কি স্ফিংসের প্রেরণায় আঁকা?'

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পিরামিডের গঠনশৈলী আমরা যেভাবে আলোকচিত্রে দেখি, মোটেই সে রকম নয়। আলোকচিত্রে পিরামিডগুলো যতো ছোট হয়ে যায়, মনে হয় মাটির উপর দাঁড়ানো ছোট ছোট ত্রিভুজ। কিন্তু পিরামিড গড়া হয়েছে চৌকা পাথরের অসংখ্য টুকরো সাজিয়ে। প্রথম তাকের ওপর দ্বিতীয় তাক বসানো হয়েছে একটু ভেতরে চেপে। ফলে ওপরের আয়তন ছোট হয়েছে। এভাবে ছোট হতে হতে শীর্ষে গিয়ে তা শেষ হয়েছে। একটি মাত্র খণ্ডে। বহু দূর থেকে তোলা ছবিতে এসবের কিছুই আসে না। অথচ এসব পাথর খণ্ডের সবচেয়ে ছোটটির ওজনই আড়াই টন।

পিরামিডের রহস্য কিন্তু এতেই শেষ হয়ে যায় নি।

পিরামিডের বহিরাঙ্গের থেকে ভেতরটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। অন্দর বিবেচনা করলে আসলে এ এক তাজমহল। মানে কবরখানা। পিরামিডের অভ্যন্তরে আছে অসাধারণ সুন্দর, কিন্তু ভয়ানক রহস্যময় পথ। প্রতিটি পথেই ফাঁদ পাতা, যা বহু মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। সব ফারাওয়ের কবরের মতো পিরামিডেরও রয়েছে ভ্রান্ত গলি। স্বাভাবিক বুদ্ধি যেখানে বিভ্রান্ত হয়। এরই চরম দৃষ্টান্ত আছে মেনকাউর পিরামিডে। মেনকাউরের নিচ পর্যন্ত পানি নিয়ে আসার জন্য নীল নদ পর্যন্ত যে রাস্তা আবিষ্কৃত হয়েছে, তা বিজ্ঞানীদের অবাক করে দিয়েছে। গত তিন হাজার বছরে অন্তত ষোলোটি মারাত্মক ভূমিকম্পকে হেলায় অবজ্ঞা করে এ জন্যই টিকে আছে পিরামিড।

পিরামিডের সবচেয়ে বড় বিস্ময় এর ত্রিকোণোমিতিক হিসাব এবং আনুভূমিক গঠনে। পিরামিডের প্রতিটি কৌণিক রেখার সাথে মেলানো হয়েছে মহাকাশের নক্ষত্ররাজিকে। দক্ষিণ কোণ থেকে শীর্ষে তাকালে দেখা যায় ধ্রুবতারা। উত্তর থেকে দক্ষিণে তাকালে বৃশ্চিকের কেন্দ্রবিন্দু। সেও শুধু একটি মাত্র দিনে, যে দিন সম্রাট খুফু মারা গিয়েছিলেন, অর্থাৎ দশই ডিসেম্বর। পরম আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছিলো সম্রাট খুফুর মৃত্যুর তিন বছর আগে। কি অসম্ভব ছিলো সেই প্রকৌশলীদের নক্ষত্রবিদ্যা, যা তার মৃত্যুকে নিশ্চিত করেছিলো আসল মৃত্যুর তিন যুগ আগেই।

একই ভাবে পশ্চিম দিক দিয়ে তাকালে শীর্ষে দেখা যাবে আদম সুরাতের মাথার তিনটি তারা, এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত যা মিসরের বসন্তকাল। দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে তাকালে দেখা যাবে সপ্তর্ষিমণ্ডলের লুব্ধক, জুনের পনেরো তারিখ যেদিন সম্রাটের জন্ম। বহু বৈজ্ঞানিক ধারণা করেন যে, পুরো স্থলমণ্ডলের কেন্দ্র খুফুর পিরামিডের সরাসরি নিচে।

সম্রাট নেপোলিয়নের সাথে আসা গবেষকরা এ সত্যও প্রমাণ করেছেন যে, গিজার তিনটি পিরামিডে মোট যে পরিমাণ পাথর ব্যবহার করা হয়েছে তা

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

দিয়ে ফ্রান্সের সীমানা ছয় ফুট উঁচু দেয়ালে ঘিরে দেওয়া সম্ভব, যার ওপর হেসে-খেলে দৌড়াতে পারবে তিন তিন জন ঘোড়সওয়ার।

পৃথিবীর আশ্চর্যতম এই পিরামিড নিয়ে আজো মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের এই জয়জয়কার যুগে এসেও বিশাল আকৃতির এই পিরামিডগুলো কীভাবে তৈরি হয়েছিলো তা নিয়েও বিতর্কের কোনো কূল-কিনারা হয় নি। গ্রিক ইতিহাসবিদ হিরোডোটাসের উত্থাপিত তত্ত্বই এ যাবতকালের সর্বপ্রাচীন দলিল। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ সময়ে মিশর সফর করেন। তখন পিরামিড মোটামুটি ২ হাজার বছরের পুরনো ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, পাথরের টুকরোগুলো ওপরে ওঠানোর জন্য যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিলো। আর এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছিলো সঙ্কীর্ণ আকারের ক্রেন। ৩০০ বছর পর সিসিলির ডিডোরাস লেখেন, নির্মাণ কাজের জন্য মাটির স্তূপ তৈরি করা হয়েছিলো। এটা অনেকটা র‌্যাম্পের মতো যা ব্যবহার করে সিঁড়ি ছাড়াই এক তলা থেকে অন্য তলায় যাওয়া সম্ভব।

আজ অবশ্য অন্য গ্রহের সাহায্য থিওরিও আছে। আদিকালের মিশরীয়রা নিজেদের দক্ষতা ব্যবহার করে এ বিপুলায়তানের স্থাপনা তৈরি করতে পারে না। নিশ্চয়ই ভিন গ্রহ থেকে প্রাণীরা এসেই তাদের সাহায্য করেছে। আধুনিক বিশেষজ্ঞরা প্রথম দুটি থিওরিতেই তাদের সম্মতি দিয়েছেন। তবে তারা মনের গভীর থেকে হয়তো বিশ্বাস করতেন যে, এ দুটি ধারণার কোনোটিই হয়তো সঠিক নয়। হয়তো এখানে রহস্যময় আরো অন্য থিওরি আছে।

ফ্রেঞ্চ আর্কিটেক্ট জঁ পিয়ের হুঁদি সম্পূর্ণ নতুন একটি আইডিয়ার কথা জানিয়েছেন সম্প্রতি। তিনি গত সাত বছর ব্যস্ত ছিলেন কম্পিউটারে পিরামিডের নানা মডেল তৈরির কাজে। থ্রী ডি সফটওয়্যার ব্যবহার করে তিনি দেখিয়েছেন পাথর ওপরে তোলার কাজে র‌্যাম্প ব্যবহার করা হয়েছিলো। আর এ র‌্যাম্প এখনো আছে পিরামিডের ভেতরে।

রহস্যময় আশ্চর্য এই পিরামিডের গঠনশৈলী নিয়ে আজো নানারকম গবেষণা আর চিন্তা-ভাবনা চলছে। একদিন হয়তো ফারাও খুফুর প্রধান স্থাপত্যবিদ হেমিউনি যে রহস্যময় তত্ত্ব আর পরিকল্পনা নিয়ে এই অত্যাশ্চর্য সমাধিস্থল পিরামিড তৈরি করেছিলেন তার প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

উদ্ভব

সমস্যাবর্তে একটি পুরাতন ধারণার উত্থান

মিশরের সিংহাসনে নতুন ফারাও চিওপস আরোহন করার কয়েক মাস পর শেষ শরতের এক সকালে তিনি ঘোষণা দিলেন যে, সম্ভবত তার জন্য কোনো পিরামিড নির্মাণের ইচ্ছে তার নেই। সভাসদের যারা এই সংবাদটা শুনলো, রাজপ্রাসাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানী, উর্ধ্বতন মন্ত্রিপরিষদ, ফারাও চিওপসের পুরাতন উপদেষ্টা উছারকেফ এবং সর্বোচ্চ ধর্মযাজক হেমিউনি যিনি একই সাথে প্রধান প্রকৌশলির দায়িত্বে আছেন তাদের সবার ভ্রু কুচকে গেলো। মনে হলো তারা যেনো বড় কোনো দুর্ঘটনার সংবাদ এই মাত্র শুনলেন।

সভাসদ কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে গেলো। তারা সম্রাটের অপ্রসন্ন মুখাবয়বের দিকে তাকিয়ে এর সত্যতা উপলব্ধি করার চেষ্টা করলো। তারা অন্তর দিয়ে সম্রাট যে 'সম্ভবত' শব্দটা উচ্চারণ করেছে সেটাকে গ্রহণ করার চেষ্টা করলো। কিন্তু সম্রাট চিওপসের মুখমণ্ডল দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছিলো না। সেটা ছিলো দুর্ভেদ্য। সভাসদ আশা করছিলো তার এই কথাটাও ঠাট্টাচ্ছলে তুচ্ছ একটা কথা হবে যেভাবে তরুণ রাজ রাজরা তাদের দুপুরের ভোজে বসে আনন্দ করার জন্য বলে থাকেন। তিনি কি এই কিছুদিন আগে মিশরের সবচেয়ে পুরাতন দুটি গির্জা বন্ধ করে দিলেন না? তারপর আবার তিনিই ঘোষণা করলেন যেখানে ধর্মীয় উৎসর্গীকৃত অনুষ্ঠান বন্ধ ছিলো সেখান থেকেই সবাই যেনো তাদের অনুষ্ঠান পালন করে।

সম্রাট চিওপসও সভাসদের প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করছিলেন। তার চোখে মুখে এক ধরনের ব্যাঙ্গাত্মক জিজ্ঞাসা : 'এই সংবাদ কি তোমাদেরকে নিদারুণ যন্ত্রণায় ফেলে দিয়েছে নাকি? যদি আমার পিরামিড না হয় তাহলে তোমাদেরটা হবে। আহ! কী ধরনের দাসত্ব ভাব তাদের চেহারাগুলোতে এখন ফুটে উঠেছে। আমি যখন আরো বয়স্ক হবো আরো কঠিন হবো তখন কতোদিন এই ভাব থাকবে?'

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কোনো কথা না বলেই এমনকি সভাসদের চেহারার দিকে না তাকিয়েই তিনি উঠে দাঁড়ালেন আর সভা ত্যাগ করলেন।

সম্রাট চলে যাওয়ার পর তারা একা হয়ে পড়লেন। একে অপরের মুখের দিকে তাকালেন।

'কী হতে যাচ্ছে আমাদের সাথে?'

তারা ফিসফিস করে বললো।

'এটা কী ধরনের দুর্ভাগ্য?'

মন্ত্রিপরিষদের একজন সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আরেকজন বারান্দায় দেয়ালের পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সর্বোচ্চ ধর্মযাজকের চোখে পানি। www.banglabookpdf.blogspot.com

বাইরে মরুভূমির বাতাসে একটা বালির চক্র ঘুরতে লাগলো। তারা চোখে মুখে হতবুদ্ধিতা নিয়ে বালির সেই ঘূর্ণির দিকে তাকালো, যেটা ঘুরতে ঘুরতে উপরে স্বর্গের দিকে চলে যাচ্ছে।

তারা সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো। তাদের সকলের চোখে-মুখে একটাই কথা ভেসে বেড়াচ্ছে, 'ও আমাদের সম্রাট, তুমি কোনো উপায়ে সর্বোচ্চ আসনে যাবে। যখন সেই অন্তিম ক্ষণটা আসবে তখন কীভাবে তুমি আকাশের চূড়ায় আরোহণ করবে আর নক্ষত্র হয়ে থাকবে অন্যান্য সব ফারাওদের মতো। তুমি কীভাবে আমাদেরকে প্রজ্বলিত করবে।

তারা পরস্পরে খুব মোলায়েমভাবে কথা বলছিলো। তারপর তারা ভিন্ন ভিন্ন পথে চলে গেলো। দু জন চলে গেলো সম্রাটের মা খেন্তকাসের সাথে একটা বৈঠকের আয়োজনের জন্য, একজন চলে গেলো সুরা পান করতে, প্রধান কারিগর আর প্রকৌশলী চলে গেলো ভূগর্ভস্থ একটি কক্ষে যেখানে অনেক পুরাতন একটা আর্কাইভ আছে সেখানে অনেক বয়স্ক একজন এক চক্ষু শাস্ত্রপণ্ডিতের সাথে দেখা করতে।

শরতের বাকি সময়টায় কেউ আর পিরামিড নিয়ে কোনো কথা বললো না।

এমন কি রাষ্ট্রদূতদের অভ্যর্থনা কক্ষেও যেখানে চিওপস সুরা পান করে মাতাল হয়ে থাকেন। যেনো মনে হলো একজন রাজপতির জন্য বিদেশীদের সামনে এ বিষয়টা আলোচনা করা উপযুক্ত না।

সম্রাট বাকি যাদের তার এই পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন তারা ভাবছিলো এটা হয়তো সম্রাটের একটা পরিহাস। এমন কি কখনো কখনো ভাবা হচ্ছিলো

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

যে বিষয়টা নিয়ে আর সম্রাটের সাথে আলোচনা না করাটাই ভালো হবে। তাহলে হয়তো দীর্ঘ সময় প্রসঙ্গটা নিয়ে কথা না বলাতে এক সময় এটা আস্তে আস্তে বালির চরে ডুবে যাবে।

কিন্তু আরেক পক্ষের চিন্তা-ভাবনা ছিলো আরো ভয়ঙ্কর। তারা দিন রাত শুধু এটা নিয়েই ভাবছিলো। আলোচনা করছিলো।

কেউ কেউ রাজমাতার কক্ষ থেকে তেমন উৎসাহব্যাঞ্জক কোনো সাড়া না পেয়েও তার সাথে আলোচনায় বসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো।

একদল চলে গেলো আর্কাইভ ঘরে এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করার জন্য।

আর্কাইভ ঘরে তারা যতোই গবেষণা করছিলো কাজ তাদের জন্য ততোই কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছিলো। বেশ ভালো কিছু প্যাপিরাস (এক ধরনের বিশেষ পাতায় লেখা পাণ্ডুলিপি) হারিয়ে গেছে। বাকিগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। এমন কি তখনো বিদ্যমান কিছু স্ক্রোল (বিশেষ পাতায় লেখা মোড়ানো লিপি) যার আশে পাশে কিছু নোট লেখা ছিলো সেটাও নষ্ট হয়ে গেছে।

তবে একই সময় অগ্রভাগ ছেঁড়া কিছু প্যাপিরাস থেকে তারা প্রায় সব রকমের তথ্য জোগাড় করতে পারলো যেগুলো তাদের গবেষণার সাথে সম্পর্কিত ছিলো। সে সব তথ্যের মধ্যে পিরামিডের বিষয়ে যাবতীয় খোঁজ খবর ছিলো : পিরামিডের পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী এর গঠনশৈলী, প্রথম পিরামিডের ইতিহাস, দ্বিতীয় পিরামিড, পঞ্চম; এভাবে উত্তরাধিকারীভাবে একের পর এক, পিরামিডের ভিত্তি প্রস্তরের বৃদ্ধি, এগুলোর উচ্চতা, মৃতদেহকে মমি করে সব সময় সতেজ রাখার গোপন সূত্র, পিরামিডের ভেতর প্রথম লুটতরাজের কাহিনী, বিভিন্ন আকারের পাথর টেনে টেনে স্থাপন, ভেতরে প্রবেশ বন্ধ করার জন্য পাথর দিয়ে দরজা তৈরি, মৃত্যুর রায়, দেয়ালে নানা ধরনের চিত্রাঙ্কন যেগুলো আঁকা হয়েছিলো বিশেষ রহস্যময়ভাবে যার অর্থ উদঘাটন দুঃসাধ্য, ইত্যাদি নানা বিষয়ে তারা অনেক তথ্য সংগ্রহ করলো।

এ সব তথ্য সবগুলোই ছিলো খুব সুস্পষ্ট।

কিন্তু তাদের গবেষণার মূল লক্ষ্যটাই এগুচ্ছিলো না। এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে প্যাপিরাসের জঙ্গল। আর সেগুলো তাদের দিকে গর্তের ভেতর কাঁকড়া বিছের বিষাক্ত হুলের মতো করে পিট পিট করে তাকাচ্ছিলো। যেনো ধারণার উপর পিরামিড হয়েছিলো তারা সেটা খুঁজছে, এগুলোর আসলে মূল অস্তিত্বের কারণ কী? কেন এগুলো তৈরি হয়েছিলো, এর যুক্তিসঙ্গত একটা ঐতিহাসিক শক্ত ব্যাখ্যা তারা খুঁজছিলো। কিন্তু এখানেই এসে তারা বারবার

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

ব্যর্থ হচ্ছে। আসলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া প্যাপিরাসের মাঝেই এ তথ্যগুলো অত্যন্ত গোপনে লুকিয়ে আছে।

তারা আগে কখনোই এ ধরনের মানসিক শ্রমের মুখোমুখি হয় নি। এটা তাদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা হোক, তাদের গবেষণার লক্ষ্য বার বার ব্যর্থ হওয়ার পরেও শেষ পর্যন্ত তারা একটা ধারণা দাঁড় করতে পেরেছে।

মূল বিষয়টা যদি এমন নাও হয় তাহলে এটা হবে তার প্রতিকৃতি বা ছায়া জাতীয় কিছু।

তারা দীর্ঘ সময় এটা নিয়ে অনেক আলোচনা পর্যালোচনা করলো। একটা সময় তারা বুঝতে পারলো যে, তারা আসলে যে বিষয়টা খুঁজছে সে ব্যাপারে পুরোপুরিই সচেতন আছে।

'আসলে সব কিছুই তো পরিষ্কার।' ফারাও এর সাথে আলোচনায় বসার আগে তাদের গোপন রাজনৈতিক বৈঠকে সর্বোচ্চ ধর্মীয় পুরোহিত বললো।

'সমস্যাটার মূলে কী আছে সেটা আমরা এর মধ্যেই জেনে গেছি। নয়তো কেন সম্রাট সেই কথাটা উচ্চারণ করার সাথে সাথে আমি এখন আর সেটা উচ্চারণ করতে চাই না। আমরা ভীত হয়ে পড়েছিলাম।'

দু দিন পর অতিমাত্রায় রাত জাগার বিমর্ষতা নিয়ে তারা সম্রাট চিওপসের সাথে দেখা করলো। ফারাওকেও তাদের মতো মলিন লাগছিলো। ফারাও একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন আর তাতে সভাসদের সবাই অবাক হয়ে ভাবলো হয়তো সম্রাট পুরো বিষয়টা ভুলে গেছে। তাদের মনে হলো কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই তারা একটা জ্বলন্ত অঙ্গারের দিকে উড়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যেই সর্বোচ্চ পুরোহিত কথা বললো।

'আপনার পিরামিড তৈরির বিষয়ে আপনি যে উদ্বেগ দেখিয়েছিলেন আমরা সে বিষয়ে আপনার সাথে কথা বলতে চাই মাননীয়।'

চিওপস কোনো রকম বিস্মিত বা অবাক হওয়ার মতো কিছুই দেখালেন না। কথা বলার মাঝখানে বাধা দিয়ে এটাও বললেন না, 'আপনি কী বলতে চান?'

তিনি শুধু তার ঘাড়টা একটু নাড়লেন। যার অর্থ হলো, 'আমি শুনছি!'

প্রথমে সর্বোচ্চ পুরোহিত কথা বলা শুরু করলেন। তারপর একে একে বাকি সবাই তাকে অনুসরণ করলো।

তারা প্যাপিরাসগুলো পড়ে যে সমস্ত পরিশ্রম সাধ্য তথ্য পেয়েছে তার একটা বর্ণনা দিলো। তারা ফারাও যোসের দ্বারা নির্মিত প্রথম পিরামিডের কথা

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

বললো যেটা মাত্র পঁচিশ হাত উঁচু ছিলো। এরপর ফারাও সেখেমখাটের ক্রোধের কথা বর্ণনা করলেন। তার প্রকৌশলী যখন পিরামিড নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিলো আর সে পিরামিডটা ছিলো আগের পিরামিডের চেয়ে উচ্চতায় ছোট তখন ফারাও ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে প্রকৌশলীকে চাবুক পেটা করেছিলো। এরপর সভাসদ পরবর্তীতে পিরামিড নিয়ে আর কী কী পরিকল্পনা হয়েছিলো তার একটা বিসদ বর্ণনা দিলো। বিশেষ করে যেটা প্রকৌশলী ইমহোটেপ দিয়ে পরিকল্পিত হয়েছিলো। তারা পরিবর্তিত সেই পিরামিডের নানা রকম গ্যালারি, শবদেহ রাখার ঘর, গোপন কুঠুরিসমূহ, পাথরের দরোজা যা দিয়ে ভেতরে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। সেনফিরোকে দিয়ে তৈরি তিনটা পিরামিডের মধ্যে একটা ছিলো যার দৈর্ঘ্য পাঁচশো হাত আর উচ্চতা ছিলো তিনশো হাত। যেটাকে আপনি শ্বাসরুদ্ধকর বলতে পারেন।

তারা যখনই প্রত্যেকটা বিষয়ের বর্ণনা দিচ্ছিলো তখনই আশা করছিলো এই বুঝি সম্রাট বাধা দিয়ে বসেন।

'আমার কাছে কেন এ বিস্তারিত বিষয় নিয়ে এসেছো!'

এটা ভাবতে ভাবতে তারা দেখলো কথার মাঝখানে কোনো রকম বাধা সম্রাটের কাছ থেকে এলো না।

তখন প্রধান পুরোহিত বেশ দরাজ গলায় বললেন, 'আপনি বেশ অবাক হবেন যে এ সবগুলো বিষয়ের সাথে আমার কী না ঘটেছে? আপনিই সঠিক জাহাপনা..

সম্রাটের নীরবতায় সভাসদ আরো উৎসাহিত হয়ে সব কিছুই আরো বিস্তারিত আলোচনা করলো। তারা আগে থেকেই মূল কোনো বিষয়ে প্রশ্ন আসতে পারে সেটা জানতো।

তারা কোনো রকম পিছু না হটেই ব্যাখ্যা করলো যে, যদিও পিরামিড একটা চমৎকার সমাধি ক্ষেত্র। কিন্তু তারা তাদের গবেষণায় দেখেছে প্রথম থেকেই পিরামিড তৈরির সময়ে এর সাথে মৃত্যু কিংবা সমাধি কবরের কোনো সম্পর্ক বা উদ্দেশ্য ছিলো না। এটা নিজে নিজেই স্বাধীনভাবে গড়ে উঠেছিলো। আর এর সাথে ছিলো বিশুদ্ধ চিন্তা।

এই প্রথমবারের মতো চিওপসের মুখে প্রাণবন্তের ছাপ দেখা গেলো। তাদের সবাইকে আনন্দিত করে চিওপস বললেন, 'আশ্চর্য!'

আসলে প্রধান পুরোহিত তার কথাকে আরো গুরুত্ব দিয়ে বললো, 'আমরা আপনাকে আরো অনেক কিছুই বলবো যেটা আপনার কাছে আরো আশ্চর্য মনে হবে।'

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পুরোহিত তার রক্ত শুন্য পুরাতন হৃৎপিণ্ডের ভেতর থেকে একটা লম্বা শ্বাস নিলো।

'মহামান্য পিরামিডের পরিকল্পনাটা জন্ম নিয়েছিলো একটা ক্রান্তিলগ্ন সময়ে।'

কথার মাঝে মাঝে সঠিক সময়ে একটু থামাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুরোহিত এ বিষয়ে খুব সচেতন ছিলো। কারণ, কথার মাঝে সঠিক সময়ের বিরতি বক্তব্যের গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়। যেভাবে মেয়েদের চোখের পাপড়িতে আইলিসের ছোঁয়া তাদের চোখের রহস্যময়তাকে আরো বহুগুণ বৃদ্ধি করে।

'হ্যাঁ এটা ছিলো খুবই সঙ্কটময় মুহূর্ত।' কিছুক্ষণ থেমে পুরোহিত আবার বললেন।

'ধারাবাহিক ইতিহাসে তখন ফারাওনিক ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। এটা সম্ভবত নতুন কোনো বিস্ময়ের ব্যাপার ছিলো না। কারণ পুরাতন প্যাপিরাসগুলোতে ভাগ্যের এমন অনেক বিপর্যয়ের কথা উল্লেখ আছে। তবে সে সময় নতুন যে বিষয়টা ঘটেছিলো সেটা একেবারেই ব্যতিক্রম আর স্বতন্ত্র ছিলো। সেই সঙ্কটটা ছিলো এক রকমের বিশ্বাসঘাতকতা থেকে তৈরি। সেটা কোনো ধরনের দারিদ্রতা কিংবা অসময়ে নীলনদের পানি প্লাবিত হওয়া অথবা মহামারি প্রকট আকারে দেখা দেওয়া থেকে তৈরি হয় নি। ইতোপূর্বে যেভাবে হয়েছিলো। বরং সেটা হয়েছিলো অতি প্রাচুর্যতার কারণে।'

'জ্বি অতি প্রাচুর্যতার জন্য।' তার সাথে সাথে হেমিউনি প্রতিউত্তর করলো। 'অন্য কথায় বলা যায় এটা ছিলো অতি স্বচ্ছলতার কারণ।'

চিওপস বারো ডিগ্রি কোণাকুণি করে তার চোখের ভ্রুকে উঠিয়ে প্রধান প্রকৌশলীর দিকে তাকালো।

'শুরুতেই এই অবস্থা থেকে একটা পরিষ্কার সম্যক ধারণা নেওয়া ছিলো কঠিন।' সে বলতে লাগলো।

'অনেক বুদ্ধিমান পণ্ডিত যারা ফারাও এর খুবই বিশ্বস্ত ছিলো তারা যখন প্রথম বিষয়টা ফারাও এর কাছে বর্ণনা করলো তখন তাদের কাউকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে পুরস্কৃত করা হলো আবার কাউকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো নির্বাসনে। কিন্তু তারা যেনো ব্যাখ্যাটা দিয়েছিলো এই সঙ্কটকালীন সময়ের সেটা হলো, এই অতি উৎকর্ষতা, স্বচ্ছলতার কারণে জনগণ অনেক বেশি স্বনির্ভর আর স্বাধীনচেতা হয়ে পড়েছিলো। তারা রাজকর্মচারীদের বিরোধিতা শুরু করলো, সাথে সাথে ফারাওকেও। আস্তে আস্তে এটা বাড়তে থাকলো। দিন যেতে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

যেতে সবাই বুঝতে পারলো এটা এমন একটা সমস্যা যেটার মুখোমুখি তারা ইতোপূর্বে কখনো হয় নি। তখন শুধু একটা প্রশ্নই ছিলো যার উত্তর সবাই খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। সেটা হলো কীভাবে এ সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এর সমাধানটা আসলে কোথায়।

ফারাও তার রাজকীয় জ্যোতির্বিদ আর যাদুকরদের পাঠিয়ে দিলেন সাহারা মরুভূমিতে যাতে তারা সেখানে নীরবে ধ্যান করে চিন্তা-ভাবনা করে এর একটা সমাধান বের করতে পারে। চল্লিশ দিন পর যে সমস্ত লোকজন তাদের সাথে যোগাযোগ করতো তাদের মাধ্যমে ফারাও আরো ভয়াবহ একটা খবর পেলেন যেটা তিনি কখনো আশা করেন নি।

তাকে জানানো হলো এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে রাষ্ট্রের এই উন্নতি, সমৃদ্ধিকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

ফারাও আর তার রাজপ্রাসাদের সবাই গভীর চিন্তায় পড়ে গেলেন।

এ সমৃদ্ধি সব কিছু ধ্বংস করে ফেলতে হবে?

কিন্তু কীভাবে?

বন্যা! ভূমিকম্প, সাময়িকভাবে নীলনদকে শুকিয়ে ফেলা।

অনেক ধরনের পরিকল্পনাই করা হলো। কিন্তু কোনোটাই তার মনোপূত হলো না।

তাহলে কি যুদ্ধ!

যুদ্ধ করেই এ সব ধ্বংস করতে হবে। যুদ্ধতো একটা দু ধারি তলোয়ার। এতে তো হিতে বিপরীত হতে পারে। বিশেষ করে উদ্ভূত এই পরিস্থিতিতে।

তাহলে কী করা যায়?

অথচ এ পরিস্থিতিতে কিছু না করে বসে থাকাও সম্ভব না। একটা রাস্তাই তো আছে। আর সেটা হলো মরুভূমির এই প্রত্যাদেশ অনুসরণ করা। নয়তো আশু এই বিপদে ধ্বংস অনিবার্য।

একটা গুজব ছিলো যে হারেমের একজন বিজ্ঞ মুরব্বি রেনেফার সে বেশ অদ্ভুত একটা কৌশলের কথা বলেছিলো যা দিয়ে মিশরের এই ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি আর উন্নতিকে ঠেকিয়ে দেওয়া যেতে পারে। যা মিশরের জন্য ধ্বংস ডেকে এনেছিলো।

বাইরের রাষ্ট্রদূতরা মেসোপটেমিয়ায় অর্থনৈতিক উৎপাদনের জন্য সমানুপাতে বিশাল এক পানির উৎস তৈরির কাজ করছিলো। ব্যাপারটা যদি তাই হয় সম্ভবত সে রকমই তাহলে মিশরেরও উচিৎ তার জনসংখ্যার অতিরিক্ত শক্তিটুকু ধ্বংস করে ফেলা।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

তার উচিৎ কল্পনাতীত এমন বিশাল এক কার্যক্রম হাতে নেওয়া যেখানে অধিকাংশ লোক অংশগ্রহণ করবে আর তাতে অবাধ্য জনগণের অতিরিক্ত শক্তিটুকু ব্যয় করা হবে। এক কথায় এমন এক প্রকল্প গ্রহণ করা যার উদ্দেশ্য মুখ্য নয় কিন্তু তাতে শরীর এবং আত্মার ধ্বংস সাধন হবে। আর এটা নতুন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য একটা সমাধান।

ফারাও-এর মন্ত্রিরা নানা ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে এলো সে সময়।

মিশরকে ঘিরে চারদিক দিয়ে একটা অকল্পনীয় গভীর সুড়ঙ্গ করতে হবে যেটা পানি দিয়ে কানায় কানায় ভর্তি থাকবে।

তবে মন্ত্রিপরিষদের সকলের পরিকল্পনায় যদিও দেশপ্রেম, আধ্যাত্মিকতা ও দৃঢ়তাপূর্ণ ছিলো, কিন্তু এর পরেও তাদের সকল পরিকল্পনা ফারাও প্রত্যাখ্যান করলেন।

নতুন আর কী পরিকল্পনা করা যায় যেটা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম যেটা শেষ হবে কিন্তু তারপরেও চলতে থাকবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে যেনো প্রকল্পটা যুগে যুগে নিজে নিজেই আবার নতুনত্বে সজ্জিত হবে।

এভাবেই স্বয়ং সম্রাট, রাজন্যবর্গ নথি লেখক সবাই মিলে ধীরে ধীরে একটা শবদেহের স্মৃতিস্তম্ভ তৈরির সিদ্ধান্ত নিলেন। একটি প্রধান মিনার যেখানে রাজাধিরাজকে সমাহিত করা হবে।

ফারাও এ পরিকল্পনাটা শুনে খুব মুগ্ধ হলেন।

মিশরের মূল আধ্যাত্মিক কেন্দ্র কোনো ধর্মীয় দুর্গ বা রাজপ্রাসাদ হবে না, সেটা হবে একটা মিনার, শবদেহের স্মৃতিস্তম্ভ।

ধীরে ধীরে মিশর এটা দিয়ে সারা পৃথিবীতে পরিচিতি পাবে।

এটা তৈরি হয়েছিলো মহান এক পরিকল্পনা দিয়ে, আর তা হলো মহান ফারাও এবং মৃত্যু, অথবা আরো সুন্দর এবং নির্ভুলভাবে বলতে গেলে মৃত্যুর পর মহান ফারাও-এর স্বর্গে উত্থান।

এটা এমন দৃশ্যমান হবে যে অনেক দূর থেকেও একে দেখা যাবে। সকল ফারাও এর নিজ নিজ একটা করে পিরামিড থাকবে।'

ফারাও চিওপসের সামনে এতোটুকু বর্ণনা শেষ করে রাজপ্রাসাদের মূল পুরোহিত হেমিউনি বেশ দীর্ঘক্ষণ নীরবতা পালন করলেন। তারপর আবার কথা বলা শুরু করলেন।

'সুতরাং মহামান্য ফারাও মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের আগেই এ জগতে পিরামিডের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। অন্য কথায়, আত্মাকে রক্ষার পূর্বেই এটা শরীরকে রক্ষা করবে।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

হেমিউনি আবার চুপ হলেন। তারপর আস্তে আস্তে কথা বলার আগে একটু শ্বাস টেনে নিলেন।

'মহামান্য প্রভু প্রথমত পিরামিড হলো একটা ক্ষমতা, একটা ঐশ্বর্য। মহামান্য প্রভু ফারাও এটা আপনার সবচেয়ে বিশ্বস্ত অভিভাবক। আপনার গোপন রক্ষা কর্তা, আপনার সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী। এটা যতো উঁচু হবে ততো আপনার উদ্দেশ্য, মান-মর্যাদা পরিলক্ষিত হবে।

হেমিউনি খুব আস্তে আর নরমভাবে কথা বলছিলো। কিন্তু তার ভেতরের উত্তেজনা আর ভীতি ঠিক টের পাওয়া যাচ্ছিলো।

'পিরামিড হলো এমন একটা স্তম্ভ যা সকল ক্ষমতাকে ধারণ করে। এটা যদি নড়বড়ে হয়ে পড়ে তাহলে সবকিছু ভেঙে যাবে।'

হেমিউনি খুব রহস্যপূর্ণভাবে তার হাত নাড়িয়ে এমন একটা ইশারা করলো আর তার চোখ জোড়া ধক করে এমনভাবে জ্বলে উঠলো যে মনে হলো সবাই একটা ধ্বংস প্রাপ্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে আছে।

'সুতরাং আমার প্রভু ঐতিহ্যকে রোধ করবেন না। নয়তো আপনার সাথে সাথে আমরাও নরকের অনন্ত তলে পতিত হবো।'

হেমিউনি বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে তার চোখ দুটো বন্ধ করে ফেললো। যা দিয়ে বোঝা যায় যে, সে তার কথা-বার্তা শেষ করেছে। অন্যরাও হেমিউনির মতো মৃত বিষণ্ন স্বরে কথা বললো।

কেউ কেউ মেসেপটোমিয়ার সেই খালের কথা আবার বললো।

কেউ আবার যোগ করলো যে, পিরামিড হলো দেশের জন্য সার্বজনীন স্মৃতি বাহক। একদিন সময়ের সাথে সাথে সব কিছু বিবর্ণ হয়ে যাবে। এই নথিপত্র, যুদ্ধ, বন্যা হৈ হুল্লোড়, রাজপ্রাসাদ সবকিছুই বিস্মৃতি হয়ে পড়বে। কিন্তু এই পিরামিড সে একাই দাঁড়িয়ে থাকবে। সব কিছুই ক্ষয় প্রাপ্ত হবে কিন্তু এ পিরামিড একাই মরুভূমিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। পুরাতন জ্যামিতিকদের দিয়ে তৈরি এটা একটা স্বর্গীয় প্রতিকৃতি। আপনি এর প্রতিটি অংশের সাথে মিশে থাকবেন। এর সুউচ্চ চূড়া এর বাঁধানো পিঠ এর নিম্ন ভাগ সব কিছুর সাথে। পিরামিডের প্রত্যেকটি নাম না জানা পাথর তাদের কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে আপনাকে রক্ষা করবে মহান প্রভু।'

তারা যখনই কোনো কাজের স্পষ্ট রূপ রেখা দাঁড় করায় তখনই এর সাথে তারা স্বাভাবিক প্রতিবন্ধকতার বিষয়গুলোও উল্লেখ করে।

ফারাও চিওপস বুঝতে পারলেন এ পিরামিড ব্যবসার সাথে তার সভাসদের অস্তিত্ব রক্ষার ব্যাপারটাও জড়িত। পিরামিড নিয়ে সভাসদের অতি

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

গুরুত্ব মনোভাবের মাঝে কোনো ছলনা নেই। তিনি আরো বুঝতে পারলেন এটা তার পিরামিডই নয় তার সভাসদ সকলের।

চিওপস তার ডান হাতটা উঁচু করে মেলে ধরে সভাসদকে বুঝিয়ে দিলেন যে আলোচনা আজকের মতো শেষ। সভাসদের সকলের সদস্য তাদের হৃদয়ের ধুকধুকানি দিয়ে শুনতে পেলো সম্রাট চিওপসের শুষ্ক ঠাণ্ডা নীরব সিদ্ধান্ত বাণী।

'একটা পিরামিড তাহলে নির্মাণ করো। এটা যেনো হয় আগের সবগুলোর চেয়ে উঁচু আর সুমহান।'

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কাজের সূচনা

প্রস্তুতি : সকল স্থাপত্য নির্মাণ থেকে স্বতন্ত্র

পিরামিড তৈরির সংবাদটি অকল্পনীয় ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়লো। দুটো ব্যাখ্যা এ ব্যাপারে দাঁড় করানো হলো। প্রথমত এমন একটা সংবাদের জন্য জনগণের আনন্দ দীর্ঘদিন অপেক্ষা করছিলো। অথবা এর বিপরীতে এমন একটা দুর্ভাগ্যজনক আতঙ্ক আর শঙ্কা যেটা জনগণ কখনোই আশা করে নি যে এটা ঘটুক। আর সেই বিষয়টাই শেষ পর্যন্ত চুড়ান্তভাবে দিগন্তে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে যাচ্ছে।

মানুষের মুখে মুখে এই রাজ ঘোষণাটি আটত্রিশটি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সম্রাটদের কাছে ছড়িয়ে পড়লো। যেভাবে ঝড়ো বাতাসে বালির স্তুপ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

'আমাদের মহামতি সূর্য ফারাও চিওপস সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মিশরের জনগণকে এক পুতপবিত্র উপহার দেবেন। তিনি সবচেয়ে সুমহান এক অট্টালিকা, সব কিছুর চেয়ে পবিত্রতার পিরামিড তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

বাদ্যের তাল এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এমন কি রাজঘোষকদের গলার স্বর বাতাসে মিলিয়ে যাবার আগেই প্রদেশের হোমড়া চোমড়া কর্তা ব্যক্তিরা তাদের সবগুলো মাথা একত্রিত করে রাজধানী থেকে তাদের কাছে কোনো নির্দেশনা আসার আগেই কি করা যায় সে বিষয়ে খুব সাবধানে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলো। তারা যখন বাড়ি ফিরছে তখন খুশিতে তাদের চোখমুখ চিক চিক করছিলো।

তারা বলাবলি করছিলো "অবশেষে ভাগ্য ফিরলো। মহান সেই সৌভাগ্যের দিনটি চলে এসেছে। সেদিন থেকেই তাদের হাঁটা-চলা, ইশারা-ইঙ্গিতের মধ্যে একটা নতুন কিছু ছিলো। এক ধরনের গোপন আনন্দ তাদের মাংসপেশিকে সংকুচিত করছিলো আর হাতের মুষ্ঠিকে করছিলো সুদৃঢ়।"

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

এমন ক্ষিপ্রগতিতে পিরামিড তাদের অস্তিত্বের ভেতর ঢুকে গিয়েছিলো যে কয়েকদিন যেতে না যেতেই তারা বলাবলি করছিলো, 'ইবলিশ ছাড়া কীভাবে আমরা এর থেকে পরিত্রাণ পাবো ।'

যা হোক, মূল কেন্দ্র থেকে কোনো নির্দেশনা আসার অপেক্ষা না করেই তারা পিরামিড নিয়ে তাদের পূর্বসুরীদের মতো আচরণ করা শুরু করলো ।

অন্যদিকে হাজার হাজার মানুষ এ খবর শুনে আনন্দিত হওয়ার বিপরীতে হতাশা আর আতঙ্কে আর্তনাদ করছিলো ।

"উফ! আবারো শুরু হচ্ছে সেই খেলা ।"

তাদের মধ্যে একটা ক্রোধ জেগে উঠছিলো ।

"তুমি কি মনে করো তুমি এর সাথে সাথে মুক্তি পেতে যাচ্ছো । তুমি কি বিশ্বাস করো যে সব কিছুই পরিবর্তিত হয়েছে, যার ফলে আর কোনো নতুন পিরামিড তৈরি হবে না ।আর তুমি তোমার মতো করেই বেঁচে থাকতে পারবে?

ঠিক আছে এখন তুমি লক্ষ্য করো কীভাবে সব কিছু হয় । সুতরাং তোমার মাথা নিচু করো এবং তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করো ।"

রাজধানীতে পরিস্থিতিটা ছিলো বেশ চাপা উত্তেজনায় ভরপুর । শুধু কর্তাব্যক্তিদের চেহারাই নয় বরং অট্টালিকাগুলোকেও খুব বেশি মলিন আর কঠিন দেখাচ্ছিলো । ঘোড়ার গাড়িগুলো সবচেয়ে চমৎকার প্রাসাদ হোয়াইট হাউস আর ফারাও এর রাজপ্রাসাদের মাঝে থেমে গেলো । এমন কি মরুভূমির দিকে অজানা পথে যাত্রা করা গাড়িগুলোও থেমে পড়লো ।

হেমিউনি কর্তৃক পরিচালিত একদল স্থপতি রাতদিন কাজ করছে । পরিকল্পনাটা তাদের কাছে খুব জটিল মনে হচ্ছিলো । প্রত্যেকেই ভাবছিলো যে যখন সে পুরো ব্যাপারটা মাথায় নিয়ে নিবে তখন তার মস্তিষ্ক অধিক চাপে বিস্ফোরিত হয়ে পড়বে ।

উচ্চতায় এবং মূলভূমিতে যদি ছোট্ট কোনো সংশোধনও আনা হয় তাহলেও সেটা পুরো ব্যাপারটায় অসীম সংখ্যক পরিবর্তন বয়ে আনবে ।

প্রত্যেকটি বিষয় দৃশ্যতই পুরো পরিকল্পনায় একটু ব্যতিক্রম ছিলো । ফাঁদ, গ্যালারি, বায়ু নির্গমনের পথ, ফাটল দরজা, গোপন প্রবেশ পথ যেটা দুর্ভাগ্যজনকভাবে শূন্য কোনো জায়গায় নিয়ে যাবে, বের হওয়ার ভুয়া পথ, ধাপে ধাপে সিঁড়ির পরিমাপ, অতল গহ্বর, পাথরের সংখ্যা, মূল ভৌতিক কেন্দ্র, এ সব কিছুর কোনোটাই আলাদা করার মতো ছিলো না । পিরামিডের জনক ইমহোটেপের একটা বাণী আছে, 'পিরামিড হলো এক এবং একক । (হেমিউনি প্রথম সভায় সকলকে এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলো)

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কথাটা তাদের মনের ভেতর পেরেকের মতো গেঁথে আছে ।

যতোবারই তারা বিষয়টা নিয়ে ভেবেছে প্রতিবারই ইমহোটেপের ঘোষণাটি তাদের কাছে উপযুক্ত মনে হয়েছে । কিন্তু তাদের মনে কোনো সুখ ছিলো না । বরং ছিলো এক ধরনের যাতনা আর হতাশাবোধ । এটাও সত্য ছিলো যে, নগ্নভাবে দিনকে দিন এটা নিজেকে প্রকাশ করছিলো । আর পিরামিডের এই স্পষ্ট অস্তিত্ব যেনো তাদের উপরে একটা অভিশাপ হিসেবে পতিত হচ্ছিলো । পিরামিডটা যেমন ছিলো এটাকে সম্পূর্ণভাবে ঠিক তেমনই হতে হবে । এটার কোনো একটা অংশ বা কোণা যদি অসম্পূর্ণ থাকে তাহলে এটাতে ফাটল ধরবে কিংবা অন্য কোনো অংশ দেবে যাবে । সুতরাং তোমার আনন্দ কিংবা কষ্ট যাই হোক না কেন এর সম্পূর্ণতা নিয়েই তোমাকে কাজ করতে হবে ।

এখন তারা উপলব্ধি করছে যে পিরামিডটা তাদের সকল চিন্তা-ভাবনা অংক কষা, পরিকল্পনা সব কিছুকে ভেস্তে দিয়েছে । তাদের কাছে প্রথম যখন পিরামিডটা স্বর্গীয় কিছু বলে বর্ণনা করা হলো তখন তারা বুঝতে পারছিলো যে এর মধ্যে অন্য কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে । এখন তারা বেশ উদ্বিগ্ন যে হয়তো সেই রহস্যটা রয়েছে এর কেন্দ্রবিন্দুতে । এটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে তাদের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিলো । তাদের উপরিভাগে যদিও বিষণ্ণতার একটা খোলস ছিলো কিন্তু তাদের অন্তরের অন্তস্থলে ছিলো তাদেরকে নিয়ে ভাগ্যের যে জটিল খেলা তা নিয়ে এক ধরনের গর্ব । যদিও পিরামিডটা এখন শুধু দলিলের পাতায় নকশার কাগজে প্যাপিরাসেই মুদ্রিত আছে এবং পিরামিডের জন্য এখন পর্যন্ত একটা পাথরও কাটা হয় নি তারপরেও থিবজ নগরীর প্রধান কারখানাগুলো রাষ্ট্রীয় কোনো নির্দেশনা ছাড়াই তাদের উৎপাদনের দর দ্বিগুণ করে ফেলেছে ।

মেমফিসের কারখানার ফটকে রাজদরবার থেকে চাবুক বোঝাই রথ এসে থামলো । লোকজন আশা করছিলো যে কারখানার মালিককে আতঙ্ক ছড়ানোর অপরাধে শাস্তি দেওয়া হবে । কিন্তু অল্প কিছু পরেই লোকজন জানতে পারলো যে কারখানার মালিককে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সময় উপযোগী প্রয়োজনটা বুঝতে পারার কারণে কারখানার মালিককে অভিবাদন জানিয়েছে ।

মূল দলে থাকা স্থপতিরা হঠাৎ করে মনমরা হয়ে গেলো । কারণ পিরামিডের পরিকল্পনাটা তাদের ধারণার বাইরে করা হয়েছিলো । এমন কি মূল চিত্র আঁকা শেষ করার আগেই এর ধারণাটা ছিলো খুব ভয়ঙ্কর ।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

ইতোমধ্যে বিভিন্ন পররাষ্ট্রদূতরা যদিও তারা ব্যাপারটা নিয়ে একটু উদাসীনতার ভান করছিলো, তারা এই খবরটা তাদের রাজধানী শহরে নিজ নিজ পন্থায় ছড়িয়ে দিয়েছিলো। তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের গুপ্ত কথা আর চিহ্ন পরিবর্তন করছিলো। ফলে দাপ্তরিক দায়িত্বে নিয়োজিত গোয়েন্দাদের এর মর্মকথা উদ্ধার করতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিলো।

তবে শুধু একজন রাষ্ট্রদূত সে হলো কেনান দেশের সে প্রচলিত পথেই পাথরে খোদাই করে তার খবরাখবর আদান-প্রদান করছিলো। আর অন্যেরা বিশেষ করে লিবিয়া ও ট্রয় নগরীর দূত খুবই ষড়যন্ত্র পন্থায় এই খবরটা ছড়িয়ে দিচ্ছিলো। গ্রিক থেকে আগত বিশেষ বার্তাবাহক এবং ইলিয়ান অধিবাসিরা উড়ো উড়ো খবরটা নিয়ে একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করছিলো। বিষয়টা তাদের মাথা ব্যথা আর ঘন ঘন শ্বাস ফেলার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কে জানে কোনো দুর্ভাগ্য অপেক্ষা করছে।

গোপন নিরাপত্তা বাহিনীদের কাছে সবচেয়ে অপছন্দের লোক ছিলো সুমিরিয়ানের রাষ্ট্রদূত সুপিলিউলিমা। খুব বেশি দিন হয় নি তার দেশে অশুভ কতোগুলো চিহ্ন আবিষ্কার করা হয়েছে। তারা সেগুলোকে বলে *লিখন পদ্ধতি।* কতোগুলো অস্পষ্ট ফোটার আঁকিবুকি দেখতে কাকের পায়ের চিহ্নের মতো। এই চিহ্নগুলোর নাকি অনেক ক্ষমতা যে এটা দিয়ে মানুষের চিন্তাকে স্থবির করে দেওয়া যায়, মৃত পচনশীল শরীরকে সজীব রাখা যায়। শুধু এতোটুকুই যথেষ্ট ছিলো না বরং মাটির ঢেলায় খোদিত এ চিহ্নগুলো চুলোর আগুনে সেঁকে শক্ত করে তারপর তারা এই দিয়ে বার্তা আদান-প্রদান করতো।

তুমি কল্পনাও করতে পারবে না যে রাজধানীতে কী ঘটতে যাচ্ছে। মিশরের রাষ্ট্রদূত যখন বাড়ি থেকে বের হয়ে আসছিলো তখন তার মধ্যে একটা গোপন আত্মতৃপ্তি ছিলো। সমস্ত দিন রথগুলো এ পাথরে লেখা সংবাদ নিয়ে এক অফিস থেকে আরেক অফিসে যাতায়াত করছিলো। একটা কিংবা দুটো রথে থাকতো পাথরের একটা খোদাই করা সংবাদ। রাস্তার পাশে অপেক্ষা রত কুলিরা রথ থামার সাথে সাথে সেটাকে খালি করতো। যদি দৈবাত হাত ফসকে কোনো খোদাই পাথর ভেঙে যেতো তাহলে সেখানে তুলকালাম কাণ্ড লেগে যেতো। আর সাথে সাথেই কেউ একজন ছুটে যেতো বিষয়টা মন্ত্রণালয়ের অফিসে জানানোর জন্য। এভাবে দিনের অর্ধেক সময় পিরামিড নিয়ে নানা ধরনের খবরাখবর চালাচালিতে সবাই ব্যস্ত থাকলো।

তবে পররাষ্ট্র দফতর থেকে উড়োউড়ো খবরটা শোনা গেলো যে সম্রাট চিওপস তার সভাসদদেরকে বেশ তিরস্কার করেছেন।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

তবে ঘটনা যা হোক এটা সত্য ছিলো যে, পিরামিড তৈরির খবরটা শুধু মিশরের ভেতরেই নয় বাইরের রাষ্ট্রগুলোতেও আশাতীতভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো। সারা বিশ্ব থেকেই ঘটনাটাকে খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছিলো। মিশরের প্রধান রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে পাওয়া সংবাদে বোঝা যাচ্ছিলো যে পিরামিডের খবর সব জায়গায়ই বেশ উত্তেজনা তৈরি করেছে। চিওপস নিজে এ সমস্ত খবর খুব মনোযোগ দিয়ে একাধিকবার পড়েছেন। তাকে যেটা সবচেয়ে অবাক করেছে তা হলো তার শত্রুদেশগুলোও তাকে এই কাজে সম্মতি দিয়েছে এবং সমর্থন করেছে। এখন সম্রাটের কাছে পিরামিডের বিষয়ে হেমিউনি আর তান্ত্রিক ডেজদির ব্যাখ্যা খুব যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে।

অন্যদিকে তান্ত্রিক ডেজদির আরেকটি মতামত হলো পররাষ্ট্র দপ্তরের বুড়ো বুড়ো কর্মকর্তাদের সাথে চুক্তিতে স্বাক্ষর করার পরিবর্তে সম্রাট চিওপসের উচিৎ হবে মেসোপটেমিয়ার খালটার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া।

কারণ পানির এই উৎসটি মিশরের শক্ত পাথর যেমন আবশ্যকীয়, এটাও তেমনি আবশ্যকীয়। একে উপেক্ষা করার কোনো উপায় নেই।

আরেকটা সংবাদ প্রকাশিত হলো যে মিশরের সর্বত্রই সবাই কেবল পিরামিড নিয়েই আলোচনা করছে। প্রত্যেকটি ঘটনা যেনো এই বিশাল কাজটার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছে।

তবে কোনো কোনো মেয়েলোক এ বিষয়টাকে স্রেফ একটা গুজব মনে করলো। এবং তারা বিশ্বাস করলো যে তাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। তবে ব্যাপারটা ঘুরে যাবে যখন এক শুভ সকালে তারা আবিষ্কার করবে, তাদের স্বামী, তাদের প্রেমিক পুরুষ, তাদের স্কুলগামী সন্তানকে যেতে হচ্ছে এই অশুভ কাজের জন্য। আর তখন তুমি হয়তো কান্না কিংবা আনন্দের চিৎকার শুনতে পাবে।

এটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিলো যে পিরামিড তৈরি করার সময় শুধু এর চারপাশে সংলগ্ন রাস্তা-ঘাট তৈরি করতেই দশ বছর লেগে যাবে। প্রবেশ-রাস্তা তৈরির সাথে সাথে পিরামিড তৈরির মূল কাজও জড়িত ছিলো, আর সাথে ছিলো মহান সেই কর্মযজ্ঞের জন্য মানুষদেরকে তাদের সব অনিশ্চিয়তা দূর করে প্রস্তুত করা।

বিশাল এ কাজের জন্য মানুষের মাঝে অবসন্নতা আর অস্থিরতা দূর করে তাদের মাঝে কাজের স্পৃহা তৈরি করাটাও ছিলো খুব কঠিন কাজ।

এখন সবাই এটা স্বীকার করে নিয়েছে যে যদিও অট্টালিকা নির্মাণ কাজে স্বাভাবিক যে ধুলোবালি দেখা যায় পিরামিড তৈরিতে তার ছিটেফোঁটা বালির

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

চিহ্নও এখনো দেখা যায় নি। তারপরও এর শক্ত ভিত্তিমূলটা সবার মাঝে এর মধ্যেই গেঁথে গেছে।

একটা ভূত কিংবা অপচ্ছায়ার মতো পিরামিড সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখন অনেকেই আছে যারা অসহিষ্ণু হয়ে অপেক্ষা করছে কবে পিরামিড তৈরির কাজ শুরু হবে আর তারা এই দুঃস্বপ্ন থেকে পরিত্রাণ পাবে।

স্থাপত্যবিদদের মূল দলটি এখন জানতো, যে জনগণ যাদের মাঝে অধিকাংশই জীবনে কখনো একটা কালির আঁচড়ও একে দেখে নি তারা এখন পিরামিড তৈরির ভাবনায় নিজেদের মতো করে ডুবে আছে। এক রাতের ভোজে স্থাপত্যবিদরা কোনো এক বন্ধুর বাড়িতে খেতে বসে খুব একটা আনন্দিত বোধ করছিলো না। যদিও তারা সবার দৃষ্টি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলো।

'আপনি পিরামিডের স্থাপত্যশৈলী নিয়ে কেমন চাপে আছেন?' এক চিত্রশিল্পী যুবক একদিন এক স্থপতিকে জন্মদিনের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে প্রশ্ন করে বসলো।

'তুমি চিন্তা করতে পারবে না কী ধরনের চাপ আমি আমার পাকস্থলিতে অনুভব করছি। এটা অন্য সময়ের চেয়ে হাজার গুণ বেশি।'

ফারাও চিওপস সামগ্রিক কাজের অগ্রগতির উপর খুব কাছ থেকে নজর রাখছিলো। একদিন প্রাসাদের বিশেষ কোনো ঘরটি প্রধান স্থপতিদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিলো, সেই ঘরে চিওপস এসে হাজির হলো। দেয়ালে বেশ কিছু সংখ্যক পেপেরি দলিলের মধ্যে দুর্বোধ্য সব চিহ্ন আঁকিবুকি হয়ে রয়েছে। নানা রকমের গাণিতিক চিহ্ন, দিক-নির্দেশনা। হেমিউনি সম্রাট চিওপসকে ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিলেন আর ফিস ফিস করে সব কিছুর ব্যাখ্যা করছিলেন। ফারাও একটা শব্দও উচ্চারণ করলো না। সবাই বুঝতে পারলো ফারাও খুব দ্রুত চলে যেতে চাচ্ছে। www.banglabookpdf.blogspot.com

তবে পিরামিডের মডেলটা যেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম প্রকাশ করা হলো সেদিন তিনি বেশ কিছু সময় সেখানে অবস্থান করেছিলেন।

তার চোখে বেশ শান্ত আর ধীরস্থির একটা ভাব ছিলো। মসৃণ নরম পাথরের পিরামিডের মডেলটি দাঁড়িয়ে আছে।

সম্রাট চিওপস একটা বিষয় নিয়ে বেশ দুঃশ্চিন্তায় ছিলেন। তার মনের মধ্যে কি জানি একটা বিষয় বার বার উঁকি মেরে আবার পিছল খেয়ে কোথায়

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

যেনো হারিয়ে যাচ্ছে। তিনি পিরামিডের সাথে সাদা মসৃণ মোটা মোটা চুনাপাথরগুলোর সম্পর্কটা ধরতে পারছিলেন না। বিশেষ করে তৃতীয় এই পিরামিডের সাথে যেটা এখনো তৈরি হয় নি আর যেটা রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষের মনে এখনো স্থির হয়ে আছে।

হেমিউনি সম্রাটের কাছে আসল তার সাথে কথা বলার জন্য। সে সম্রাটকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলো যে কেন সে পয়তাল্লিশ ডিগ্রির পরিবর্তে বায়ান্ন ডিগ্রি কোণা কুণিকে পছন্দ করেছে। সে পিরামিড তৈরির কিংবদন্তি ইমহোটেপের কথা স্মরণ করলো যে প্রথম পিরামিডের ডিজাইন এবং নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছিলো। সে নক্ষত্রের নিখুঁত অবস্থান ধরে পিরামিড তৈরির সময়কাল বিষয়ে সম্রাটকে আরো নানা রকম তথ্য দিলো। কিন্তু সম্রাটের মনোযোগ ছিলো তখন অন্য কোথাও। তিনি নিজের মনেই একটা বিষয় বোঝার চেষ্টা করছিলেন যখন প্রধান পুরোহিত একটা কাঠের টুকরো নিয়ে বর্ণনা করছিলেন যে কীভাবে বড় বড় পাথরগুলো উপরে ওঠানো হবে।

'ঠিক এই বিষয়টাই আমি জানতে চাচ্ছিলাম কীভাবে এমন উঁচুতে পাথরগুলো ওঠানো হবে।' ফারাও চিওপস বললো।

'মহামান্য! কোনো সমস্যা নেই।' প্রধান স্থপতি বললো। 'আপনি নিশ্চই কাঠের তৈরি এই মাচানটি দেখতে পাচ্ছেন। আমরা এরকম আরো চারটি মাচান তৈরি করেছি বড় বড় এই পাথরগুলো রশি দিয়ে এই মাচানের সাহায্যে আমরা স্থাপন করব। মহামান্য আপনি দেখেন কীভাবে মাচনগুলো পিরামিডের দিকে ঝুকে আছে।'

চিওপস তার মাথা নাড়লো, যার অর্থ হচ্ছে 'হ্যা' তিনি বুঝতে পারছেন।

'পিরামিডটাকে এখন কেমন একটা ধূমকেতুর মতো মনে হচ্ছে।' ফারাও চিওপস বললো। এ প্রথমবারের মতো তার ঠোঁটে একটু হাসির রেখা দেখা গেলো।

হেমিউনি হাঁফ ছেড়ে নিঃশ্বাস ফেললো।

'এই তীর নির্দেশনার চিহ্নটা কী?' ফারাও জিজ্ঞেস করলো।

প্রশ্নটা শুনে কয়েক মুহূর্ত বিরতিতে হেমিউনির গলার স্বর আবার নেমে গেলো।

'মহামান্য সম্রাট! এ গ্যালারিটা মরদেহ যে চেম্বারে রাখা হবে সেখানে নিয়ে যাবে।'

হেমিউনি সম্রাটের চোখের দিকে না তাকিয়ে উত্তর দিলো।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

ফারাও একটা ছুরির দণ্ড দিয়ে চিহ্নটি স্পর্শ করে বললো, 'আর মরদেহ রাখার ঘরটি কোথায় থাকবে?'

'মাননীয় এ ঘরটি পিরামিডের মূল মডেলের মাঝে নেই। কারণ ঘরটা পিরামিডের মধ্যে থাকবে না। এটা থাকবে পিরামিডের বাইরে। মাটির নিচে এটাকে স্থাপন করা হবে। একশো ফিট কিংবা তার চেয়েও আরো অনেক গভীরে। এমন একটা অবস্থানে যেখানে পিরামিডের ওজন এক বিন্দুও অনুভূত হবে না।'

চিওপসের চোখ দুটি যেখানে তার মরদেহটা রাখা হবে সেই মাটির অতল তলের দিকে তাকিয়ে বেশ অবাক হলো। কিছু দিন আগে সে একটা স্বপ্ন দেখেছিলো। তার এখন সেই স্বপ্নটার কথা মনে পড়ছে। সে দেখেছিলো তার নিজের শবদেহটা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে, যেভাবে একটা শরীর পানিতে তলিয়ে যায়।

'যেভাবে আপনার পিতা সেনেফিরুর শবদেহ রাখা হয়েছিলো ঠিক সে ভাবে।' বেশ নিচু স্বরে হেমিউনি কথাগুলো বললো।

চিওপস কিছুই বললো না। তার কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছিলো। কিন্তু সে বাইরে সেটা প্রকাশ করলো না। তার হাতের ছড়িটা শুধু একটু কেঁপে উঠলো।

'তোমাদের কাজটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।' শেষ কথা বলে সম্রাট তার পা ঘুরালো বের হওয়ার জন্য। যেতে যেতে তার শেষ শব্দটি ছিলো, 'তোমাদের কাজ শুরু করো।'

মাথা ঘুরিয়ে চলে যাবার সময় সম্রাটের কথাগুলো যেনো বাতাসে ভেসে ভেসে আস্তে আস্তে স্থপতিদের কাছে এসে পৌঁছাচ্ছিলো।

'তো-মা-দে-র- কা-া-া-জ-জ-জ -শু-উ-উ-রু-উ- ক-অ-রো-অ।

কয়েকটা মুহূর্ত সম্রাটের কথাগুলো তাদের পেছনে রয়ে গেলো, যেভাবে একজন দরবেশের পেছনে তার ভক্তকুল ঘুরে বেড়ায়।

শেষ পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে সম্মতি গৃহীত হলো।

পিরামিডের যে প্রতিকৃতি যেটা মাত্র গতকাল হস্তান্তর করা হয়েছে সেটা আজ অস্পৃশ্য আর দুর্মূল্য হয়ে পড়লো। সাদা মসৃণ চুনা পাথরের তৈরি পিরামিডের ছোট্ট এই প্রতিকৃতির আলোকছটা শুধু তাদের চোখগুলোকে ঝলসে দিচ্ছিলো না বরং সেটা সারা পৃথিবীকে চমকে দিচ্ছিলো।

পিরামিডের দিকে প্রবেশের রাস্তাটা তৈরি করা হচ্ছিলো রাজ্যের বিভিন্ন দিক থেকে একটা সমীকরণ হিসাবের মাধ্যমে। আগের পিরামিডের সবগুলো

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

রাস্তার যাবতীয় চিহ্ন মুছে গিয়েছিলো অনেক আগেই। এখানে সেখানে যদিও এখনো ভাঙা অবশিষ্ট কিছু অংশ খুঁজে পাওয়া যায়। বেশ কয়েক বছর আগে সেগুলোকে মেরামতও করা হয়েছিলো। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কোনো কিছুই পাওয়ার সুযোগ নেই। এমন কি পুরাতন জরাজীর্ণ সেই রাস্তাগুলোকে যদি ঠিক করাও হয় তাহলেও সে রাস্তা দিয়ে নতুন পিরামিডে প্রবেশ করার কোনো উপায় ছিলো না। কারণ প্রত্যেকটা পিরামিডেরই নিজস্ব একটা মূল রাস্তা ছিলো যেটা দিয়ে পাথরখাদ থেকে পিরামিড তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আনা নেওয়া করা হতো।

তবে পিরামিড তৈরির অন্যান্য উপাদান যেমন ধাতুর স্তম্ভ, কাঠ, মাটি, পাথর এগুলো মাঝে মাঝে জরুরি বিষয়গুলো পরিবহনের জন্য নতুন রাস্তা ব্যবহার করা হতো। আর এ সব কিছুই নির্ভর করতো কাচামালগুলো কতো দূরে তৈরি হচ্ছে কোথায় তৈরি হচ্ছে তার উপর।

এ সব কাজ যদিও বিশাল এই প্রকল্পেরই অংশ ছিলো নিঃসন্দেহে কিন্তু তারপরেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা-ভাবনা ছিলো পিরামিড তৈরির পাথরগুলো নিয়ে।

কয়েক ডজন অফিসের কর্মকর্তার রাতের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিলো পাথরগুলো আনা নেওয়া এবং এর পরিবহন কাজের চিন্তা-ভাবনা নিয়ে।

কী পরিমাণ পাথর উত্তোলন করতে হবে, সংগ্রহ করতে হবে এবং কতো ঘণ্টা কাজ করতে হবে এ সমস্ত নানা ধরনের পরিকল্পনাও এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিলো।

পাথরগুলো পরিবহনের জন্য নীলনদের ব্যবহার ছিলো অপরিহার্য। কিন্তু নিরাপত্তাজনিত কারণে লোকজন নীলনদ ব্যবহার করা থেকে দূরে থাকার চিন্তা করছিলো। আবার নীল নদ যদি ব্যবহার না করা হয় তাহলে পিরামিড তৈরিতে মতো বেশি সময় লাগবে যে ফারাও চিওপস হয়তো তার পিরামিডটা দেখে যেতে পারবেন না।

এ অবস্থায় নীল নদ ব্যবহার না করে অন্য কিছুরও ব্যবস্থা ছিলো না। আবার অন্যদিকে এই মৌসুমে কিংবা অন্য মৌসুমে পাথর এবং গ্রানাইট বোঝাই মালামাল আনয়নের জন্য কী পরিমাণ ভেলা লাগতে পারে সে বিষয়ে সমস্ত সম্ভাবনার বিষয়টা ভাবনা-চিন্তা করা উচিৎ ছিলো আগে থেকেই।

যা হোক উচ্চ অফিসিয়াল কর্মকর্তাসহ সবাই পুরো বিষয়টা নিয়ে গভীর ভাবে অঙ্ক কষছিলো।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কতোটুকু আনুভূমিক রেখায় এটা দাঁড়াবে এ নিয়ে স্থাপত্যবিদরা ভাবছে আবার পিরামিডের আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা কেমন হবে সেটা নিয়ে চিন্তা করছিলো আরেকটি দল।

তবে পিরামিড নিয়ে সবচেয়ে রহস্যময় বিষয়টা ঘটছিলো প্রধান যাদুকর মোরহেবকে কেন্দ্র করে। তিনি তার জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দলটি নিয়ে নক্ষত্রের অবস্থান আর এর ভবিষ্যৎ সব কিছু নিয়ে গভীর চিন্তার মাঝে ডুবে গিয়েছিলেন। কেউ যখন এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করতো তখন তাদের কাছ থেকে তেমন ভালো উত্তর পাওয়া যেতো না।

পিরামিডের এতোটুকু কাজ এগুনো অবস্থায়ই গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে পিরামিড হয়তো তৈরি হবে না।

হয়তো পিরামিডের বীজটুকুই মাটিতে রোপন করা হয়েছে কিন্তু এর অঙ্কুর হয়তো আর পৃথিবীর মুখ দেখবে না।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

ষড়যন্ত্র

রাজধানীর কাছেই গিজায় যেখানে পিরামিড তৈরির কাজ হচ্ছিলো সেখানে ধুলির মেঘের আস্তরণ বেশ জমাট বেঁধে গিয়েছিলো। বিচ্ছিন্ন মানুষের দল এক ঘূর্ণায়মান কুয়াশাচ্ছন্ন আশায় এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করছিলো যে ধুলির এই আস্তরণ থেকে পিরামিডের একটি সত্যিকার আকৃতি খুব শিগগির বের হয়ে আসবে। কিন্তু যখন সূর্যাস্ত হলো আর কাজে বিরতি পড়লো, ঘূর্ণায়মান ধূসর ধুলির স্তর নিচে নামতে লাগলো তখন পিরামিডের জন্য ঘের দেওয়া নির্দিষ্ট জায়গাটা দেখা গেলো আগের মতোই, অন্যসব পরিত্যাক্ত ভূখণ্ডের মতো।

যা হোক, প্রাসাদ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের সভায়ও এই একটা বিষয় শুধু সাঁতরে বেড়াচ্ছিলো।

রাষ্ট্রদূতদের সাথে বৈঠকে প্রধান স্থপতি ও পরিকল্পনাকারী এবং সভার প্রধান হিসেবে হেমিউনি ঘোষণা দিলো যে, খুব শিগ্‌গির পিরামিডের নির্মাণ কাজ শুরু হবে। এমন কি সেটা বর্ষা আসার আগেই।

যা হোক, রাজধানীর আশপাশের বাসিন্দারা আশা করছিলো যে এমন কিছু একটা চিহ্নের যার মাধ্যমে তারা হঠাৎ করেই দেখতে পাবে ধুলোর সেই আস্তরণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে পিরামিডের কোনো বার্তাবাহী।

এক সন্ধ্যায় অস্পষ্ট এবং অনিশ্চিত একটা গুজব ছড়িয়ে পড়লো।

খুব সকালে রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহৃত গাড়িগুলো চাপা উত্তেজনা নিয়ে দ্রুতগতিতে রাস্তা দিয়ে ছুটে গেলো। ধর্মীয় পিঠস্থানগুলো সারা সকাল বন্ধ থাকলো।

ঠিক দুপুরে সবার মুখে মুখে ভয়াবহ সেই গুজবটা রটে গেলো : 'ষড়যন্ত্র! কোথাও ষড়যন্ত্র হচ্ছে।'

হঠাৎ করে সাথে সাথে পুরো শহর যেনো থমকে গেলো।

খবর ছড়িয়ে পড়লো যে, আক্কাদিও সুমেরিয়ান সৈন্যরা মেমসির দরজায় চলে এসেছে। কেউ কেউ বললো, নীলনদের দখল নিয়ে নিয়েছে আর

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

মিশরকে নীলনদ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এ খবরগুলো তুমুল উত্তেজনা তৈরি করলো।

রাজধানীর মূল পথগুলো রাত নামার সাথে সাথেই নীরব পরিত্যাক্ত হয়ে গেলো। লোকেরা পেছনের রাস্তা দিয়ে একে অপরকে না চেনার ভান করে গোপনে ছোটাছুটি করে নিরাপদ জায়গায় চলে যাচ্ছিলো।

সুমেরিয়ান এমবাসির চিমনির উপর দিয়ে তামাক পাতার ধোঁয়া বের হচ্ছিলো। গোয়েন্দারা কোনো খবর পাওয়া মাত্রই খবর! খবর! বলে চিৎকার করে খরগোশের মতো পুলিশ ফাঁড়ির দিকে ছুটছে।

আগুনের ফুলকির মতো ষড়যন্ত্রের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

এ সবকিছুই হঠাৎ করে নিরীহ একটা বিষয় থেকে ঘটে গেলো। একটা কৃষ্ণ অগ্নিপাথর যার কথা প্রায় সকলেই ভুলে গিয়েছিলো সেটা নাকি হঠাৎ করে সাকারা মরুভূমিতে পাওয়া গিয়েছে। পূর্ণিমার রাতেও এই পাথর থেকে তীব্র আলোক রশ্মি বের হতে দেখা গেছে তাকে মনে করা হয় অমঙ্গলের প্রতীক। পরে বোঝা গেলো এ সব কিছু ছিলো পূর্ব পরিকল্পিত। এ পাথরের রশ্মি পিরামিডের ভেতর ঢুকাতে পারলে তার অমঙ্গল আর কেউ ঠেকাতে পারবে না। এই ঘটনার দায়ে প্রধান যাদুকর হোরেমহেবকে সন্দেহ করা হলো। সে যখন অপেক্ষা করছিলো কখন তাকে বন্দি করা হবে তখন উজির সাহাথোরকেও এই তালিকায় আনা হলো। এটা যখন শুরু হচ্ছিলো তখন কর্তৃপক্ষ দু জন পরামর্শক হোটেপ আর ডিডোমিসিকে কারাগারে পাঠালো।

যা হোক মন্ত্রি আনটেফকে গ্রেফতার করার পর এটা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বরং এ হলো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চলমান এক গভীর ষড়যন্ত্র।

পুরো দেশ ভয়ে কেঁপে উঠলো।

চিওপস নিজেও বিষয়টার তদন্ত নিয়ে খুব অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি কঠোর নির্দেশ দিলেন যে, ষড়যন্ত্রের পুরো বিষয়টা নিয়ে আলোর মধ্যে অতি শিগগির নিয়ে আসা হয়।

গোয়েন্দা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো। তারা পার্শ্ববর্তী শত্রু রাষ্ট্র সুমেরীতেও ঢুকে পড়লো তদন্তের জন্য। কারণ ষড়যন্ত্রকারীরা সেখানে বসে অনেক শলা পরামর্শ করছিলো।

বেশ দীর্ঘ সময়ের জন্য সকলের মনের ভেতর অন্যসব চিন্তা দূর হয়ে শুধু নতুন এ ষড়যন্ত্রের বিষয় নিয়েই মেতে থাকলো।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

অনেকের ধারণা হলো আসলে এ সব ষড়যন্ত্র কিছু না, হয়তো এটা এক ধরনের ভুয়া কিছু কিংবা অন্য কোনো কৌশল।

কারণ চিওপস নিজে তখনো যুবক ছিলেন এবং যেটা তৈরি হতে যাচ্ছে সেই পিরামিড তৈরির খুব ইচ্ছেও তার ছিলো না।

'তোমার কি মাথা ঠিক আছে? নাকি তুমি পাগল হওয়ার ভান করছো। পিরামিড তৈরির কোনো সিদ্ধান্তই যদি না থাকে তাহলে এই যে এতো বড় পাথর আনা হয়েছে এগুলোর কী হবে। আর এতো পরিশ্রম করে এতো টাকা খরচ করে পিরামিডের জন্য রাস্তা-ঘাট নির্মাণ করা হয়েছে এগুলো কি সব বৃথা যাবে।'

'হ্যা আমি মনে করি এ সব ভুয়া। শুধু তাই না, আমার বিশ্বাস তুমি অজ্ঞ লোকদের একজন। একটা বিষয় চিন্তা করো আর মনে করার চেষ্টা করো, রাজপ্রাসাদের ছাদ থেকে সবাই চিৎকার করে বলছিলো পিরামিড! পিরামিড!। কিন্তু কোথায় এখন সেই পিরামিড! কোনো বুড়ো অথচ পিরাডিমটা এখনো তৈরি হয় নি। এর কারণ অনেকেই এটা চায় না। তারা সবাই চিৎকার করে বলেছে পিরামিড! পিরামিড! কিন্তু তাদের মনের ভেতর ছিলো ষড়যন্ত্র।'

এ সমস্ত গুজব আর সাধারণ মানুষের কথা-বার্তা সম্রাটের সামনে যখন ভালোভাবে পৌছলো তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, একটা ভাষণ দিবেন। আর অবশ্যই তিনি যেভাবেই হোক এ ষড়যন্ত্রের মূল উৎপাটন করে ছাড়বেন।

বিচারসভা আর অত্যাচার এবং জিজ্ঞাসাবাদের গোপন কুঠুরি সন্দেহ ভাজনদের দিয়ে ভরে গেলো। সব লোকজন নিদারুণ এক মানসিক যন্ত্রণা আর চাপা ভয়ের মধ্যে দিন কাটাতে লাগলো। হাজার হাজার মানুষ ধারণা করলো তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে। অনেককে গ্রেফতার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নানা রকম কষ্ট দেওয়া হলো আবার অনেককে রাস্তা-ঘাট প্রাসাদ তৈরির শ্রমিকদের দলে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো।

কে জানে কতোদিন এ দুঃস্বপ্নের প্রহর চলতে থাকবে। কবে সম্রাট চিওপসের নিজের হস্তক্ষেপে এ যাতনা শেষ হবে।

'তো পিরামিড কি আসলেই তৈরি হতে যাচ্ছে না, কি হবে না? এ সব কবে বন্ধ হবে?' রাজপ্রাসাদ থেকে একটা বার্তা পৌছানো হলো হেমিউনির কাছে।

উত্তরে রাজ প্রাসাদে খবর গেলো, 'কিন্তু মহামান্য এ জিজ্ঞাসাবাদ পিরামিড তৈরির অংশ।'

যদিও অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিলো পিরামিড তৈরির মূল কৌশল তখন পর্যন্ত আবিস্কৃত হয় নি।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

বর্ষার দ্বিতীয় মাসে হেমিউনি পুনরায় দ্বিতীয়বারের মতো তার স্থাপত্যবিদ দলটিকে নিয়ে বসলো। পিরামিডের মডেলটি ঠিক সেখানেই ছিলো যেখানে তারা সর্বশেষ মিটিংএর সময় পিরামিডটাকে রেখেছিলো। এর উপরে ধুলোর আস্তরণ দেখে বোঝা যায় এর প্রতি সবার একটা অবজ্ঞা আছে। যদিও পিরামিডের প্রতিকৃতিটা দেখতে একটু কৃষ্ণকায় লাগছিলো কিন্তু তারপরেও এর থেকে একটা নরম দুর্বল আলো বের হয়ে আসছিলো।

হেমিউনি তার হাতের ছড়িটা পিরামিডের মডেলের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনছিলো। তাকে খুব একটা আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ মনে হচ্ছিলো না। বাকি সবাইকেই খুব একটা সহজ মনে হচ্ছিলো না। মনে হয় যা ঘটে গেছে তা নিয়ে সবাই বেশ চিন্তিত। তাদের মন কেমন ভারাক্রান্ত।

তারা পিরামিড তৈরির নানা কলা-কৌশল, পদ্ধতি, এর বড় বড় পাথর স্থানান্তর, শবদেহ যে ঘরে রাখা হবে তার নির্মাণ শৈলীসহ নানা বিষয় আলোচনা করছিলো। কিন্তু তাদের মনের চোখে তখন অন্য আরেকটা দৃশ্য বার বার ভেসে উঠছিলো। আর সেটা হলো ষড়যন্ত্রকারীদের তালিকা। সেটা আর কতো বড় হবে। আর কাকে সেখানে অন্তর্ভুক্তি করা হবে।

হেমিউনি অনেক কিছু ভাবলো। আর তার সদস্য স্থাপত্যবিদরা কিছুক্ষণ তাদের মাথাগুলো বিজ্ঞের মতো নাড়া চাড়া করে আবার পিরামিড তৈরির পুরোনো কলা-কৌশলে মন দিলো।

তারা পিরামিডের কেন্দ্র বিন্দুতে পাথরের ওজন কী পরিমাণ হবে, পিরামিডের ভেতর ভুয়ো পথ কোথায় যাবে, পাথরগুলো কীভাবে স্থাপন করা হবে এ সমস্ত নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলো ঠিকই কিন্তু তাদের সেই আলোচনা তেমন জমে উঠছিলো না। ষড়যন্ত্রের ধোঁয়াটে আতঙ্ক তাদের চিন্তা-ভাবনা আর মনোযোগকে বাধাগ্রস্ত করছিলো।

একটা সময় এসে তাদের মনে হলো তারা কখনো এ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবে না।

মানসিক এ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় তৃতীয় সভায় হেমিউনি যখন তার সহকারী স্থাপত্যবিদ এবং অন্যান্য পরিকল্পনাকারীদের নিয়ে সভায় বসলেন তখন লক্ষ্য করলেন যে সেখানে সরকারি তদন্ত কর্মকর্তাদের প্রধান এবং তার সহকারী এসে উপস্থিত হয়েছে।

হেমিউনি বুঝতে পারলেন কেন তার উপস্থিত স্থাপত্যবিদরা সহজ স্বাভাবিকভাবে সভায় কথা বলতে পারছে না। প্রধানমন্ত্রী এবং মিশরের প্রধান স্থাপত্যবিদ হেমিউনি ক্রোধে প্রায় উন্মত্ত হয়ে তদন্তকারী প্রধান কর্মকর্তার

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

দিকে তাকিয়ে বেশ চিৎকার করে বললেন, 'হেই তুমি এখানে কী চাও? এখানে তোমার কোনো কাজ নেই।'

তদন্ত কর্মকর্তার প্রধান তার কাঁধটাকে একটু ঝাঁকালো যেনো সে হেমিউনের প্রশ্নটা বুঝতে পারে নি। কোথায় যেনো গোলমাল হয়েছে।

কিন্তু হেমিউনি যখন পুনরায় চিৎকার করে বললো, 'বের হয়ে যাও এই সভা থেকে।' তখন সে তার সহকারীকে নিয়ে লেজগুটিয়ে বের হয়ে গেলো।

সমস্ত কিছু ছাপিয়ে পিরামিড নির্মাণের বিষয়টাই আবার আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে চলে আসলো। পিরামিড তৈরিতে বাধাগ্রস্ত করার জন্য যে ষড়যন্ত্র শুরু করা হয়েছিলো হেমিউনি প্রথমে সেটা টের পেয়ে কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলো। ফলে যখন হেমিউনিকে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কৃত করার বিষয়টা গুজব আকারে ছড়াতে শুরু করলো তখন পিরামিড তৈরির সাথে জড়িত সব স্থাপত্যবিদদের দুঃশ্চিন্তা অনেকাংশে কেটে গেলো।

সমাধি সৌধের কাজের গতি যখন বেশ তোড়জোড় করে আবার শুরু হলো এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল নির্মাণ কর্মকর্তারা আবার নিজেদের নিরাপদ ভেবে স্বস্তি পেতে শুরু করলো তখনই ঘটলো নতুন আরেক বিপত্তি। তাদের সুখ বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। নতুন আরেক গুজব আর ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া গেলো যা আগেরটার চেয়েও ভীতিপ্রদ এবং বিপদজনক।

এ ষড়যন্ত্রের কোপানলে স্বয়ং হেমিউনিকে ফেলা হলো। কেউ কেউ অভিযোগ তুললো য়ে পিরামিড নিয়ে যে ধীরগতির কাজ এবং অব্যবস্থাপনা তা হেমিউনির ষড়যন্ত্রেরই একটা অংশ।

আবার কেউ বললো পিরামিড নিয়ে হেমিউনির পুরো পরিকল্পনায়ই বড় ধরনের গলদ ছিলো। তাই এটা শুরু হওয়ার পর অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

তৃতীয় আরেকটা গ্রুপ জোর দিয়ে বললো পিরামিড নির্মাণ নিয়ে সমস্ত পরিকল্পনাই ভুল ছিলো। পিরামিডের স্থান নির্বাচন, রাস্তা নির্মাণ, যেখান থেকে পিরামিডের জন্য পাথর সংগ্রহ করা হবে সেই পাথরের গিরিখাদ নির্বাচন সব কিছুই ভুল ছিলো। ফলে পিরামিড নির্মাণ কখনো শেষ হবে না।

কিন্তু সমস্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের পর এ সমস্ত অভিযোগকারীদের মুখ বন্ধ হয়ে গেলো। কারণ কোনোভাবেই পিরামিড নির্মাণের কাজ বন্ধ করা যাবে না। যেহেতু রাষ্ট্রীয়ভাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে ইতোমধ্যে এর নির্মাণের ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাই নির্মাণ চালিয়েই যেতে হবে।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

সমস্ত খবরই ফারাও চিওপসের কাছে সময়মতো পৌঁছে যেতো। কোনো কিছুই তার চোখের আড়ালে ছিলো না। ফলে ছিদ্রান্বেষীদের এ সমস্ত গুজব বাতাসে একটু ধুলো-ময়লা ছাড়া আর বেশি কিছু ছড়াতে পারলো না।

সমস্ত সংশয় অতিক্রম করার পর এক সকালে লোকমুখে এবং বাতাসে এই ফিসফিস ছড়িয়ে পড়লো যে পিরামিড নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধনের দিন ঘনিয়ে আসছে। তবে এর বেশি কিছু কেউ বলতে পারলো না। পরবর্তী সকালে ঢোলের বাদ্যের তালে তালে সবাই বুঝতে পারলো শুভ উদ্বোধনের অনুষ্ঠান চূড়ান্তভাবে হতে যাচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফারাও চিওপস সশরীরে উপস্থিত হলেন।

মন্ত্রিসভার নতুন কিছু মুখ প্রথমবারের মতো জনসম্মুখে হাজির হলো। প্রধান পুরোহিত রিহোটোপ দলের সামনে হেঁটে আসছিলো। বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতরা অন্য আরেকটা সারিতে অপেক্ষা করছিলো।

অতিথিদের মধ্যে আমন্ত্রিত একজন বয়স্ক অতিথি হঠাৎ করে বললো, 'পিরামিড? তুমি বলতে চাচ্ছো এটা এখনো শেষ হয় নি?'

এক ধরনের দুঃখ আর বেদনা নিয়ে বুড়ো অতিথির এ মন্তব্য সবাই শুনলো। সবাই আশা করছিলো যে পিরামিডটা পুরোপুরি নির্মিত না হয়ে ইতোমধ্যে যদি অর্ধেকও তৈরি হয়ে যেতো তাহলে ভালো হতো।

কিন্তু উপস্থিত সবাই আরো বিস্মিত হলো যখন মঞ্চ থেকে ঘোষণা দেওয়া হলো যে, পিরামিডের নির্মাণ কাজের শুভ সূচনা তাদের চোখের সামনেই হতে যাচ্ছে এবং সেটা হবে আগের সব পিরামিড থেকে আকার ও আকৃতিতে দ্বিগুণ।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

প্রতিদিনের ঘটনার ধারাবাহিকতা

চন্দ্রগ্রহণের পর দ্বিতীয় চন্দ্ররাতে এগারো হাজার তিনশো চুয়াত্তরটি পাথর স্থাপন করা হলো।

পাথরগুলো বসাতে যদিও আগের পিরামিডগুলো থেকে বেশ কিছু সময় বেশি লাগলো। অনেক মৃত্যুও সংঘটিত হলো। সময় মতো পাথরগুলো নিয়ে না আসলে হয়তো এর পূর্ববর্তীদের চেয়ে আরো বেশি ভয়ানক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে যেতে পারতো। পাথরগুলো নিয়ে এসে বসানোর সময়কার দুর্ঘটনায় পাথরস্থপতি মুখা, আরইউসহ তাদের সাথে আরো অনেক নাম না জানা কৌশলী মারা গেলো। শুধু তাই নয়, কোনো ঘোষণা ছাড়াই পাথরগুলো যখন পিছল খেয়ে ছুটে আসতে শুরু করলো তখন এর সামনে যে সমস্ত লিবিয়ান কর্মীরা ছিলো তারাসহ জমজ '*তুরতুর*' ভ্রাতৃদ্বয় ও আরো চৌদ্দজন পাথর কর্মী চোখের নিমিষে ছাতু হয়ে গেলো। পাথরগুলো ছুটে বেড়িয়ে জায়গামতো বসার আগেই সহকারী তত্ত্বাবধায়ক এবং আরো তিনজন নুবিয়ান মিস্ত্রি মারা গেলো।

ভয়ানক এই দুর্ঘটনার পর শ্রমিকরা কিছুটা ধাতস্থ হয়ে যখন বিশ্রাম নিচ্ছিল তখন প্রধান তত্ত্বাবধায়ক চাবুক হাতে শ্রমিকদের দিকে এগিয়ে এলো তাদেরকে শাস্তি দিতে। তাদের অপরাধ কেন তারা কাজ ফেলে দীর্ঘক্ষণ বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। তাকে দেখে শ্রমিকদের বুকের ভেতরে ভয়ের একটু ধাক্কা লাগলো। তাদের শ্বাস প্রশ্বাস কিছুক্ষণের জন্য থেমে গেলো।

এগারো হাজার তিনশো সাতাত্তর নাম্বার পাথর খণ্ড পরবর্তীতে হাতে গোনা কয়েকজনের মৃত্যু ছাড়াই স্থানান্তর করা হলো। তবে এ পাথরগুলো স্থানান্তর করতে গিয়ে প্রধান মিস্ত্রিকে বরখাস্ত করা হলো। তাকে পাথর উত্তোলনের খাদে স্থানান্তর করা হলো। কারণ পাথর বহনের সময় সে দু জন শ্রমিকের পা কেটে যাওয়ার বিষয়টা ইচ্ছে করেও ঠেকাতে পারে নি।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

নতুন যে প্রধান মিস্ত্রি নিয়োগপ্রাপ্ত হলো সে মহান এ পিরামিড তৈরিতে এ সমস্ত ছোট-খাটো ভুলগুলো বেশ গুরুত্বের সাথে তত্ত্বাবধান করবে বলে প্রতিজ্ঞা করলো।

তবে স্থানান্তরিত এগারো হাজার তিনশো একাশিটি পাথরের স্তূপ থেকে এক ধরনের বিকট দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিলো। লোকজন বলাবলি করছিলো যে অনেক দূর-দূরান্ত থেকে আগত নানা ধরনের শ্রমিকদের বিভিন্ন রকমের রোগ-জীবাণু এই পাথরগুলোকে আক্রান্ত করেছে।

বিষয়টা সত্যিও হতে পারে। কারণ যে এই পাথরগুলো স্পর্শ করেছে তার শরীরে এক প্রকারের চুলকানিসহ ফুসকুঁড়ি দেখা দিয়েছিলো।

পরবর্তীতে এগারো হাজার তিনশো তেরাশিতম পাথর যখন নিয়ে আসা হলো আর এটা বসানোর কাজ শুরু হলো তখন পাথর স্থাপন নিয়ে আগের মৃত্যু ঘটনাগুলো পুরোপুরি মুছে গেলো।

তবে পাথর স্থাপন নিয়ে নতুন আরেকটা দুর্বিপাক দেখা দিলো। অনেকেই অতিরিক্ত সূর্যতাপে মারা গেলো।

এগারো হাজার তিনশো চৌরাশি নং পাথরটা যখন আনা হচ্ছিলো তখন পথিমধ্যেই পাথরটা মরুভূমিতেই থাকা অবস্থায় এটা নিয়ে গুজব ছড়িয়ে পড়লো। বলা হলো এই পাথরটাসহ আরো যে ছয়টা পাথর আবুসির পাথরখাদ থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে সেগুলোর উপর অশুভ চোখের দৃষ্টি পড়েছে।

পাথরগুলো যতোই কাছে আসছিলো স্বাভাবিক একটা আতঙ্ক ততোই তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হচ্ছিলো।

সাধারণ যে সমস্ত লোকেরা পাথরগুলো দেখেছিলো তারা বলাবলি করছিলো যে প্রথম দর্শনে পাথরগুলো বেশ স্বাভাবিক মনে হলেও একটু গভীরভাবে পাথরগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, এর ভেতরে খুব গাঢ় অন্ধকার একটা শিরার মতো কিছু একটা ছোটাছুটি করছে। মনে হয় যে কেউ একজন তার কপালে অশুভ কিছু একটার চিহ্ন এঁকে দিয়েছে।

কিন্তু সবশেষে পাথরগুলো যখন সত্যিকার অর্থেই সবার সামনে আনা হলো আর এর থেকে যেমনটা ভয়ের আশা করা হচ্ছিলো তেমন কোনো কিছুই ঘটলো না তখন সবাই বেশ স্বস্তি পেলো।

পাথরগুলো সংগ্রহ করতে গিয়ে মৃত্যুর ধারাবাহিকতা থেমে থাকলো না। যদিও শ্রমিক মারা যাওয়ার অনুপাত আগের চেয়ে কমে আসছিলো।

এগারো হাজার তিনশো বিরানব্বইতম পাথর সংগ্রহ করা হলো এলবারশির পাথরখাদ থেকে। এ পাথরগুলো সঠিকভাবে পরিচালনা করে পিরামিডের প্রধান পরিদর্শক এবং তার সহকারী ও পশ্চিম ভূমির গভর্নর যখন

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

উপস্থিত হলেন তখন তাদের সামনে মূল জায়গায় স্থাপন করা হলো। তবে কাজের ধীরগতির জন্য অনেককেই শাস্তি দেওয়া হলো। তাদের এ শাস্তি ছিলো কঠিন।

এর সাথে আরো জানা গেলো যে একই কারণে আরো তিনটি স্থানে সমপরিমাণ শাস্তি ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু কাজের এই অস্বস্তিকর মন্থর গতির জন্য আরো একটি বিষয় জানা জানি হয়ে গেলো। সবাই জেনে গেলো যে, প্রধান ফারাও হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছে আর তাই তিনি হয়তো রাজকীয় এ সমাধিটি দেখে যেতে পারবেন না। এ অপরাধে অনেক শ্রমিককেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো। অনেককে বড় শাস্তির মুখোমুখি হতে হলো। তাদের এ শাস্তি ছিলো অনেক লম্বা সময়ের।

যার ফলে উদ্ভুত এ পরিস্থিতিতে যখন এগারো হাজার তিনশো তিরানব্বইতম পাথর এবং চুরানব্বইতম পাথর বসানোর সময় এলো, এই উভয় পাথরগুলোই *এলফানতিন* পাথর খাদ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিলো তখন লোকজন বুঝতে পারছিলো না তারা কী করবে। আর এটা কী কাজেই বা লাগে।

তারা কি ফারাওকে নিয়ে যে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে সেটার উপর ভিত্তি করে দ্রুত কাজ করে যাবে নাকি মন্থর গতিতে কাজ করবে।

এদিকে আবার ধীরে ধীরে কাজ করার অপরাধে কর্তৃপক্ষের কোপানলে পড়ে তাদের পিঠের চামড়া চাবুকের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়েছিলো।

কেউ কেউ পরামর্শ দিলো যে তারা কিছু জানে না এটা ভেবে তাদের উচিৎ দ্রুত কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তবে একদল এর বিরোধিতা করলো। তাদের কথা হলো দ্রুত কাজ করতে গেলে আবার কোনো সমস্যা হয়। তার চেয়ে ভালো আস্তে আস্তে কাজ করা। অধিকাংশই এ মতটাকে সমর্থন করলো।

ফলে মরুভূমি থেকে পাথর আনার কাজে বেশ মন্থর গতি দেখা দিলো। যেটা প্রভাব ফেললো পাথর স্থাপনের উপর। তাই মন্থর গতিতে যখন এগারো হাজার তিনশো পঁচানব্বইতম পাথরটি আনা হলো তখন এটা পরিচিত পেয়ে গেলো কুঁড়ে পাথর হিসেবে।

কোনো সন্দেহ নেই তত্ত্বাবধায়ক এবং তার সহকারী বিষয়গুলো খুব হতাশ হয়ে লক্ষ্য করছিলো। কিন্তু তাদের কারোরই সাহস হলো না কোনো শ্রমিকের উপর চাবুক তুলতে।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

ফলে কাজের গতির এ মন্থরতার ধারাবাহিকতা বজায় থাকলো। লোকেরা বলতে থাকলো যে আগের পিরামিডগুলোর চেয়ে এই পিরামিডের আকৃতি, প্রকৃতি আর বিশালতা শ্রমিকদের ক্লান্ত করে তুলেছে।

মিশরের প্রত্যেকেই এমন কি পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলোতেও সবাই জানে এই পিরামিডের পাথর সংগ্রহ করতে গিয়ে কী পরিমাণ মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে। প্রায় দশ হাজার শ্রমিককে এ সমাধি তৈরি করতে আত্মবলি দিতে হয়েছে। এখানে যারা কাজ করতে এসেছে তাদের মাঝে ছিলো এক অনিশ্চিত ক্ষোভ আর হতাশা। অনেক সন্তানই মার কাছে খবর পাঠাতো যে 'প্রিয় মা একটা সমাধি তৈরি করার পেছনে আমার জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত আমাকে ব্যয় করতে হবে।'

কেউ কেউ জিজ্ঞেস করতো, 'এই পিরামিড নির্মাণ শেষ হওয়ার পর কী ঘটবে?'

এর প্রতিউত্তরে অনেকে চুপ থাকতো। আবার কেউ বলতো, 'তুমি একটা মূর্খ। এই প্রশ্ন করে তোমার কোনো লাভ নেই। কারণ, পিরামিড যখন নির্মাণ শেষ হয়ে যাবে তখন এটা দেখার সৌভাগ্য তোমার হবে না। তার আগেই তুমি মারা যাবে।'

কেউ কেউ বিষয়টা ব্যাখ্যা করতো এভাবে যে, এই পিরামিডটা নির্মাণ শেষ হলে তারপর আমরা আরেকটা পিরামিড তৈরির কাজে নেমে পড়বো। তারপর আরেকটা, তারপর আরেকটা। এভাবে চলতেই থাকবে। পরবর্তী সেই পিরামিডগুলো হয়তো হবে ফারাও খুফুর ছেলের কিংবা নাতির কিংবা তার নাতির।

যা হোক। লোকজন যা বলাবলি করছিলো তার সমস্ত রিপোর্ট এবং সমসাময়িক পরিস্থিতির সব খবরই ফারাও এর কাছে পৌছানো হচ্ছিলো। সবাই অপেক্ষা করছিলো কী প্রতিক্রিয়া হয় সেটা জানার জন্য। কিন্তু কেউ জানতেও পারলো না এর বিপরীতে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

একদিন এক চক্ষু এক যাদুকর এসে বললো, 'ফারাও অবশ্যই দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবেন। তার খুব শীঘ্রই মারা যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তাই পিরামিডের কাজে যে শ্লথ গতি। এতে কোনো সমস্যা নেই।'

তখন কর্তৃপক্ষের অন্য আরেকজন সদস্য বললো, 'যে কেউ কি এই নিশ্চয়তা দিতে পারবে যে ফারাও আজীবন বেঁচে থাকবেন, যদি দিতে পারেন তাহলে পিরামিড তৈরির যে মন্থর গতি তা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই।'

যথাসময়ে পিরামিড তৈরিতে এগারো হাজার তিনশো সাতানব্বইতম পাথরটি পিরামিড তৈরির স্থানে নিয়ে আসা হলো। এগারো হাজার তিনশো

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

আটানব্বইতম পাথরটা আনা হলো সাকারা পাথরখাদ থেকে। এ পাথরটা বহনের সময় অনেক প্রাণহানির ঘটনা ঘটলো। পাথরটা বসানোর একদিন পূর্বে এর নির্দিষ্ট জায়গায় একটা সাপ কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুমিয়েছিলো। সবাই মরুভূমির এ বিষাক্ত সাপটা দেখে একটা অশুভ কিছু নিয়ে ভয় পাচ্ছিলো। অবশ্য সেটা তেমন কোনো সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় নি।

পাথরটা আগের পাথরগুলোর মতো তার নির্দিষ্ট স্থানে রাখার পর আবার মরুভূমির বালির রাস্তায় ধূলির মেঘ দেখে বোঝা যাচ্ছিলো যে আরো পাথর আসছে।

আরো পাথর। অসংখ্য পাথর। কেবল পাথর আর পাথর।

এগারো হাজার তিনশো নিরানব্বইতম পাথর, তারপর আরো, তারপর আরো।

কোনো রকম বিশ্রাম ছাড়াই যেনো কিয়ামত পর্যন্ত এগুলো আসতেই থাকবে।

হ্যা প্রভু!

চারদিকে কেবল পাথর আসছে। আসছে। আসছে। বিরামহীনভাবে এ পাথর চলমান। বহমান।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পিরামিড : আকাশের দিকে মাথা

এটাই প্রতীয়মান হলো যে, যতোটুকু আশা করা হয়েছিলো নির্মাণের কাজ শেষ হতে তার চেয়ে বেশি সময় নিচ্ছিলো। যেখানে পিপীলিকার মতো সারি বেঁধে লোকজন পিরামিডের কাজ করছিলো সেখানে তার উপরে আকাশে ধুলির মেঘ জমে গিয়েছিলো। ধুলির এ আস্তরণের বিস্তার হবে আট থেকে দশ মাইল জুড়ে।

অনেক দূরে গ্রামের লোকেরা যারা কোনো কিছু না ভেবেই প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে এই ধুলির মেঘের দিকে তাকায় তাদেরকে যদি বলা হয় যে, পিরামিড নির্মাণের কাজটা আসলে আকাশে হচ্ছে তারা হয়তো এতেও অবাক হবে না।

পিরামিড অতীতেও তৈরি হয়েছিলো। কিন্তু তার কোনো ক্লান্তিকর অনুভূতি বা স্মৃতি কোথাও ছিলো না। এর পরেও কোথায় যেনো একটা সুপ্ত আতঙ্ক বিরাজ করছিলো। দুর্বল একটা মরা বাতাস নির্মাণের জায়গার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিলো। সব কিছুই কেমন যেনো বিপদগ্রস্ত মনে হচ্ছিলো। লোকজন বলাবলি করতো যে মিশরের উপর অভিশাপ নেমে আসছে।

এর চেয়ে বেশি আর কী হতো যেখানে পিরামিড মানবতাকে আরো উন্নত খ্যাতির দিকে নিয়ে যাবে সেখানে তার পরিবর্তে গভীর এক অজানা উৎকণ্ঠায় ইতোপূর্বে যেমনটা তারা কখনোই ছিলো না।

তবে সর্বশেষ পিরামিড তৈরিতে এর উচ্চতার বিষয়টা ছিলো স্থির। কিন্তু তারপরেও যারা এর নির্মাণের সাথে জড়িত ছিলো তাদের অনেকেরই ধারণা ছিলো এটা সকল দুর্ভাগ্যের শেকড়। এর কাছে প্রাপ্তির চেয়ে প্রদানটা বড় হয়ে দেখা যাবে।

পিরামিডের উচ্চতাটা সত্যিকার অর্থেই ছিলো অবিশ্বাস্য আর ভীতিপ্রদ। অতীতে নির্মিত সকল পিরামিড থেকে এর উচ্চতা ছিলো তিনগুণ বেশি। এমন

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কি এর অর্ধেকটা যখন তৈরি হলো তখন মানুষ পিরামিডের আধা উচ্চতার দিকে মাথা তুলে তাকালে তাদের মাথা ঝিম ঝিম করতো। তারা হতবিহ্বল হয়ে পড়তো।

চিন্তা করো পরবর্তীতে মানুষগুলো একে নিয়ে কি ভাবনাচিন্তা করেছিলো। সর্বশেষ পিরামিড যখন তার মূল উচ্চতায় পৌঁছে যাবে তখন তুমি ভাববে কি একটা কাণ্ড ঘটে গেলো।

গির্জাগুলোতে ধর্মীয় যাজকেরা লোকদের উত্তেজনাকে শান্ত করার চেষ্টা করছিলো।

'পিরামিড আমাদেরকে আরো শক্তিশালী আর সুখী করবে। এটা পৃথিবী এবং বেহেশতের মাঝে আমাদের সম্পর্কে বুঝতে আরো সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।'

পররাষ্ট্র বিষয়ক দলটি পিরামিড তৈরির অবস্থা দেখতে আসলো। তারা যখন গাড়ি থেকে নেমে এলো সকলেই তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়লো। কেউ কেউ হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়লো। সারা পৃথিবীর চোখ মিশরের উপর। কারণ এ দেশটা পৃথিবীর সবচেয়ে অবাক করা বিষয়টা অর্জন করতে যাচ্ছে। www.banglabookpdf.blogspot.com

গ্রিক থেকে আগত একটা দল যারা তখন সভ্যতায় শিক্ষায় অনগ্রসর ছিলো তারা কেবল এই সমাধি সৌধের নির্মাণের বিষয়ে কোনো ধারণা বা সুস্পষ্ট মতামত দিতে পারলো না।

আগমনের পর প্রথম দর্শনেই তারা এই অসম্পূর্ণ নির্মাণ শৈলী দেখে হতবাক হলো। তাদের মস্তিষ্ক অক্ষম ছিলো এটা বুঝতে যে, একটা সমাধি সৌধ এতো লম্বা আর দীর্ঘ হয় কীভাবে।

পরবর্তীতে একদল মিশরীয় প্রতিনিধিকে তারা ডেকে পাঠিয়ে পিরামিডের বিষয়ে তাদের অজ্ঞ ধারণাটুকু দিয়ে দিলো যে, 'এই পিরামিডটা তেমন একটা সুশৃঙ্খল নির্মাণ সৌধ না। এর মাঝে অনেক গলদ রয়েছে।'

যা হোক, কিছু রাষ্ট্রদূতকে যারা মূলত পরিচিত ছিলো পিরামিডের প্রতি তাদের দুর্বলতা আর ভালোবাসার বিষয়ে তাদেরকে ধর্মীয় উপাসনালয়ে ডাকা হলো পিরামিড বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য।

তাদের বক্তৃতায় তারা দেশের সমৃদ্ধি, উন্নতি কামনা করে দেশের গুণকীর্তন করে পিরামিডের সুসামঞ্জস্য নির্মাণের বিষয়ে ভূয়সী প্রশংসা করলো। মিশর যদি এ মুহূর্তে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো পরিদর্শন করে তাহলে এতে করে আরো শান্তি, সমৃদ্ধি পারস্পরিক সৌহার্দ্যতা বজায় থাকবে।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

যদিও পাশের দেশগুলোর আবহাওয়া তখন ছিলো বেপরোয়া, অস্থিতিশীল আর প্রকৃতির খুব বিরূপ। সেখানে ঠাণ্ডা ছিলো। লোকজন ছিলো দুঃখী আর সেখানে বৃষ্টি একেবারে বন্ধ ছিলো। মনে হচ্ছিলো যেনো স্বর্গ আর পৃথিবীর মাঝে খুব একটা সুসম্পর্ক ছিলো না। এতো প্রচণ্ড কুয়াশা ছিলো যে প্রতিটি সকালে ঘুম থেকে উঠলে তোমার মনে হবে এটাই তোমার জীবনের শেষ সময়। এরপর জীবনের ইতি ঘটবে।

লোকজন ধর্মীয় উপাসনালয় থেকে হাসিমুখে মনের মধ্যে প্রশান্তি নিয়ে বের হলো। তারা ভাবলো যে কী সৌভাগ্যবান তারা। তাদের একটি মহান পিরামিড আছে। যা অন্য কারো নেই। নয়তো অশুভ শয়তানই জানে এই দেশটার কী হতো। হয়তো আকাশ থেকে আগুনে এসে সব ধ্বংস করে দিতো। নয়তো এ দেশটাকে সাদা কুয়াশা দিয়ে আচ্ছাদিত করে দিতো।

বিদেশীদের এই তোষামোদি ও প্রশংসার বন্যায় কূটনীতিকদের গোপন রিপোর্টে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন করতে পারলো না। বিষয়টা যদিও দীর্ঘদিন ধরে সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছিলো। কিন্তু হঠাৎ করেই এটা একদিন প্রকাশ হয়ে পড়লো যখন সুমেরীয়ান রাষ্ট্রদূতদের কিছু রিপোর্ট পথিমধ্যে ধরা পড়েছে। এগুলো যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি গোপনীয়।

মিশরীয় গোপন নিরাপত্তারক্ষীরা রাস্তার মধ্যে গর্ত করে ফাঁদ পেতে রেখেছিলো। সুমেরীয়ন কূটনীতিকদের বার্তাবাহী বোঝাই দুটি গাড়ি সেই ফাঁদে পড়ে ধরা পড়ে যায়। সুমেরীয়ন কূটনীতিকরা অনেক চেষ্টা করেছিলো তাদের সংবাদগুলো যে প্রস্তর ফলকে লিখেছিলো সেটাকে পাতলা করতে যাতে ওজন অনেক হালকা হয় এবং বহন করতে সুবিধা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা এর ওজন হ্রাস করতে সক্ষম হয় নি। তবে তাদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিলো না।

দুর্ঘটনায় কবলিত গাড়ির বাহকদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হলো। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রস্তর ফলকগুলো চুরি হয়ে যাওয়ায় সেটা তাদের জন্য আরেকটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। সুমেরীয়নদের বিষ যে কতো তীব্র এ ঘটনা থেকে সেটা বেশ ভালোভাবেই বোঝা গেলো।

গুপ্ত ষড়যন্ত্র উদ্ধারের এক সপ্তাহ পর একটি অফিসিয়াল নৈশভোজে সম্রাট চিওপস তার বিজয় উদযাপন ভাষণ দিলেন। চমকিত সে ভাষণ।

তিনি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ঘোষণা করলেন, 'আমাদের শত্রুরা পিরামিড তৈরির ধারণায় বেশ ক্রুদ্ধ আর ঈর্ষান্বিত ছিলো। কিন্তু তাদের সেই শত্রুতা ধুলিসাৎ হয়ে গেছে। আমরা পিরামিডকে আরো উচ্চতায় নিয়ে যাবো। একেবারে স্বর্গের কাছাকাছি।'

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

অবশ্য ফারাও মনে মনে বেশ ক্রুদ্ধ ছিলো।

লোকেরা বলতো যে, নতুন একটা ষড়যন্ত্র উন্মোচন করা হলো। যদিও এই ষড়যন্ত্রের কোনো সার সংক্ষেপ বাইরে কিংবা জনসমক্ষে কোথাও প্রকাশ করা হলো না।

পুরো সপ্তাহ জুড়ে লোকজন আশা করাছিলো যে স্থাপত্যবিদদের মূল দলটি গ্রেফতার হবে।

অবশেষে তাদের সাথে কোনো নিরাপত্তাকর্মীদের পরিবর্তে প্রাসাদের বার্তাবাহি দূত এসে দেখা করলো এ বলে যে, তারা যেনো সম্রাটের সাথে পিরামিডের মডেলটা নিয়ে দেখা করে।

স্থপতি দলের প্রধান রাহোটেপ সম্রাটের সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে তার মুখ সাদা কাগজের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। সম্রাটের সামনে দাঁড়িয়ে সব কিছুতে সে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে চোখটা নিচে নামিয়ে ফেললো। দেখে মনে হলো যে, সে মাটির নিচে কিছু একটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার হাতের ছড়িটা সে শক্ত করে ধরলো। যাতে করে সেটা না পড়ে যায়।

'আমাকে সমাহিত করা হবে এর ঠিক গভীর জায়গায়।' স্থাপত্য প্রধান হঠাৎ তার হাতের লাঠিটা পিরামিডের ছোট্ট প্রতিকৃতির একটা নির্দিষ্ট অদৃশ্য বিন্দুতে স্থাপন করে বোকার মতো কথাগুলো বললো।

ভীতসন্ত্রস্ত প্রকৌশলীর কথা-বার্তা প্রথমে বোঝাই যাচ্ছিলো না যে আসলে সে কী বলতে চায়। অবশেষে বোধগম্য হলো। সে আসলে সমাধি স্তরের কথা বলছে। পিরামিডের যে স্তরে সম্রাটকে সমাধি করা হবে সে স্তরের বর্ণনা সে দিচ্ছে। তবে তার কথায় জড়তা আর ভয় বিরাজ করছে।

তারা পিরামিডের গুরুত্বপূর্ণ এ অংশটা নিয়ে যেখানে সম্রাটকে সমাহিত করা হবে অনেক আলোচনা করেছিলো। ব্যাপারটা নিয়ে তারা যদিও খুব ভীত ছিলো কিন্তু তারপরেও পিরামিডের জনক স্থাপত্যবিদ ও প্রকৌশলী ইমহোটেপ যে সমস্ত নোট আর দলিলপত্র রেখে গিয়েছিলেন সেগুলো থেকে এর চেয়ে ভালো সমাধান আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না।

'আমাকে গাধার মতো পিরামিডের নির্মাণ শৈলীর সমস্যাগুলো বর্ণনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। এতে আমার কোনো আগ্রহ নেই।' চিওপস বললো! 'আমি এর ওজন, পাথরের জঞ্জাল এর কোনোটার বিষয়েই জানতে চাই না। আমি চাই পিরামিড আরো উঁচুতে উঠুক। আরো উঁচু। বুঝতে পেরেছো?' তার চোখে কেবল উচ্চতর সমুজ্জল বিস্ময়।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

'অবশ্যই, মহামান্য সম্রাট।' প্রকৌশলী প্রধান যেনো কবরের ভেতর থেকে মৃত স্বরে উত্তর দিলো।

স্থাপত্যবিদরা সবাই চুপচাপ তাদের পিরামিডের মডেলটা নিয়ে চলে গেলো। তাদের কর্মক্ষেত্রে পৌঁছে তারা দীর্ঘক্ষণ ঠিক যেনো বোবা হয়ে বসে থাকলো। তাদের মন আর শরীর যেনো অসাড় হয়ে পড়েছে। এটাকে তুমি পাগল হয়ে যাওয়ার শুরু বলতে পারো।

তারা ধারণা করেছিলো যে সমাধিকক্ষটি হবে পিরামিডের মূল পথ যেটা দিয়ে পিরামিডের সাথে মাটির অনেক গভীরে সম্পর্ক রাখা যাবে।

এটা হলো পিরামিডের মূল। এর মাধ্যমে পিরামিডের চূড়া থেকে মাটির মধ্যে খিল আটার মতো সম্পর্ক রাখা যাবে।

আর এখন সম্রাট তাদের কাছে চাচ্ছেন অন্য কিছু। তিনি পিরামিডের মূল এ পথটাকে পরিত্যাগ করতে চাচ্ছেন। তিনি চান সমাধিঘরটা যেনো আরো উঁচুতে ওঠানো হয়। অথচ এটাকে যদি উচু করে দুটো দেয়ালের মাঝে আনা হয় তখন এটা অনেক বিপদজনক হয়ে যাবে। এমন কি পাথরের চাপে কেবল একটা ডিমের খোসার মতো সমাধি ঘরটা ভেঙে যাবে। আর এর সাথে সাথে সংরক্ষিত মৃতদেহটাও ধ্বংস হয়ে যাবে।

স্থাপত্যবিদরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলো। প্রধান কৌশলী রাহোটেপ মনে মনে ভাবলো আসলে সে নিজে মনে হয় পাগল হয়ে গেছে। সে কাজের স্তুপের মধ্যে বসে দিনরাত এক মনে ভাবতে থাকলো। কী হবে অবশেষে যদি সে কাজটা না করতে পারে। সে প্রবলভাবে তার অক্ষমতার ফলস্বরূপ শাস্তির কথা ভাবতে লাগলো। সব কিছু কি ভয়াবহ পরিণামই না বয়ে নিয়ে আসবে। পাথরের এ চাপের মধ্যে কীভাবে সমাধিঘরটা স্থাপন করা যায়।

অন্যান্য স্থাপত্যবিদরা সবাই ধরে নিলো যে রাহোটেপ হয়তো পাগল হয়ে গেছে। তার অশালীন আর অসার আচরণ তাই প্রমাণ করে।

একদিন রাহোটেপ একগাদা স্থাপত্য চিত্র নিয়ে তাদের কাছে এলো। তারা ভান করলো যে, মনোযোগ দিয়ে তারা রাহোটেপের কথা শুনছে। রাহোটেপ যা বলছে তারা সেটা শুনতে থাকলো যেভাবে বয়স্ক লোকেরা একটু অবজ্ঞা আর স্নেহের দৃষ্টিতে বাচ্চাদের কথা শোনে, ঠিক সেভাবে। কারণ তাদের ধারণা, রাহোটেপ চিন্তায় চিন্তায় ইতোমধ্যে পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু হঠাৎ করেই রাহোটেপের কথার মাঝে তারা আবিষ্কার করলো রাহোটেপ খুব অদ্ভুত একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে। তারা শুনলো রাহোটেপ বলছে যে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

সমাধিঘরের উপর পিরামিডের পাথরের চাপ কমাবার জন্য তোমরা আরেকটা দেয়ালের স্তর তৈরি করতে পারো। ফলে পাথরের চাপ পড়বে দেয়ালের উপর। আর এভাবে পিরামিডের চুড়া আর সমাধিঘরের মাঝে দূরত্বের ব্যবধানটা আরো কমানো যাবে। আর তা হবে সত্যিকারে পিরামিড। টেকসই আর উপযুক্ত পিরামিড।

অন্যান্য প্রকৌশলীরা নিজেদের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। এটা সত্যিকার অর্থেই খুব বাস্তব সম্মত আর মেধা সম্পন্ন একটা পরিকল্পনা।

আড়ালে তারা নিজেদেরকে তিরস্কার করতে থাকলো যে এমন একটা পরিকল্পনা তারা কেন আবিষ্কার করতে পারলো না।

পরদিনই তারা ফারাও এর সাথে একটা বৈঠকের ব্যবস্থা করলো। বৈঠকে সম্রাট আবেগহীন চোখে তাদের কথা শুনছিলো। তার অপলক দৃষ্টি তাদের হরণ করছিলো প্রতিটা ক্ষণে।

'মহামান্য সম্রাট আপনি এখন ঠিক এই জায়গাটায় সমাহিত হবেন।' রাহোটেপ পিরামিডের মডেলের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ইঙ্গিত করে সমাধিঘরটা কোথায় হবে সেটা বললো।

তাদের কথা শুনে সম্রাট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। এমন আচরণ ফারাও সাধারণত করেন না।

'আরো উঁচু!' সম্রাট শ্বাসরুদ্ধ গলায় বললো। 'আমি এখনো অনেক নিচুতে আছি।'

'আমি বুঝতে পেরেছি মহামান্য সম্রাট।' প্রধান স্থাপত্যবিদ বললেন।

'আমি এই পিরামিডের ঠিক মধ্যখানটায় থাকতে চাই।' সম্রাট ঘোষণা করলেন।

'আমি বুঝতে পেরেছি মহামান্য সম্রাট।'

সম্রাট চিওপসের চোখে কেমন আতঙ্ক আর বিরক্তির ক্ষুদ্র একটা ভাঁজ দেখা গেলো।

পিরামিডের একটা দুটো স্তর করে আস্তে আস্তে সেটা আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিলো। তারা যখন আস্তে আস্তে স্তর বৃদ্ধি করতে করতে আরো উঁচুতে গেলো তখন তাদের মধ্যে কেমন একটা ভয় চেপে গেলো। ভয়টা যারা সেখানে স্থায়ীভাবে দীর্ঘদিন কাজ করছিলো শুধু তাদের মাঝেই ছড়িয়ে গেলো না বরং সেটা মাসখানেক হয় যারা কাজ করতে এসেছে তাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়লো। তারা পিরামিডের পাশে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ উপরের

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

দিকে তাকিয়ে বললো, 'এটা কি! আর কিইবা হতে যাচ্ছে এখানে। নিশ্চই আমাদের কোনো স্বপ্নভ্রম হচ্ছে। আমরা কি ভুল দেখছি?

শ্রমিকেরা যখন কাজ শেষ করে তাদের ব্যারাকে ফিরে যাচ্ছিলো তখন তাদের পেছনে কৌতূহলী মানুষের দৃষ্টিতে ছিলো প্রশংসা আর ভয়। যেনো তারা বলছে দেখো এ লোকগুলো এরাই আসলে সত্যিকার বীর। এরা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। এরা স্বর্গদূত। হতে পারে স্বর্গ দেবতা।

কৌতূহলী মানুষের দৃষ্টি ক্রমশই পিরামিডকে কেন্দ্র করে বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। এখন শুধু পিরামিডের কাজটা শেষ করা বাকি। সবাই পিরামিডের চূড়াকে কেন্দ্র করে আগ্রহ নিয়ে চেয়ে আছে। কেউ বলছে সত্য খুব শিগগির প্রকাশিত হবে।

কেউ কেউ ভয় পাচ্ছিলো পিরামিডের চূড়া হয়তো আকাশকে স্পর্শ করবে কিংবা বিদীর্ণ করে ফেলবে। তারা তখন বলছিলো, 'তখন তোমরা দেখবে কি ঘটতে যাচ্ছে। তখন সেই মুহূর্তে আমরা কোথায় পালাবো?'

এ কথায় কেউ কেউ বলছে, 'আমাদেরতো কোনো দায়িত্ব নেই। আমরা শুধু নির্দেশ পালন করেছি মাত্র। এখানে কোনো ভুল হলে যারা নির্দেশ দিয়েছে এটা তাদের দায়িত্ব।

'কিন্তু আমরা হয়তো সবাই দোষী।' অন্য আরেকজন বললো। 'কেননা আমরা কোনো না কোনোভাবে এ পিরামিড তৈরির সাথে সম্পৃক্ত।'

এ সমস্ত কথা বলে তারা তাদের চোখকে আকাশের দিকে তুলে তাকালো।

এটা যেনো পিরামিড নয় তাদের শরীর। আর তাদের ভাগ্য। তাদের ললাটের নির্ধারিত অনাগত ভবিষ্যত।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

সম্রাটদের জঞ্জাল

আকাশের দিকে তাকানো যাচ্ছে না।

অনেকে হত বিহ্বল।

ভীত-সন্ত্রস্ত।

আকাশ ধুলিতে ছেয়ে আছে।

চিওপস প্রাসাদের উঁচু তলায় চিন্তিত মুখে এদিকে ওদিক হাঁটাহাঁটি করছিলেন।

তিনি চেষ্টা করছিলেন কোনো দিকেই তার মাথাকে না ঘোরাতে। কিন্তু পারছিলেন না। তিনি কিছুতেই সম্রাটদের পশ্চিম দিক থেকে অন্ধকার করে ধুলির যে ঝড় আসছিলো তার থেকে দৃষ্টিকে সরিয়ে নিতে পারছিলেন না। পশ্চিম দিকের ধুলির ঘুর্ণিঝড়টা এতোই অন্ধকার করে এগিয়ে আসছিলো যে এমনটা ইতোপূর্বে কখনো দেখা যায় নি। এটাকে মনে হচ্ছিলো দুপুরের পরে কোনো সামুদ্রিক ঝড়। এ ঝড়ে পিরামিডের বালুকণা সর্বত্রই পাওয়া যাবে। ফারাও চিওপস উপলব্ধি করছিলেন যে পিরামিডের উঁচুতে তার সমাধিস্থ কবরটা এ বাতাসে দ্রুত ছুটে বেড়ানো অশ্বের মতো হারিয়ে যাবে।

তিনি নিজেকে শান্ত্বনা দিচ্ছিলেন এ বলে যে, এটাই তার ভাগ্য। আর এ নিয়ে কারো কাছে অভিযোগ করারও কিছু নেই। এই চিন্তাটা তাকে আরো বেশি দুঃখী আর বিষণ্ন করে তুলছে।

দুই প্রস্তর তথ্য প্রমাণিদের কাগজপত্র একটা পাথরের টেবিলের উপর রাখা ছিলো। একটা ছিলো বেশ পুরু আর ভারি। সেখানে লেখা আছে তার বাবা সেনেফিরুর জীবনী। কিছু দিন আগে একদল ঐতিহাসিক এ কাজটা সমাপ্ত করেছেন। অত্যন্ত দক্ষতা আর সুচতুরতার সাথে এটা সমাপ্ত করা হয়েছে।

চিওপসকে অনুরোধ করা হয়েছে তার বাবার জীবনীর উপর চোখ বুলাতে। যাতে করে তিনি তার নিজের জীবনী লেখার ধরণটা পছন্দ করতে পারেন। তার জীবনী লেখার কাজ খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

টেবিলের উপর ছড়ানো অন্যান্য দলিল-দস্তাবেজের মধ্যে রাষ্ট্রের সমসাময়িক সময়ে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ধরনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে।

তার বাবার জীবনী পড়ার আগে তিনি আরো একটা দিন অপেক্ষা করতে চাচ্ছিলেন। আজকে তার মন আর আত্মা দুটোই বেশ বিক্ষিপ্ত।

তার বাবার জীবনী সম্বলিত পাণ্ডুলিপিটি দুটো স্তরে বিভক্ত। দুটো বিষয় আলাদা।

প্রথম অংশটা লাল চামড়ার মলাটে ঢাকা। যেখানে তার পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সময়ের ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ আছে।

আর দ্বিতীয় অংশটা ছিলো রঙিন চামড়ার মলাটে ঢাকা। যেখানে তার বাবার পরকালীন জীবন সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা আছে।

তিনি ভাবলেন যে, তিনি তো জানেন প্রথম পাণ্ডুলিপিটিতে কী লেখা আছে।

সেখানে আছে তার বাবার যৌবনকাল, ফারাও হিসেবে তার অভিষেক, সৈন্য-সামন্ত নিয়ে প্রথম অভিযান, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে বন্ধুভাবাপন্ন সন্ধি, তাকে নিয়ে নানা ধরনের ষড়যন্ত্রের রহস্য প্রকাশ, যুদ্ধ, তাকে নিয়ে কবিদের বিভিন্ন প্রশংসা গীতি।

তবে পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় অংশটা নিয়ে তার কিছু কৌতূহল রয়েছে।

ফারাও চিওপস আস্তে আস্তে দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিটা খুললেন :

"*সেনেফিরুর দিন, দিন শেষে, সেনেফিরুর রাত, তারপর আবার সেনেফিরুর দিন, আবার রাত, আবার সেই দিন, আবার দিনের পর সেনেফিরুর রাত, তারপর রাত শেষে আবার সেনেফিরুর আরেকটা দিন। এই দিন শেষে আবার রাত।*'

'কল্যাণময় ঈশ্বর!' ফারাও চিওপস আর্তনাদ করে উঠলেন। তিনি নিজেকে কল্পনা করছিলেন তার শবদেহ থাকার জায়গাটিতে তিনি সম্পূর্ণ একা।

তিনি তার নামটি বাবার নামের জায়গায় বসালেন।

'*চিওপসের দিন, চিওপসের রাত*... বিষয়টা তিনি খুব আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন যে তার ভেতরের ক্রোধটুকু একেবারে দমে গেলো। তিনি শান্ত হয়ে গেলেন।

তাহলে তার মৃত্যু পরবর্তী জীবনীটা কেমন হবে।

প্রথম পাণ্ডুলিপিটার শিরোনাম ছিলো, '*প্রথম তিনশো বছর*'

প্রথম তিনশো বছরের বর্ণনাই যদি এমন একঘেঁয়ে হয় তাহলে বাকি শতাব্দীগুলোতে এর পরিবর্তন আশা করা বৃথা।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

তিনি আবার পাণ্ডুলিপিটা উল্টালেন। সেই একই রকম শব্দ আর বাক্যের দেখা তিনি পেলেন। তিনি পুনরায় তার নামটা বাবার নাম দিয়ে পাল্টিয়ে দেখলেন কী হয়। নিমীলিত নয়নে ভাবলেশহীন শান্তভাবে ভাবলেন।

'*চিওপসের দিন, চিওপসের রাত, চিওপসের রাতের পর আবার চিওপসের দিন, চিওপসের আরেকটা রাত...*'

'নির্বোধ কতোগুলো।' তিনি নিজের মনে রাগে গরগর করলেন। পাণ্ডুলিপি লেখকরা প্রথম তিন বছরের গড় পরতা একটা হিসাব ধরে সব কিছু বর্ণনা করেছে। ঠিক ধারাবাহিকভাবে।

তিনি পাণ্ডুলিপির বড় স্তুপটা বুকের মধ্যে এমনভাবে জড়িয়ে ধরলেন যেনো কোনো রমণীকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে ফেলে দিতে চাচ্ছেন। তারপর তিনি সেটাকে মেঝেতে নিক্ষেপ করলেন। পাণ্ডুলিপির একটা অংশ ছিঁড়ে ফেলে তিনি অনুভব করলেন খুব শান্ত লাগছে। রাগটা মনে হয় হঠাৎ করেই কমে গেছে। কি মনে করে তিনি পাণ্ডুলিপির একটা অংশে তীব্র কৌতূহল নিয়ে আবার ঝুকে পড়লেন।

'*সকালে রাষ্ট্রের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিটি উপস্থিত হলেন। তারপর প্রধান পুরোহিত একে একে মন্ত্রিসভার সকল সদস্য এবং সকল রানীরা ফারাওকে তাদের অভিবাদন জানালেন। অনুষ্ঠান শেষে ফারাও বিশ্রামে গেলেন। অতঃপর ফারাও-এর দ্বিপ্রহর, তারপর ফারাও-এর দ্বিপ্রহরের পর ফারাও-এর রাত, অতঃপর ফারাও-এর দিন...*

...এরপর শুরু হবে চিওপসের দিন...

কেবল বর্ণনা। ধারাবাহিক বর্ণনা। চলছে অবিরাম। চলমান।

তিনি পাগলের মতো পাণ্ডুলিপির এখানে সেখানে হাতড়ে বেড়াতে লাগলেন। একটা জায়গায় এসে তার চোখ আটকে গেলো। তিনি জানেন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলো খুব কমই চোখে পড়ে। সেগুলো অসংখ্য নক্ষত্রের ভিড়ে থাকলেও। তিনি পড়তে থাকলেন ফারাও-এর রাজ্যাভিষেকের ঘটনা। শুধু তাই না তার নিজের জন্মদিনের অনুষ্ঠান, কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান। যেখানে হিসাব করে বলা হচ্ছে তার মৃত্যুর পরবর্তী পরকালীন জীবনটা কেমন সুখী হবে। কেমন সুখে থাকবে সে স্বর্গে। আহ! স্বর্গ।

তিনি মনে মনে একটু বিরক্তির সাথে ফিসফিস করে উঠলেন।

মিশরে এখন এমন একটা কাজ হতে যাচ্ছে যা সারা পৃথিবীকে বিমূঢ় করে দিবে। পৃথক করে দিবে মিশর থেকে। রাষ্ট্রদূতরা এমনই কিছু তথ্য তাকে দিয়েছে।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পররাষ্ট্রমন্ত্রীরাও তাকে বেশ গর্বের সাথে এ সমস্ত তথ্যের সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য মন্ত্রী মহোদয়েরা বলছে যে সারা বিশ্বে মিশরের নিজস্ব একটা প্রভাব ক্রমশ বেড়েই চলছে।

পিরামিড নিয়ে মৃত্যু পরবর্তী ধারণা এবং পরবর্তী জীবন সম্পর্কিত দর্শন মানুষকে বেশ অবাক করছে। বিশেষ করে ক্রিট অঞ্চলে যেখানে মানুষ সদ্য বসবাস শুরু করছে তারা মিশরীয়দের কাছ থেকে মাত্র জানতে পারলো যে তাদের এ জীবন ছাড়াও আরো একটা জীবন আছে। তারা বলাবলি করছে যে তারা এতোদিন ছিলো মুর্খ, তারা ভাবতো জীবন কতো ছোট, অথচ আজ তারা জানে জীবন কতো অসীম। রাষ্ট্রদূতরা তাকে জানালো যে ক্রিট অঞ্চলের লোকেরা মিশরের কাছ থেকে এ বিষয়টা জেনে খুব সন্তুষ্ট। মিশরের মৃত্যুপরবর্তী মানুষের জীবন সম্পর্কিত এ ধারণা হয়তো পৃথিবীর চেহারাই পাল্টে দিবে।

সম্রাট চিওপস চুপ করে শুধু মন্ত্রীদের কথা শুনছিলেন। শুরু থেকে তারা কী বলছিলো সেটা তিনি বোঝার চেষ্টা করছিলেন না। মন্ত্রিপরিষদ যখন চলে গেলো তখন চিওপস আবার উঠে ব্যালকোনিতে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণের জন্য তিনি যেনো স্থানে পিরামিডটা তৈরি হচ্ছিলো সেদিকের নির্মাণের ধুলির মেঘের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন।

তিনি আজ অন্যান্য দিনের চেয়েও আরো ঠাণ্ডা মাথায় ভাবছিলেন যে মিশর যদি তার সমাধিসৌধের ধারণাটা অবশিষ্ট পৃথিবীর কাছে না পৌঁছাতো তাহলে তাকে পিরামিড তৈরি করতে হতো না। আর যদি পিরামিড তৈরি না হতো তিনি বারবার ভাবছিলেন তাহলে পিরামিডের এ ভয়ঙ্কর ধুলির মেঘ তার জীবনটাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করতে পারতো না।

পেছনের অনেকগুলো বছর তাকে ভেতর থেকে কেউ একজন বলে আসছিলো যে, তিনি যেনো পিরামিড তৈরি না করেন। কিন্তু তার মন্ত্রীরা শেষ পর্যন্ত তাকে নির্বিঘ্নে সম্মত করালো। এখন তিনি ইচ্ছে করলেও পিরামিড থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবেন না। আর তা হবারও নয়।

'আমি এটা তোমার জন্য তৈরি করেছি। আমি নিজেকে তোমার জন্য উৎসর্গ করেছি।' ফারাও চিওপস নিজের সাথেই চিৎকার করে কথাগুলো বললেন।

এখন সবাই তাকে এ পিরামিডের ভেতর একা ফেলে চলে যাবে। হ্যাঁ, তিনি একা হয়ে পড়বেন। এই সমাধি আর তিনি বড্ড একা।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

দীর্ঘক্ষণ তিনি কোনো কিছুই না ভেবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর তিনি আবার তার সামনে চামড়া দিয়ে বাঁধানো পাণ্ডুলিপিগুলোর দিকে মনোযোগ দিলেন যেখানে পূর্ববর্তী ফারাওদের সম্পর্কে লেখা আছে অনেক তথ্য। তিনি ভাবছিলেন আকাশের ঐ অনন্ত নীল এ মুহূর্তে তার মনের দুঃখবোধটাকে তাড়িয়ে দিবে। কিন্তু সেটা হচ্ছিলো না। বরং অস্বস্তির এই পাণ্ডুলিপিটাই বার বার তাকে আকৃষ্ট করছিলো।

তিনি জানেন এ কাগজগুলোর ভেতর কী লেখা আছে। কিন্তু তারপরেও তিনি চামড়া দিয়ে বাঁধানো এ খাতাটা আবার খুলে বসলেন।

'রাজকীয় বিভিন্ন কার্যাবলির বর্ণনা, প্রাসাদের মেয়েদের শিক্ষা পদ্ধতিসহ আরো নানা বিষয় সেখানে উল্লেখ ছিলো। তারপর আবার এলো পূর্ববর্তী ফারাওদের সমাধি নির্মাণের প্রসঙ্গ।

পিরামিড নিয়ে সেখানে সাধারণ মানুষের আবেগ অনুভূতি। সাধারণ মানুষ কিছুতেই পিরামিডটাকে কল্যাণকর বলে মনে করতে পারছিলো না। তারা উপলব্ধি করছিলো যে পিরামিডটা শুধু তাদের প্রাত্যহিক জীবনটাকেই ধ্বংস করছে না এটা বরং পুরো মিশরকেই শেষ করে দিচ্ছে।'

চিওপস এ সমস্ত বিষয় পড়তে পড়তে আরো অস্থির হয়ে পড়ছিলেন। তার চোয়াল শক্ত হয়ে যাচ্ছিলো। কয়েক মুহূর্তের জন্য তিনি কোনো অনুভূতিই পাচ্ছিলেন না তার সারা শরীরে। তিনি বুঝতে পারছিলেন লোকজন এই পিরামিডটাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে।

তিনি নিজেও পিরামিডটার প্রতি এক রকম ঘৃণা আর অবজ্ঞা টের পাচ্ছিলেন। এখন তিনি বুঝতে পারছিলেন কোনো বিষয়টা তাকে পছন্দ করতে হবে আর কোনোটা তাকে ঘৃণা করতে হবে।

তিনি আর তার কুৎসিৎ অনুসারী চামচাগুলো এক সাথে পুরো পৃথিবীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

চিওপস চোখ তুলে তাকালেন। আকাশের দিকে তিনি তাকিয়ে দেখতে পেলেন ধূলির মেঘেরা ছড়িয়ে পড়ছে। আহ্ ! এগুলো কী।

এগুলো তো সম্রাটদের জঞ্জাল ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ লোকগুলো ঘৃণা নিয়ে তার জন্য পিরামিড তৈরি করছে। সমাধি তৈরি করছে। পিরামিডের প্রতি তাদের কোনো ভালোবাসা নেই।

'তারা তোমাকে পছন্দ করে না।' চিওপস মনে মনে বারবার কথাগুলো বললেন। তিনি যেনো বিড়বিড় করলেন।

'কিন্তু আমি তাদের দেখে নিব। ...'নাহ্! তোমাকে পছন্দ করার জন্য তাদের কোনো প্রয়োজন নেই।'

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

তিনিতো পিরামিডকে ভালোবাসার জন্য তাদেরকে চাপ দিতে পারেন না। যদিও এ কাজটা করা তার জন্য খুব একটা কষ্ট হবে না। তিনি ইচ্ছে করলেই এ মানুষগুলোকে পোকা-মাকড়ের মতো পিষে মেরে ফেলতে পারেন।

চিওপস বুঝতে পারছিলেন তিনি যেনো নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ছেন। তিনি পাগলের মতো বিড় বিড় করে ঘরের ভেতর ঘুড়ে বেড়াচ্ছেন। ক্রোধে তার হাঁটু কাঁপছে। চিওপস নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলেন।

তিনি আবার যখন মার্বেল পাথরের টেবিলটার কাছে চলে আসলেন তখন সিদ্ধান্ত নিলেন তার পিতা আর পূর্বপুরুষের জীবনী পড়ে তিনি নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করবেন।

পাণ্ডুলিপিটা পড়তে পড়তে তিনি এক জায়গায় দেখতে পেলেন যে, তখন তার বয়স মাত্র তেরো। একদিন প্রধান পুরোহিত হেমিউনি তার বাবার সামনে একটা বিশাল রূপার থালা ভর্তি করে কতোগুলো কাটা জিহ্বা নিয়ে এসে হাজির হয়েছে।

তার বাবা তাকে বিষয়টা ব্যাখ্যা করে বললেন যে, এগুলো হলো সেই সমস্ত লোকেদের জিহ্বা যারা রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রাধিকারীর বিরুদ্ধে অহেতুক দুর্বল কথা এবং অপপ্রচার চালাচ্ছে। একদিন তোমাকেও এরূপ করতে হবে। পিতা সেনেফেরু চিওপসকে বললেন। তুমি যদি এটা না করো তাহলে এই জিভগুলো তোমার দিকে তাদের বিষ ছুড়ে মারবে।'

চিওপস ভাবলেন। কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। কয়েক হাজার রূপার থালা ভর্তি কাটা জিভ দিয়েও এখন কিছু করা যাবে না। পানি বহুদূর গড়িয়েছে।

চিওপস তীক্ষ্ণ বেদনাহত একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারপর পাথরের শেলফের দিকে এগিয়ে একটা ঘণ্টা বাজিয়ে প্রধান যাদুকরকে আসার নির্দেশ দিলেন।

যাদুকর উপস্থিত হলে চিওপস তার দিকে না ঘুরেই জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি সাম্প্রতিক সময়ে পিরামিড নিয়ে যে গুজব শুনছেন সেটা সত্য কিনা।

'হ্যা জ্বি হুজুর, কিছুটা সত্যি। আপনার পিরামিডের পর একটা অতি আধুনিক পিরামিডের যুগ আসছে এমন কিছু কথা ছড়িয়ে পড়েছে। তবে এগুলো খুবই বাজে কথা। আমি প্রধান নিরাপত্তা রক্ষীদের বিষয়টা সতর্কতার সাথে দেখতে বলেছি।'

'আমি সেটা জানি।' চিওপস বললো। কিন্তু আমরা যদি অসফল হই তাহলে সত্যিই কি কোনো অতি আধুনিক পিরামিডের যুগ আসছে?'

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

'হুঁ। মহামান্য আমি বুঝতে পারছি না কী বলবো এ বিষয় নিয়ে।'

সম্রাট চিওপস যাদুকরকে বিশ বছর আগের একটা কথা মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। যখন যাদুকর বলেছিলো পিরামিড হলো মিশরের মূল ভিত্তি, রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো।

চিওপস ভাবলেন আহ! সময় কতো দ্রুত পার হয়ে যায়।

'তাহলে তখন কী ঘটবে... আমি বলতে চাচ্ছি যখন পিরামিড উত্তর সময়ের যুগ আসবে?'

'হু! মহামান্য আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে একটা কথা বলি। পিরামিডের উত্তর সময়ের যুগ কখনোই আসবে না। এখন যে পিরামিডটা আছে সেটাই আজীবন থেকে যাবে।'

চিওপস আকস্মিকভাবে জাদুকরের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

'ডেজডি তুমি আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবে না। ঠিক এ মুহূর্তে যখন পিরামিড নির্মাণ শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন এই ধরনের গুজব কাম্য নয়।'

'মহামান্য সম্রাট! একটা পিরামিড নির্মাণ কখনোই শেষ হবে না।' জাদুকর উত্তর দিলো।

'তুমি কী বলতে চাও?' সম্রাট চিৎকার করে বললেন।

'তাহলে আমাকে কি আরো একটা পিরামিড তৈরি করতে হবে যেভাবে আমার বাবা তৈরি করেছিলেন? বাকি অসম্পূর্ণ এ পিরামিডটা ধ্বংস করে আবার পুনঃনির্মাণ করতে হবে?'

'না, মহামতি চিওপস। আমি শুধু বলতে চাচ্ছি এ পিরামিডটার কোনো শেষ নেই। আমি সব সময় আপনার বিষয়টা নিয়েই ভাবছি। আমি জানি এই পিরামিডের সমকক্ষ আর কিছু নেই। দ্বিতীয়বার এটা তৈরিরও কোনো প্রয়োজন নেই। একই সাথে এটা প্রায় শেষের পথে।'

প্রধান যাদুকর দিগন্তের দিকে তাকালেন যেখানে ধুলির মেঘগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

'পিরামিডের অভ্যন্তরে হয়তো এ শরীরটা নিঃশেষ হয়ে যাবে কিন্তু তার আত্মাটা চির জাগরুক, চিরঞ্জীব।' প্রধান যাদুকর বলতে থাকলেন।

তার কথা শেষ হলে সম্রাট চিওপস একটু উষ্ণ স্বরে বললেন, 'আর কতোগুলো ধাপ রয়েছে পিরামিডের চুড়ায় পৌছাতে?'

'পাঁচটা ধাপ মহামান্য।' প্রধান যাদুকর প্রতিউত্তরে বললো।

'পিরামিড সংক্রান্ত মন্ত্রী আমাকে ব্যাখ্যা করে জানিয়েছে আর দুই শতো পঞ্চাশটা পাথর লাগবে এটা শেষ হতে। কিংবা তার চেয়ে কম।'

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

'মাত্র দুই শতো পঞ্চাশ! তাহলেতো এটা প্রায় শেষের পথে।'

সম্রাট উত্তর করলেন। তার কথায় একটু আনন্দের আভাস পাওয়া গেলো। সম্রাট হাসির চেষ্টা করলেন সত্যি কিন্তু হাসিটা তার ঠোঁটে ঝুলে রইলো।

'আরো প্রায় দুশো পাথর খণ্ড। আহ! কবে শেষ হবে? আকাশে বালির ঘুর্ণিগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে। একটা মরুঝড় আসছে।' চিওপস বললো।

প্রাসাদের ভেতর বাতাসের শিসের শব্দ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিলো না।

কেউ একজন যদি ব্যালকনি থেকে চিওপসের পাণ্ডুলিপিগুলো সরিয়ে না নিতো তাহলে সেগুলো হয়তো বাতাসে ভেসে যেতো।

আসলে চিওপসও ভাবছিলো পাণ্ডুলিপিগুলো জাহান্নামে যাক।

'বালু আর তার উড়ে চলার শব্দ এই নিয়েই তোমার মিশর।' চিওপসের বাবা মারা যাওয়ার আগে তাকে এ কথাগুলো বলে গিয়েছিলো।

'যদি তুমি এ বালিগুলোকে শাসন করতে পারো তাহলে তুমি পুরো রাষ্ট্রটিকে শাসন করতে পারবে।'

যখনই এ ধরনের কোনো ঝড় মরুভূমিতে আছড়ে পড়ে তখনই চিওপস তার বাবার এ কথাগুলো শুনতে পান। তিনি অন্যমনস্ক হয়ে বাতাসের চিৎকারগুলো শোনার চেষ্টা করছিলেন। তিনি ভাবছিলেন এই ঝড় তাকে অভিশাপ দিচ্ছে। তিনি নিজেও চিৎকার করে নিজেকে বলতে চাচ্ছেন, 'মৃত্যু তোমার সাথেই আছে। কি এক শয়তান তোমার উপর ভর করেছে। আহ! আমার উন্মাদ রাজত্ব।'

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

নির্মাণের ধারাবাহিকতা

পঞ্চম ধাপ, একশো সাতানব্বই থেকে একশো নব্বই পাথর,
নিয়ন্ত্রক জেনারেল ইসেসি

আসওয়ান এলাকা থেকে এসেছে একশো সাতানব্বইটি পাথর।

রিপোর্ট করার মতো বিশেষ কিছু নেই।

সিংহ মূর্তির মাথা উত্তোলন সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। বিষয়টা স্বাভাবিক।

সৈন্য অবস্থা। রাজনৈতিক কোনো গুরুত্ব নেই। চিহ্নিত করার মতো বিশেষ কিছুই নেই।

একশো ছিয়ানব্বই পাথর এসেছে কারনাক এলাকার পাথরখাদ থেকে। পাথরগুলো উপরে ওঠানো বেশ কঠিন আর জটিল।

পাথরগুলোতে কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরিত চিহ্নের নির্দেশ। রিপোর্ট করার মতো আর কিছু নেই।

পাথর শ্রমিক সেবু বিশাল পাথর আর কাঠের চাঁইয়ের ভেতর যে আর্তনাদ শুনেছিলো তার কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় নি।

একশো পঁচানব্বই পাথর আনা হলো এলবেরিশার পাথর খাদ থেকে। পাথরগুলো দেরি করে উত্তোলন করায় রহস্যময়ভাবে আত্মহত্যা করলো প্রধান পাথর শ্রমিক হাপিডজেফা। তার মৃত্যুতে অন্যান্য পাথরশ্রমিকদের কৌশল ছিলো বলে মনে করা হয়।

এলবেরিশার পাথর খাদ থেকে পাথর আনার সময় মরুভূমিতে খুবই দুবোর্ধ্য আর রহস্যময় অবস্থায় মারা গেলো চারজন। মতো কিছুর পরও পাথর ওঠা-নামার কাজ ঠিকই চলছিলো। তবে সবশেষে একজন শ্রমিকের হাত কাটা পড়লো। এতে অবশ্য তার অসাবধানতাই দায়ী ছিলো।

একশো তিরানব্বই নাম্বার পাথর আনা হলো কারনাক এলাকা থেকে।

একশো বিরানব্বই পাথর এলো অসওয়ান অঞ্চল থেকে। কোনো বিশেষ চিহ্ন না থাকায় এগুলো কাঠের দোলনা দিয়ে উপরে তোলা বেশ কঠিন ছিলো।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

থেবস এলাকা থেকে এসেছে একশো একানব্বইটি পাথর। একটা পাথরে ফুটকি চিহ্ন থাকায় বিশেষ নির্দেশে সেটাকে পুনরায় ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তবে পাথরের রক্ষণাবেক্ষণে যে ছিলো সে দাবী করলো পিরামিড তৈরিতে পাথর উত্তোলণের সময় এ দাগগুলো হয়েছিলো। ফলে এগুলোর পরিবর্তে পুনরায় একশো একানব্বইতম পাথর আনা হলো ইলহান অঞ্চলের পাথরখাদ থেকে। এ পাথরগুলো কিছুটা লালাভ থাকার কারণে এগুলোকে উপাধি দেওয়া হয়েছিলো *'রাডি'* নামে। এ বিষয়ে আর খুব বেশি রিপোর্ট করার মতো কিছু নেই।

একশো নব্বইতম পাথর আনা হলো এবিউজির পাথরখাদ থেকে। বিশেষ কিছু উল্লেখ করার মতো এখানে নেই। এগুলো সাধারণ, স্বাভাবিক এবং পরিচিত।

নির্মাণের ধারাবাহিকতা:

তৃতীয় ধাপ, সাতচল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ পর্যন্ত। নিরাপত্তাকর্মীদের রিপোর্ট। এর সাথে যুক্ত হয়েছে সিবিপিপি'র পার্শ্বনোট।

সাতচল্লিশতম পাথর। আসওয়ান অঞ্চলের পাথর খাদ থেকে আগত। সর্বশেষ নির্দেশ অনুযায়ী বহনের সময় ভালোভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার নির্দেশ। পাথর বহনের সময় অনেকেই দিব্যি কেটে অভিশাপ দিচ্ছিল পাথরগুলোকে।

'আমার বুক যেভাবে ফেটে যাচ্ছে সেভাবে তুমিও বিদীর্ণ হবে।'

'তুই টুকরো টুকরো হয়ে যা। নরকের অতল তলে ভূপাতিত হ।'

কাউকে কাউকে আবার আশীর্বাদ করতে শোনা গেলো।

'অদৃষ্টকে ধন্যবাদ যে শেষ পর্যন্ত তুমি ঐ চূড়ায় বসতে যাচ্ছো।' 'হে পাথর তুমি দীর্ঘজীবী হও।'

পাথরগুলো উত্তোলনের সময় তেমন কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় নি। www.banglabookpdf.blogspot.com

ছিচল্লিশতম পাথর এসেছে কারনাক এলাকা থেকে। এখানেও সমানভাবে পাথরগুলোকে কেউ অভিশাপ দিয়েছে আবার কেউ আশীর্বাদ করেছে। একজন পাথর বহনের সময় তার সন্তান মারা গিয়েছিলো সেদিকে ইঙ্গিত করে বলেছে, *'আমি আমার সন্তানকে পিরামিডের জন্য আনন্দের সাথেই উৎসর্গ করলাম।'*

পয়তাল্লিশতম পাথরও আনা হলো কারনাক এলাকার পাথরখাদ থেকে। এ পাথরগুলো নিয়েও একই রকম অভিশাপ আর আশীর্বাদের কথা শোনা গেলো।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

তবে একজন ক্ষ্যাপা লোক এই পাথরগুলো নিয়ে বেশ চেঁচামেচি করলো। তার এই শোরগোল তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হলো না।

('পার্শ্ব নোট : এই শোরগোল যদিও তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হলো না। কিন্তু ঐ মূর্খ লোকটা তার চেচামেচির সময় যেনো শব্দগুলো উচ্চারণ করেছিলো তার বেশ কিছু দু মুখো অর্থ আছে। যেমন : 'হে পাথর তুমি খুব ভাগ্যবান যে অতো উপরে তোমাকে বসানো হচ্ছে।, 'তোমার মা আর বাবা কোথায় ঘুমুচ্ছে এখন।' 'নিচে নেমে আয়। একদম নিচে।'

'একটু নড়াচড়া করো লক্ষ্মী সোনা। তুমি কি ধরে অতো উপরে বসে আছো। তুমি কি মনে করো যে তুমিই পিরামিড হবা।' সারা দিন এ সব চেঁচামেচি করে সে অবশ্য তার কথার কোনো ব্যাখ্যা দেয় নি।)

চুয়াল্লিশতম পাথর আনা হলো এলবারেসার পাথর খাদ থেকে। এখান থেকে একমাত্র চারটা পাথর বহনের সময় নীল নদে পড়ে গিয়েছিলো। পরে সেগুলো উদ্ধার করা হয়। যার ফলে পাথরগুলোর নাম রাখা হয় '*ড্রাউনি*'। পরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এগুলোকে সীলগালা করা হয়। উত্তোলনের সময় তেমন কোনো সমস্যা হয় নি।

নির্মাণের ধারাবাহিকতা:

চূড়ান্ত ধাপ, নবম পাথর থেকে পঞ্চম পাথর।

সূত্র সিবিপিপি থেকে।

নবম পাথর। লিবিয়া এবং মিশরের সীমান্তবর্তী এলাকা আবুগারব থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সিলযুক্ত করার কথা ছিলো, কিন্তু কর্তৃপক্ষ থেকে সন্দেহজনক অভিযোগ এসেছে। ধারণা করা হয়েছে যে, পাথর উত্তোলনের সময় যে পাথর খাদ থেকে পাথর সংগ্রহ করার কথা ছিলো সে পাথরখাদের পরিবর্তে অন্য পাথর দিয়ে পরিবর্তন করা হয়েছে। হতে পারে সেটা পুরাতন কোনো পিরামিডের পাথর। তদন্ত কমিশন তাদের তদন্তে যদিও বলেছে বিষয়টার কোনো ভিত্তি নেই। অষ্টম পাথরটাও আনা হয়েছে একই জায়গা থেকে। এই পাথরগুলো ছিলো একেবারে নিখুঁত।

সপ্তম পাথর উত্তোলন করা হয়েছে আবুগারব থেকে। এই পাথরগুলো একই জায়গা থেকে এলেও এগুলো একটু ব্যতিক্রম ছিলো। বিভিন্ন ধরনের উপনামে এগুলোকে ডাকা হতো। যেমন : '*বড় পাথর, চওড়া পাথর, কালো পাথর, বাদাউন।*' পাথরগুলো স্থাপনের সময় পিছল খেয়ে পড়ে যাওয়ার কারণে এরকম আরো অনেকগুলো উপনাম এগুলোকে দেওয়া হয়েছিলো।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কেনো পাথরটা পড়ে গিয়েছিলো তার কারণ স্পষ্ট করা হয় নি। পাথরটা প্রথম যখন একটু নড়ে ওঠে সামনে স্থাপিত সিংহ মূর্তির সাথে আটকে গেলো তখন সবাই ভেবেছিলো পাথরটা হয়তো নিচে পড়বে না। কিন্তু সবার ধারণাকে মিথ্যা বানিয়ে পাথরটা নবম স্তরে চলে গেলো। তারপর দ্রুত নিচে নামতে থাকলো। এগারোতম ধাপের পাথরগুলোকে চুর্ণ করে এটা নেমে গেলো চৌদ্দতম ধাপে। তারপর মনে হচ্ছিলো যেনো এটা পাগল হয়ে গেছে। পিরামিডের পুরো উত্তর পাশটা খুব বাজে ভাবে ঝাকুনি দিয়ে উঠলো। একশো চব্বিশতম ধাপে পাথরটা দু ভাগে ভাগ হয়ে গেলো। একটা অংশ ডান পাশে পড়ে গেলো আর একটা অংশ নিচে নেমে গেলো।

এ দুর্ঘটনায় বিরানব্বই জন মারা গেলো। আহত হলো অনেকে। অগণিত ক্ষতি হয়ে গেলো। পিরামিডের দুঃখের দিন ছিলো এটা।

ষষ্ঠ পাথরটা আনা হলো সাকারা অঞ্চল থেকে। এ পাথরটাও উত্তোলনের সময় দু জন মারা গেলো। কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি হলো আগেরটার তুলনায় অনেক কম। ফলে এটাকে শুভ *পাথর* বলে উপাধি দেওয়া হলো।

পঞ্চম পাথরটাও সাকারা থেকে আনা হলো। তবে এখানে রিপোর্ট করার মতো তেমন কিছু ছিলো না। আগের মতো এটার বিশেষত বলে তেমন কিছু চোখে পড়লো না।

পরিশিষ্ট : সপ্তম স্তরের পাথর।

ফারাও এর বিশেষ দূতের কাছ থেকে লাল কালিতে লেখা 'সর্বাধিক গোপনীয়'।

সপ্তম স্তরের পাথরের ভেঙে পড়ার কারণ অনুসন্ধানের বিষয়টি রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। মূল কারণটা বের করতে গিয়ে বেশ কিছু অমিল পাওয়া গেলো যা সন্দেহের উদ্রেক করে। তদন্ত দলটি কয়েকটি বিষয়ের উপর সর্তক দৃষ্টি আর্কষণ করেছে। প্রথমত পাথরটি পিছল খেয়ে পড়ে যাওয়ার কারণ। দ্বিতীয়ত পাথর পড়ার সময় লোকজনের প্রতিক্রিয়া যেমন কেউ কেউ আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে আবার কেউ অহেতুক সাহসিকতা দেখিয়েছে। এ ছাড়া আরো বেশ কিছু সন্দেহপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়।

তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট :

সপ্তম স্তরের পাথরের নড়নটা একেবারে আস্তে হয়েছিলো যে সেটা প্রথমে কেউ বুঝতেই পারে নি। শ্রমিকরা এর দিকে ঝুকে পড়েছিলো কিন্তু তারপরেও এর সরে যাওয়ার শুরুটা টের পায় নি। প্রধান পাথরমিস্ত্রী শাম কিছুটা বুঝতে পেরে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

মন্তব্য করেছিলো, 'হেই কী হতে যাচ্ছে? মনে হয় পাথরটা জায়গা পরিবর্তন করছে?'

তার কথা শুনে অন্যরা ভাবলো সে ঠাট্টা করছে। কেউ কেউ তাকে তিরস্কার করে বললো, 'তুমি নিশ্চই পাথরটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়েছো।' আরেকজন বললো, 'আসলে পাথরটা না তুমিই মনে হচ্ছে সরে যাচ্ছো।' এ ধরনের আরো নানা ধরনের কথা-বার্তা তার সহকর্মীরা তাকে উদ্দেশ্য করে বলাবলি করতে লাগলো।

অল্প কিছুক্ষণ পরেই তারা বুঝতে পারলো যে, পাথরটা নড়তে শুরু করেছে। তারা খোলা হাতেই পাথরটাকে আটকাতে চেষ্টা করলো। প্রধান পাথর শ্রমিক শাম একটা ঠেকা দিয়ে আটকাতে চাইলো। সকলেই তাড়াহুড়ো করছিলো কিন্তু ততোক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। পাথরটা আঁকা-বাঁকা পথে উপর থেকে গড়াতে শুরু করলো।

এগারো নাম্বার ধাপে এসে এটা তার তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে ফেললো। তেরো নাম্বার স্তরে পাথরটা গড়িয়ে আসার পর প্রধান তত্ত্বাবধায়ক মিস্ত্রী থিওট পাথরটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললো, 'ফারাও দীর্ঘজীবী হোক।' কিন্তু পাথরের চাপে মুহূর্তেই সে দলা পাকিয়ে মণ্ড হয়ে গেলো। তার হাত পা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো।

চৌদ্দতম ধাপে এসে এটা পুরোপুরি বেগে নিচে নামতে লাগলো। ঠিক এ সময় পাথরশ্রমিকরা চিৎকার করে বলতে থাকলো, 'পিরামিডটা ধসে পড়ছে।'

তার কথা শুনে সবাই তখন দিক-বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ভূমিকম্পের সময় যেভাবে সবাই ছোটাছুটি করে সেভাবে দৌড়াতে লাগলো। পাথরটা কোনোদিক দিয়ে ছুটে আসছিলো সেদিকে কেউ লক্ষ্য করলো না। ফলে অনেকেই পাথরের নিচে চাপা পড়ে গেলো। পাথরটা যখন বিশতম ধাপে এসে পৌছলো তখন চারদিকে রক্ত আর মৃতদেহের ছড়াছড়ি। দূর থেকে সেটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। বিষয়টা মতো দ্রুত তাল রেখে ঘটলো যে সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো। হয়তো এখানে অন্ধকার রাজনীতির কোনো হাত আছে।

তদন্ত চলতে থাকলো।

মূল ঘটনা জানার জন্য তারা মরিয়া হয়ে উঠলো। যা তারা আশা করে নি তা কেন ঘটলো। ভাবনার সাগরে ডুবে গেলো তারা।

ভাবতে লাগলো নিরন্তর।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

চূড়ার কাছাকাছি

বিস্ময়কর ঘটনার সূচনা হলো। গ্রীষ্মের শুরুতেই দেখা গেলো পিরামিডের চেহারা খুব দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। সিংহ মূর্তিটা আস্তে আস্তে নিচে নামিয়ে এনে সেটাকে সৌধের পাশে রাখা হলো। পাথর উত্তোলন করার কেবল একটা পথ তখনো বাকি ছিলো। সেটা দিয়ে সর্বশেষ চারটি পাথর এবং সবচেয়ে বড় পাথরটি যেটা দিয়ে পিরামিড তৈরি সমাপ্ত হবে সেই পাথরটি উত্তোলন করা হবে।

কাজের এই ফাঁকে পিরামিডের অবয়বটুকু বেশ ভালোই দেখা যাচ্ছিলো। আশপাশে ভাঙা পাথরের টুকরো স্তূপাকারে জমা করে রাখা হয়েছে। নানা ধরনের জঞ্জাল এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

নির্মাণ সৌধের আশেপাশে ধুলির যে মেঘটুকু ছিলো সেটা আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিলো। আকাশটা বেশ ঝকঝকে লাগছিলো। কিন্তু শুধু আকাশ পরিষ্কার থাকার কারণেই পুরো জায়গাটাতে একটা নরম আভা ছড়িয়ে পড়েছে বিষয়টা তেমন ছিলো না। বরং পিরামিডের নিজের আকৃতি ও গঠনগত সৌন্দর্য থেকে এমন একটা আভা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো যে সৌন্দর্যের সেই রশ্মি রাজধানীতেও পৌঁছে গেলো। শুধু রাজধানী নয় আশপাশের আরো কয়েকটা অঞ্চলেও তার আভা টের পাওয়া গেলো। এটা কেবলই ছড়াতে লাগলো।

যা হোক, এর পরপরই দীর্ঘদিন পর প্রথম সরাইখানা খোলা হলো। তবে একটু ইতস্তত করে। এখানে সেখানে লোকজন বসে একটু আমুদে স্বরে চিৎকার, চেচামেচি করা শুরু করলো। যদিও পিরামিড তৈরি শুরুর সময় একটা গুজব ছড়িয়ে পড়েছিলো যে কাজ করার সময় কাউকে তাদের বন্ধুদের সাথে কিংবা পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত থাকতে দেওয়া হবে না। অবশ্য বিষয়টা এখন সে রকম অবস্থায় নেই। বলা যায় খুব স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

সবার চোখে মুখে এখন একটাই ভাব।

'আমরা পিরামিড তৈরি করে ফেলেছি। এখন কিছু আমোদ-প্রমোদ করি।'

আনন্দ উচ্ছ্বাসের বান চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিলো। তবে তাতে ছেদ পড়ার মতো তেমন কিছু হয় নি। তাদের উচ্ছলতা তখনো থামেনি কিংবা কমে নি।

একটা পাথর তখনো উত্তোলনের জন্য অবশিষ্ট ছিলো। আর সেটা হবে সর্বশেষ ধাপের আগের ধাপের কাজ। সব আনন্দ উদ্বেলতা থামিয়ে দেওয়ার জন্য এই পাথরটি উত্তোলনের বিষয়টিই যথেষ্ট ছিলো। তবে ইতোমধ্যে পাথর পড়ে যে মানুষগুলো মারা গেলো সেটা ছিলো খুবই দুঃখজনক একটা ঘটনা। লোকজন বিশ্বাস করে যে কতো কষ্ট করে কতো ত্যাগ স্বীকার করে পিরামিড তৈরি হচ্ছে, এই পিরামিডটা তৈরি শেষ হলে তখন এর আসল উদ্দেশ্য আর ফলাফলটা পাওয়া যাবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তখন সকল জল্পনা কল্পনা এমনিতেই দূর হয়ে যাবে। উন্মোচিত হবে আসল রহস্য।

অবশ্য তখন পর্যন্ত পিরামিডের সর্বশেষ যেনো চারটি পাথর উত্তোলনে বাকি ছিলো সেগুলো নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তেমন কোনো নির্দেশ আসে নি। পিরামিডের সমাপ্তি টানার জন্য সবচেয়ে বড় পাথরটির বিষয়ে তেমন কিছু বলা হয় নি। হয়তো স্বর্ণপাতায় নির্দেশটা কোনো গোপন জায়গায় সুরক্ষিত ছিলো।

উত্তোলনের জন্য বাকি চারটি পাথরকে একটা ঘরে রেখে সশস্ত্র প্রহরী দিয়ে পাহারা দেওয়া হচ্ছিলো। কেন এভাবে পাহারার মাঝে রাখা হয়েছিলো সেটা সৃষ্টিকর্তাই ভালো জানেন। লোকজন এ সব দেখে হাসাহাসি করতো। তারা বলতো 'এটা কোনো কথা হলো পাথরকে উজির নাজিরদের মতো পাহারা দিয়ে রাখতে হবে। আরে এ পাথরটাকে যেভাবে পাহারা দেওয়া হচ্ছে সেভাবে কোনো মন্ত্রীকেও পাহারা দিয়ে রাখা হয় না।'

তবে এর বিপরীতে কেউ কেউ বলতো 'আরে ভাই মন্ত্রীরা আজ আছে কাল নেই। কিন্তু এ পাথরগুলো তুমি চিন্তা করো, মহাকালের শেষ পর্যন্ত থেকে যাবে। মন্ত্রীদের থেকে এদের মূল্য অনেক বেশি।'

সর্বশেষ এই চারটি পাথর আর যেনো পাথরটা দিয়ে পিরামিডের চুড়াটাকে বিন্যস্ত করা হবে সেগুলোর সাথে লোকজন এমনভাবে কথা বলছিলো যে এরা কোনো জীবিত প্রাণী। মানুষের মতো এদের সবকিছু আছে।

লোকজন রাজধানীতে আরো নানা রকম ব্যবসা নিয়ে আসার পাশাপাশি বিভিন্ন রকমের মুখরোচক কাহিনী আর সংবাদ নিয়েও আসতে থাকলো।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

অনেকগুলো পানশালা খোলা হলো।

আজকের এখন যারা তরুণ, তারা পিরামিড তৈরির সময় অনেকেই ছিলো খুব ছোট। হয়তো তারা তখন মাত্র জন্ম গ্রহণ করেছে। এ তরুণ সমাজ পিরামিড তৈরির বিষয়টা খুব হেলা ফেলা করে দেখে। তাদের অধিকাংশকেই মনে হয় খুব ঝুকিপূর্ণ সাহসী। অথচ তারা ধারণাই করতে পারবে না যে পিরামিডের প্রথম দিকের কাজগুলো কী পরিমাণ সাহসিকতা আর ভয়ঙ্কর বিপদসংকুল কাজ ছিলো। বিষয়টা এমন দেখা যায় যে যখন তরুণরা তাদের বাবা মাকে পিরামিডের বিষয়ে খুব হেলা ফেলা করে জিজ্ঞেস করে তখন প্রতিউত্তরে বয়স্কদের বলতে হয়, 'তোমরা এমনটা বলছো শুধু এই জন্য যে, এই বিষয়ে তোমাদের কোনো ধারণা নেই। তোমরা বুঝতেই পারছো না পিরামিডটা এই আকৃতিতে আসার আগে প্রথমে কেমন ছিলো।

একটা ধারণা ছড়িয়ে পড়ছিলো যে পিরামিডটা যতোই দৃশ্যমান হচ্ছিলো ততোই এর বিষয়ে মানুষের ভয়-ভীতি কেটে যাচ্ছিলো। বুড়োরা দৃশ্যমান এ পিরামিড নিয়ে কোনো কথা বললে তরুণরা তখন ঠাট্টাচ্ছলে বলতো, 'তাহলে কি আপনারা চান যে পিরামিডটা অদৃশ্য হয়ে যাক?'

বুড়োরাও তাদের এ কথা শুনে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে হাসতো।

এর মধ্যে আরেকটা নতুন পিরামিড তৈরির চিন্তা-ভাবনা চলতে লাগলো।

নতুন যে পিরামিডটি তৈরি হলো তার পাশেই আরেকটা পিরামিড তৈরি করার ধারণাটা নিতান্তই একটা পাগলামি। অনেকেই এটাকে নিছক গোয়ার্তুমি ছাড়া আর কিছুই ভাবলো না। এমন কি স্মৃতিসৌধের প্রধান মিস্ত্রী সে ঘোষণা করলো যে, পৃথিবীর আর কোনো নির্মাণ সৌধের পাশে একই রকম প্রাসাদ নির্মাণ করা হয় নি।

কিন্তু অতীতের নির্মাণ শৈলীর উদাহরণ টেনে আর পর্যালোচনা করার পর সাধারণ মানুষ এই নিয়ে বেশ বিভ্রান্তির মাঝে পড়ে গেলো। অবশ্য একটা বিষয় সবার কাছে আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিলো। সেটা হলো নতুন আরেকটা পিরামিড তৈরির গুরুত্ব।

অতীতে দেখা গেছে ফারাও জোসের তার পিরামিড তৈরি শেষ হওয়ার পর এর সাথে আরো বিশাল আকারের চারটি সিঁড়ি পথ সংযুক্ত করেছিলেন। যেটা করতে পরবর্তীতে আরো সাত বছর সময় লেগে যায়।

অথবা ফারাও সেনেফেরু যে কিনা পর পর তিনটা পিরামিড তৈরি করেছিলেন এবং কোনটার মধ্যে তার শবদেহ রাখা হয়েছিলো সে বিষয়টা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছিলো। যার ফলে অতীতের এ সমস্ত উদাহরণ থেকে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

একটা বিষয় পরিষ্কার হয় যে একটা পিরামিড তৈরি হওয়ার সাথে সাথেই আরেকটা তৈরির পরিকল্পনা শুরু হয়। তাদের নেশা আর পরিকল্পনা যেনো মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

তবে প্রধান স্থপতি এ বিষয়টা ফারাও-এর সামনে উপস্থাপন করে একটা বিষয় বুঝতে পারলেন যে, ব্যাপারটা ফারাওকে তেমন আগ্রহী করে তুলতে পারে নি।

এ অবস্থায় পনেরো দিন অতিবাহিত হওয়ার পর লোকজন একটা বিষয় টের পেলো যে, পিরামিডের অনির্মিত অংশের একটা পাথরও স্পর্শ করা হয় নি বা নষ্ট হয় নি।

ঠিক এ সময় রাজধানীতে আরো সরাইখানা খুলতে থাকলো। যুবকরা সেখানে নানা রকম গল্প গুজবে মেতে উঠলো। তার অধিকাংশই অবশ্য পিরামিডকে নিয়ে। চারদিকে কেবল রসাত্মক গল্প আর গল্প।

এক রাতে দেখা গেলো পিরামিডের চারপাশে কয়েকটা মশাল নিয়ে কারা যেনো হাঁটাহাঁটি করছে। আলোগুলো একবার বড় হচ্ছিলো আবার ছোট হচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো কোনো অদৃশ্য আত্মা ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। তবে অনেক দূর থেকে লোকজন সেটা দেখতে পেয়ে তেমন অবাক হলো না। তারা বুঝতে পারলো যে পিরামিডের প্রধান যাদুকর এক দল লোক নিয়ে পিরামিডটা ঘুরে ফিরে দেখছে। এরা বিচিত্র কিছু নয়।

দলটি সারা রাত পিরামিডের উপর নিচে ঘুরে বেড়ালো। সকালের দিকে তারা নিচে নেমে আসলো। মশাল দিয়ে মনে হলো পিরামিডের ভেতর চাপা দিয়ে রাখা কোনো দুঃস্বপ্নকে তারা দেখছে কিংবা খুঁজে বেড়াচ্ছে। অথবা হতে পারে এখানে কোনো রহস্যময়তা কিংবা গোপন কোনো পাপ আছে যা তারা দিনের আলোতে বের করে নিয়ে আসতে চাইছে। দিবালোকের সত্যতার সাথে মেলাতে চাইছে।

কিছু চটকদার গুজব অফিস আর সরাইখানাতে আলোচিত হতে লাগলো। আর সেই গুজবগুলো আশ্চর্যরকম গতিতে মিশরের বাইরে ছড়িয়ে পড়লো। গোয়েন্দারা অনেক দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়লো। তারপর আবার তারা নতুন কোনো নির্দেশনার জন্য ফিরে এলো দুই সপ্তাহ পর। কিন্তু বাড়িতে ফিরে আসার পর তাদের অবস্থা এমন হলো যে তারা তাদের আসল বিষয়টাই ভুলে গেলো। রাষ্ট্রীয় গোপন তদন্তের বিষয় নিয়ে এবং এর সাথে বর্তমান পিরামিডের অবস্থা কী সে বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে তারা প্রায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। একেবারেই যেনো ভুলে গেলো।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

তবে তাদের মধ্যে কেবল একজন যে কিনা কোনো রূপ চিন্তা বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় পড়লেন না। আর তিনি হলেন সুমেরিয়ান রাষ্ট্রদূত।

দিনের মিষ্টি গরম কিংবা রাতের ঠাণ্ডা কোনো পরিস্থিতিই তার রিপোর্টের একটা বর্ণও পরিবর্তন করতে পারলে না। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার সব কিছুই মোটামুটি সঠিক ছিলো।

একই ভাবে এক সপ্তাহের চরম উৎকণ্ঠার পর রাষ্ট্রদূত একটু শান্ত মনে বসলেন। তিনি তার সমস্ত রিপোর্ট রাজধানীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এটা হলো তার পেশাগত জীবনের সেরা রিপোর্ট। মাঝরাতে তিনি কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তার দুই হাতের তালু দুটি গরমে প্রায় পুড়ে গেছে। কারণ পাথরে খোদাই করে তাকে রিপোর্টগুলো লিখতে হয়েছে। পাথরগুলো ছিলো অবিশ্বাস্য গরম। ফলে তার হাতে ফোসকা পড়ে গেছে। ভয়ঙ্কর সে ফোসকা।

প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে সে তার স্ত্রীর পাশে শুয়ে পড়লো। আজ তার খুব ইচ্ছে করছে স্ত্রীকে বেশ ভালোভাবে আদর করতে।

পরে স্ত্রীর ভালোবাসাবাসি শেষ করার পর সে স্ত্রীর পাশেই শুয়ে পড়লো সাধারণত যেভাবে অন্য সময় শোয়। কাত হয়ে শোয়ার পরই তার মাথায় আবার রিপোর্টগুলোর চিন্তা এলো যেটা সে আজকে মাত্র পাঠিয়ে দিয়েছে। সে ভাবছিলো সব কিছু ঠিকঠাকভাবে হওয়ায় রিপোর্টগুলো তার মাথার ভেতর ঠাণ্ডা একটা প্রশান্তি ভাব ছড়িয়ে দিয়েছে। যেভাবে তার স্ত্রী তার দেহকে জুড়িয়ে দেয়। সে ভাবছে মরুভূমির ভেতর দিয়ে পাথরের স্লাবের উপর খোদাই করা তার রিপোর্টগুলো মরুভূমির রাতের ঠাণ্ডায় এতোক্ষণে নিশ্চই জমে গেছে।

তার মাথা থেকে কিছুতেই রিপোর্টগুলোর চিন্তাটা দূর হচ্ছিলো না। সে শত চেষ্টা করেও সেটা পারছিলো না। তার চিন্তা ঘুরে ফিরে বার বার বাধা গ্রস্থ হচ্ছিলো। চোখের ঘুম পালিয়ে যাচ্ছিলো। কেবলই ভাবছিলো আর ভাবছিলো।

রিপোর্টের যে কাজ সে করেছে সেটা মোটেও খুব সহজ ছিলো না। তাকে একশো ঊনত্রিশটা পাথরের লিপিখণ্ড তৈরি করতে হয়েছিলো যেখানে রিপোর্টগুলো খোদাই করা হয়েছে অত্যন্ত সুচারুভাবে।

সে মনে করার চেষ্টা করলো প্রথম এগারো পাথর খণ্ডের কথা যেখানে সে মোটামুটি পুরো পরিস্থিতিটার একটা সংক্ষিপ্ত অবয়ব তৈরি করার চেষ্টা করেছে। তবে তিন থেকে সাতের মধ্যের পাথরগুলোতে সে এমন একটা বিষয় তুলে নিয়ে এসেছে যার ধারণাটা সে রাজধানীর কাছেই তার চাচা কিরকিরের

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

বাড়ির ময়লা আয়না থেকে সে উদ্ধার করেছে। সেদিনই দুপুরের পর তার চাচা কিরকির আত্মহত্যা করে। সে রহস্য আরো কৌতূহলের। আরো চিন্তার।

প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আর বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সংবাদটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিলো পনেরো থেকে একুশ পর্যন্ত পাথর খণ্ডে। এটা সুমেরিয়ান সরকারকে মিশরের বিষয়ে অনেক তথ্যপূর্ণ সংবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে রাজ্যের যতো অনাকাঙ্খিত ঘটনাগুলোর বিষয়েই শুধু মিশরের আগ্রহ।

সুমেরিয়ান রাষ্ট্রদূত তার তদন্তের বিষয়টা পর্যালোচনা করতে গিয়ে স্মৃতি থেকে সব কিছু আবার ঝালাই করে নিতে শুরু করলো।

এগারো নম্বর পাথর খণ্ডটি লিখিত পুরো রিপোর্টের সারমর্ম হলো যে, সাম্প্রতিক সময়ে পিরামিড তৈরির সময় পাথর পড়ে যাওয়ার কারণে যে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে তার উপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করা। যদিও অভিযোগ উঠেছে ফারাও এর শত্রুপক্ষের লোকেরা এ দুর্ঘটনার সাথে জড়িত। অবশ্য তার ব্যক্তিগত তদন্তে তিনি বুঝতে পেরেছেন ফারাও এর নিরাপত্তা সংস্থার লোকেরাই এ ষড়যন্ত্রের মূল হোতা। অন্য কেউ নয়। এর মূল রহস্য অনেক গভীরে।

রাষ্ট্রদূত যে সমস্ত কারণ বিশ্লেষণ করেছেন তার গুরুত্ব অবশ্য অনেক। তার এ বিচার বিশ্লেষণ বর্ণনা করা আছে ঊনচল্লিশ থেকে বাহাত্তর পর্যন্ত লিপিখণ্ডে। এ অংশটাই হলো রিপোর্টের প্রাণ।

রাতের আধারে গাড়ি ভর্তি করে তার রিপোর্টগুলো যখন ছুটে বেড়াচ্ছিলো তখন সে নিজের মনেই বারবার চিৎকার করে উঠছিলো।

'তুমি একটা আস্ত বোকা। তুমি সাবধানে থাকো!'

সে বারবার ভয় পাচ্ছিলো গাড়িগুলো না আবার বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

তার এ গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টগুলো যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তার চেয়ে এ পৃথিবীতে আর কেউ হবে না।

'হ্যা, ঈশ্বর!' সে চিৎকার করে উঠলো।

ভেতরে ভেতরে সে এতো বেশি অস্থির হয়ে পড়েছিলো যে তার স্ত্রী ভাজিনা তার দিকে তাকিয়ে কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে পড়লো।

সে আবার বিশ্লেষণের চিন্তায় ডুবে গেলো। তার কাছে মনে হলো পিরামিড তৈরির সময় এই যে নানা রকম ঘটনা ঘটে যাচ্ছে এখানে নিশ্চই শৃঙ্খলা ভঙ্গের কোনো কারণ আছে যা মিশর রাষ্ট্রের পক্ষে সত্যিই বিপদজনক। কেবল বিপদজনক নয়, ভয়াবহ পরিণতিও।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

মিশরের মন্ত্রীদের একটা বাজে স্বভাব হলো, যা কিছুই ঘটুক না কেন সব কিছুর জন্য সুমেরীয়ানদের দোষারোপ করে। শুধু তাই না, কোনো কিছু হলেই তারা চেষ্টা করে মিশরের সাথে সুমেরিয়ানদের তুলনা করতে। তারা এমন কি ফারাওদের পিরামিডের সাথে মেসোপটোমিয়ার খালের তুলনা সব সময়ই করে থাকে। যদিও প্রথম দর্শনে এ দুটোর মাঝে কোনো মিলই পাওয়া যায় না। দুটোই সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। তারা একটা বিষয় বোঝে না যে এই দুটোর কার্যকারিতায় কতো পার্থক্য রয়েছে। মেসোপটোমিয়ার খাল থেকে মানুষ চাষাবাদ, সেচকার্যসহ আরো নানা রকম উপকার পেয়ে থাকে। অথচ এ পিরামিড-এর কি উপকার আছে। এটা বরং আরো বিপদ আর ঝুকি বয়ে নিয়ে আসছে। তাহলে একটা বিষয় স্বীকার করতেই হবে যে, যাবতীয় বিপদ আর ঝুকির মূলে আছে এই পিরামিড। মেসোপটোমিয়ান খাল নয়।

তার রিপোর্টের তৃতীয় অংশটা হলো রিপোর্টের সর্বোচ্চ অংশ। এটা মূল্যবান এবং কঠিন অংশ।

পাথর খণ্ড নব্বই থেকে একশো বাইশ পর্যন্ত এটা বিস্তৃত। সম্ভাব্যময় সমাধান। অতি গোপনীয় জরুরি বৈঠকের নথিপত্র সন্নিবেশিত করা হয়েছে এখানে। বাতাসে জোর গুজব আছে যে নতুন আরেকটা পিরামিড তৈরির চিন্তা-ভাবনা চলছে।

রাষ্ট্রদূত তার কনুইটা মাথার নিচে দিয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে শুয়ে রইলো। তার চোখে কোনো ঘুম নেই। সে কতবার কল্পনা করেছে যে লোকজন এটাকে ভেঙে ফেলছে। মানুষের ভিড় আর ভূতেরা পিরামিডের একটা একটা পাথর উঠিয়ে নিয়ে অচিন অন্ধকারে ফেলে দিচ্ছে। প্রধান জাদুকর পুরোহিত আবার চেষ্টা করছে এটাকে জন্ম দিতে। কিন্তু সেটা আর জন্ম নিচ্ছে না। বন্ধ্যা হয়ে পড়েছে। অথচ এ মুহূর্তে তারা দুটো পিরামিড তৈরির চিন্তা-ভাবনা করছে।

এক ধাপ থেকে আরেক ধাপ এভাবে কতো দিন লাগে কে জানে। হ্যা ঈশ্বর!

তবে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মিশর এই কুজো মার্কা পিরামিডটা ছাড়া তাদের মুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। আর সব অলীক।

এভাবেই তার একশো বাইশতম প্রস্তর খণ্ডটি শুরু হয়েছে। সেখানে খোদিত করা আছে যে যদি আরেকটি নতুন পিরামিড তৈরি করা না হয় কিংবা আগের পিরামিডকে সংস্কার করা না হয় তাহলে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

এভাবে সে একে একে তার তদন্ত রিপোর্টের সবগুলো প্রস্তরখণ্ড মনে করতে থাকলো।

রাষ্ট্রদূত তার মাথাটাকে বালিশের উপর রেখে শুয়ে রইলো। কিছুতেই তার ঘুম আসছিলো না। মন তার পড়ে আছে সিনাই মরুভূমিতে ছুটে যাওয়া গাড়ি ভর্তি প্রস্তরখণ্ডের উপর যেখানে তার পরিশ্রমের রিপোর্টগুলো সংরক্ষিত আছে। মরুভূমিতে গাড়ির ভেতর সেই মাটির ঢেলাগুলো নিশ্চই মৃতদেহের মতো ঠাণ্ডা ও নিথর হয়ে পড়ে আছে।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

চিরন্তন সংশয়ের শীতকাল

যদিও কোনো ঋতু অবিশ্বাস থেকে মুক্ত ছিলো না তবুও শীতকালকে সব সময় মনে করা হতো চিরন্তন সংশয়ের সময়। এ শীতকালকে ঘিরে সবার মনে কেনো জানি একটা সন্দেহের দানা বেঁধেছিলো। তারপরেও বর্ণনার জন্য এ সময়টাকে বেছে নেওয়া হয়েছিলো। বস্তুত সবার মনে এটা উদয় হয়েছিলো। ঘোষণা করা হলো, সকল লোক যেনো শরতের আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে তাদের দৃষ্টির পরিবর্তে এবং বলে যে, 'বেশতো এখানে শীত বিরাজ করছে। তারা যেনো বলে যে, 'সংশয়ের আবহাওয়া, এটা নয়?' অথবা তুমি কি মনে করো যে এই বছর কোনো সংশয় আসছে?' বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা মনে করেছিলেন যে উচ্চস্বরে চিৎকার করবে, 'এ বছরের চারটি ঋতু বৈচিত্র্য তা হলো বসন্ত কাল, গ্রীষ্মকাল, শরতকাল এবং সংশয়ের কাল এবং তাই হয়।'

এভাবে পণ্ডিত এ.কে. প্রতিরোধের কোনো কথা ছাড়াই এটা বললেন। তার তৃতীয় পত্রে তিনি এটা জানালেন। এ.কে. বর্ণনা দিলেন এটা ছিলো বিদ্রোহী জেকব হার যিনি ছিলেন প্রথম প্রতিষ্ঠাতা যিনি এ বিষয়ে প্রথমই চিন্তা করেছিলেন। আর এ বিষয়ের কথা বলেছিলেন সুনির্দিষ্ট তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে যা তাকে পুরোপুরি সার্বভৌমত্বের অধিকারে পূর্ণ করেছিলো। তিনি এ বিষয়ে পিরামিডের নির্মাণে শীতকালে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন। তবে 'সংশয়' শব্দের পরিবর্তে তিনি 'সময়' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। যখন এটা পুরোপুরি নির্মিত হলো তখন যেনো সে গর্ভবতী হয়ে পড়লো। জেকব হার চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং তিনি ফিরে আসলেন। এটা তার জন্য উচিত ছিলো সময় মতো ফিরে আসা। তিনি শেয়াল এবং কুকুরের ছুটে চলার মতো নন। তিনি ছিলেন ঠিকই সমস্ত প্রতিরোধ থেকে আলাদা, যেটা এ.কে. দ্বারা ঘটেছিলো। (এগুলো ছিলো, জেকব হার-এর একাদশতম খোঁজাকরণের সুপারিশ।) তার সকল তদন্ত সমাপ্ত ছিলো না যখন বসন্তকাল এসে পড়লো, তখনো। যেহেতু

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

শীতকাল ছিলো তার চিরন্তন সংশয়ে পূর্ণ। তাই শীতকালকে বলা হতো ঋতুর সন্দেহের আর অপূর্ণতার সময়। আর গ্রীষ্মকালে জলবায়ু নানা ধরনের বিস্ময়ে পূর্ণ। জনগণ তাই শীতকালকে ভয় পায়। এ বিষয়ে জেকব হারও বিস্তারিত বলেছেন।

শীতকাল কেবল তার প্রকৃতিররূপ যা বজায় রাখে একেবারে সাধারণ ভাবে, যা ঘটে, যা ঘটতে পারে আর জনগণ তাকে অভিশাপ মনে করে। একটি নির্দিষ্ট উৎসে শুরু হয় এবং শেষ হয়। আর স্মৃতি জমা করে সাগরের জলরাশির কিনারায়।

স্বাভাবিকভাবে দালানের জন্য এ সময়টা তদন্ত করা খুবই ভালো। এ সময়ে মাধ্যাকর্ষণ নীতি নির্ভর করে সময়ের দোষের স্থানের উপর। তবে কখনো কখনো এটা দূষণীয় বলে গণ্য হয়। এটার জন্য সময় প্রয়োজন হয় দুই অথবা তিন সপ্তাহ। তবে এ সময়ে সহজেই এটা নির্মাণ করে পূর্ণ করা সম্ভব হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, এটা ৪০ বছর পূর্বে সংশয়ের মাঝে থাকলেও এখন সেটা নয়। এখন এটা ৫০ বছর অর্থাৎ অর্ধশতাব্দী নির্দ্বিধায় পেরিয়ে যাবে। একমাত্র ভূমিকম্প হলে সেটা আলাদা কথা। তখনই কেবল ঝুঁকি এবং উদ্বিগ্নতার কথা বলা যেতে পারে। তা ছাড়া নয়।

শীতকালের তদন্ত ছিলো মধ্যম পর্যায়ের পরিধি পর্যন্ত। এর সাত বছর পূর্বে ফিরে গেলে মনে হবে যে গড়ে এটা সম্পূর্ণরূপে যথেষ্ট। আর তা অবশ্যই দুই প্রজন্ম অতিক্রম করবে।

পিরামিডের ব্যাপারে সবচেয়ে কৌতুহল কোনটি? যা অনেক এবং অবতল দখল করে নেয়। তদন্তের এক মিনিটকে মনে হয় দুটি মহাকাল। যা সত্যই (সৈনিকদের কবর, হত্যার দৃশ্য ইত্যাদি) এবং অবাস্তব বিষয় আর বলা হয় অসম্ভব মহাকাল (তিনি চেয়েছিলেন শাশুড়ির সহযোগী এবং অন্যান্যদের), নতুন তদন্ত ছিলো অন্যের নয় কিংবা হতে পারে অন্যদের। কিন্তু উভয়টি ঘটে একই সময়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছিলো তথ্যে ভরা। তাদের এই ঘোষণা অনুসন্ধানে আরো সহায়তা করেছিলো। আর দৃশ্যমান হয়েছিলো পিরামিড। যার চূড়া দেখা গিয়েছিলো সোপান থেকে সোপান অতিক্রম করা। কতো শত সোপান ছিলো। ছিলো তৃতীয় তলা। তার অক্ষ ছিলো শোয়ানো। আর তার আত্মা ছিলো পাথরের আচ্ছাদিত। তার চার পাশে কল্পনা।

কিন্তু পিরামিডের এ খেলাটি ছিলো কেবল সময়ের এবং অসময়ের আবর্তনকে ঘিরে। কিন্তু এ পিরামিড ছিলো হৃদয়ের, চেতনার, চিন্তার এবং

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

অনেক গবেষণার ফসল। এটা একদিনে কিংবা এক মুহূর্তের ছিলো না। তবে একথা সত্য বলা যায় যে, যদি না সুন্দর সকাল, সকল হৃদয়ের অন্তঃস্থলের চিওপসের সিদ্ধান্ত মোতাবেক যা তার পছন্দের, হোক না অচিন্তার কিংবা ফারাও'র, তার দুঃসাহসিক কর্মের। যদি তিনি পিরামিড তৈরির নির্দেশ দিতেন, তিনি যদি স্তর থেকে স্তরে এমন কি নগ্ন পায়ে হেঁটে হলেও। তবুও তা সমাধা হতো।

জীবন্ত আত্মা যেনো হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। কয়েকটি গজ মাত্র দূরে, ডানে এবং নিচে কেবল এর সন্ন্যাসীর মস্তকের মতো পাথর। এটা তার কেবল জীবনের দুটি অংশ। হতে পারে কিংবা নাও হতে পারে। হয়তো বা সে মৃত কিংবা জীবিত। যে হেঁটে বেড়ায় ভূত হয়ে মানুষের কাঁধ থেকে অন্য কাঁধে। মানুষ তাকে দেখে না। সে দেখার দৃশ্যত চোখ কারো নেই।

আর স্বাভাবিকভাবে কে-ই বা এটা জানতে পেরেছিলো যে এটা শুরু হবে আর পূর্ণিমার রাতে তাকে দেখা যাবে। আবু সীবের প্রাণীগুলো সেই পাথরকে অনুসরণ করেছিলো। আর এই সেই সাকারা মরুভূমি যেখানে মমফিজ অবস্থান করছে। আরো অন্য কিছু বলতে গেলে বলা যায়, এর চেয়ে আর বড় কোনো সাক্ষী নেই। গিজার কারেসনেভ জাদুঘর পুরোটা রাত এখানে বসে ব্যয় করেছে এ পিরামিডের অবস্থান পাথর আর ইতিহাস জানতে, আর এ স্থানটি তার ভ্রমণ এখন চূড়ান্ত হয়েছে। পিরামিডটি সমাপ্ত হয়েছে। সাক্ষীরা পিরামিডের বিষয়ে যা যা বলেছে আর তারা যা দেখেছে সব কথা সংগ্রহ করা হয়েছে, সংগ্রহের কোনো তথ্য-উপাত্ত বাদ রাখা হয় নি। বিশেষভাবে এর উপর সকল বিষয়ে সরবরাহ করা হয়েছে। ফেরী এবং নৌপথ শাখার প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগের সনদ নেওয়া হয়েছে। তারা বিভিন্ন বিষয়ে হিসাব-নিকাশ করেছেন এবং এ বিষয়ে তথ্য, উপাত্ত, সম্ভাবনা, বৈশিষ্ট্য, ভুল-ত্রুটি, সত্যতা সকল বিষয়ে বলেছেন। দুইশতো এবং চার হাজার তিরানব্বই খণ্ড পাথরের কথা বলা হয়েছে। আর এ পাথরকে স্থাপন করা হয়েছে সংকেত এন৯২৩০৮১০৩৯৩৬-এ।

এই উপাত্তকে মনে হতে পারে কিম্ভূৎকিমাকার কিংবা অদ্ভুত ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এ বিষয়ে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে যে এই পিরামিডের ভেতর এর সঠিক নাম্বারটি অবশ্যই লুকিয়ে আছে।

বেশির ভাগ লোকজনই মনে করে যে, এটাই প্যাপিরাজ সেটা গোপন তথ্য উপাত্ত ধারণ করে আছে যা আমাদের কাছে হুমকি স্বরূপ কিংবা ভয় দেখাতে চায়, অথবা অন্য কোনো কিছু যা ভবিষ্যতের বিষয়ে সতর্ক করে দিচ্ছে। জেকব হার এ বিষয়ে বার বার নির্দেশনা পাচ্ছেন।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

এ সংখ্যাটি বেমানান মনে হতে পারে এর একটি আনুষ্ঠানিক সমতা রয়েছে যা আমাদেরকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। কমপক্ষে সাধারণ লোকজন জানে যে পাথরগুলো কীভাবে খণ্ড খণ্ড করে স্থাপন করা হয়েছে। এর স্থাপন, গঠন, আকার, আয়তন, বিন্যাস এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে।

ছোট বালিকেরা পথের পাশে কাদা মেখে যেমন কোনো কিছু তৈরি করে। এই পিরামিড সে বৈশিষ্ট্যে গঠিত। মাঝে মাঝে আক্রমণকারী আক্রমণ করে তা মাথা দিয়ে আঘাত করে ভেঙ্গে ফেলতো এবং বলতো, কে পারে শেষ করতে এবং একে অপরকে ধর্ষণ করতে।) কিন্তু তখন আনুষ্ঠানিকভাবে তা অতিক্রম করেছে যা কিছু ভালো তা সংগ্রহ করা হয়েছে ঠিক কেন্দ্রের মাঝেই। পরিদর্শক এক শ্রমিক (যে ডকের জায়গাগুলোর পাথরের নিরাপত্তা বিধান করেছে, যে তার নিচে পুতুলের মতো স্থির দাঁড়িয়ে থেকেছে)। ঠেলাওয়ালা, ধাক্কাওয়ালা এবং তত্ত্বাবধায়নকারীরা পাথর খাদের চূড়ান্ত স্থানে পৌঁছানো পর্যন্ত।

সামান্যের চেয়ে একটু অধিক যা চারশো'র বেশি মানুষ নয় যারা এটি করেছে, আর ছয়শো এসেছে বহিরাগত। যেহেতু পাথরগুলো সাত বছর ধরে স্থাপন করা হয়েছে আর তাদের দুর্ভাগ্য অর্থাৎ আত্মাসহ দেহকে পাথরের নিচে চাপা দিতে হয়েছে এটা তাদের জন্য বিশ্বে খুব বড় কিছু নয়। তারা তাই তাদেরকে পরিবার, সহকর্মী ও পানশালার সাথীদেরসহ গ্রেফতার করা হয়। তাদের দোষী বলে সাব্যস্ত করা হয়। তবে তাদের জন্য দুই থেকে তিন হাজার লোক প্রার্থনা করে যারা মিশরের সৎ মানব বলে গণ্য।

কিন্তু এরূপ শান্ত্বনার প্রতিফলন বেশি দিন স্থায়ী হলো না। পাথরের প্রকৃত দুঃখগুলো কেবলই চাপা পড়ে থাকলো। দুটি বিজ্ঞাপন জারি করা হলো দুটি পৃথক সংখ্যা দিয়ে। আর তা ছিলো কেবল দুটি পাথর খণ্ডেরই কথা। এর ভেতরেই কেবল সকল কথা লুকিয়ে থাকলো। অন্যভাবে বলা যায় যে, এটা স্পষ্টতই পরিপরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো যেখানে পাথরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো। কিন্তু সহজেই তা কল্পনা করা গিয়েছিলো। (গোপনীয়তা, শত্রুকে ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করা ইত্যাদি) আর এ সংখ্যাটি দেওয়া হয়েছিলো মূলত ভুল। যেখানে সারির কথা বলা হয়েছে যা সেখানে অবস্থান করছিলো। এবং এটা অবশ্যই সেই অক্ষ আর শূন্যে অবস্থানে নিয়ে গিয়ে ছিলো।

এটাই যথেষ্ট ছিলো যে, সমস্ত মিশর এবং মিশরবাসী এ বিষয়ে নুয়ে পড়েছিলো। সতেজ গুজব কেবল বাতাসের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো। মানুষ নানা ধরনের মুখরোচক কথায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো। তাদের আলোচনার বিষয় ছিলো বিভিন্ন সংখ্যা নিয়ে। লোকজন বলাবলি

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

করলো যে, সাম্প্রতিক লেক অনুযায়ী বলা যায় যে, পাথরগুলো নিচে নিচে থরে থরে সাজানো ছিলো। আর তার স্তর ছিলো পনেরো, তা ছিলো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কারো উপর নির্ভরশীল নয়। পাথরগুলোকে কেবল অন্তর্ভুক্ত করা হলো বিভিন্নভাবে। কিন্তু সমস্ত সারি, সারির নাম্বার ছিলো একশো চার অথবা তাই মনে হয়েছিলো। তখন অন্য পাশের পাথরের কথা উল্লেখ ছিলো। অন্য সারিগুলো ছিলো তার অর্ধেক। তবে সেগুলোকে অনিরাপদ মনে হয়েছে। লোকজন এ বিষয়ে খুব খুশিই হয়েছিলো। তারা আবু গ্যারিবে কাজ করেছিলো দশম অথবা ঊনবিংশ সারিতে অথবা ভুল দরোজোর কাজের কাছে, আর তারা সেখানে যথাযথভাবে পৌঁছেছিলো। (হায়! আমাদের সময়েই এটা খুব ভালো কাজ হয়েছে। আমাদের কর্মচারীগণ কোনো কাজ দেরিতে করে নি।) তখন তারা দ্রুত সহজে পালাতে গেলো। তাদের সারিতে তদন্তের জন্য যাওয়া হয়েছিলো আর তাদের মাথা ছিলো সিক্ত তোয়ালে দিয়ে আবৃত। তারা তাদের মনকে হারাবার ভয়ে ভীত ছিলো।

এর মধ্যে কাউকেই গ্রেফতার করা হয় নি। তা সত্ত্বেও কোনো ভালো লক্ষণ দেখা যায় নি। তারা কেবল চিন্তা করলো যে, এটা ছিলো অপরিবর্তিত যেখানে রাস্তা এবং পাথর বানানো হয়েছিলো। সবার আগে সুগন্ধি দোকানগুলো বন্ধ করে দেওয়া হলো। তারপর পর্যায়ক্রমে ট্যানারি, পানশালা এবং সরাইখানা বন্ধ করে দেওয়া হলো।[www.MurchOna.org]

'আমি দেখি মিশরকে। কিন্তু সকল মিশরীয় কোথায় গেলো। সকল দোষ গিয়ে পড়লো সুমেরীয় বিদেশ মন্ত্রীর ঘাড়ে। চিওপস কে নিয়ে ঘোড়াগুলো কেবল বহন করে নিয়ে গেলো। অভ্যর্থনা জানানো হলো তাকে।

পথিকেরা তাকে সব জানালো, তাকে তার প্রশ্নের উত্তর দিলো মদ্যপায়ীরা। অর্থাৎ যারা তার সাথে কথা বলতে আগ্রহী ছিলো।

'তুমি কি জানো মিশরীয়রা কোথায় গিয়েছে?' সে উত্তর দিলো অশ্রুসিক্ত এবং অলপক নয়নে দৃষ্টিপাত করে যে দিকে পানশালা ছিলো। 'আমার সর্বচিন্তার উপরে, যেখানে ছিলো তা। সেখানে তুমি যা করতে বা হতে চাও?'

সে মন্ত্রীর স্ত্রীর দিকে আনন্দে তাকালো এবং তাকে তার অন্তস্থলের আবেগময় উচ্ছ্বাস দিয়ে আচ্ছন্ন করলো। আবেগ দিয়ে তাকে ঘিরে রাখলো।

কেউই তদন্ত থেকে বাদ পড়লো না। যাকেই ধরা হলো তার কাছ থেকে আদায় করা হলো সত্যাসত্য ঘটনা। সে মুহূর্তেই কেবল এ ঘটনার সত্যতা বের করা সম্ভব ছিলো। তারা বেহেশতে থেকে তা উদ্ধার করলো। (চাকাটি ছিলো সন্দেহে পূর্ণ যা ব্যাবিলনের দূতকে বহন করেছিলো। আর যা বিষ সহ

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

সরবরাহ করেছিলো সেই হোরহমায়াকে) তারা সেই কবিতাকে নিয়ে ছিলো 'দ্য ওল্ড কোরি' যা লেখা হয়েছিলো নেবোনিনিফ কর্তৃক। তারা এটাকে রচনা করেছিলো অ্যামেন হারনেসিফ অনুসরণে। তারা দোষারোপ করেছিলো। তারা এ কবিতার বিরুদ্ধে কথা বলেছিলো।

তখন সমস্ত আলো যা ছড়িয়েছে চাঁদ
তুমি আবার স্মরণ করতে পারো তোমার যৌবনকালের দিনগুলো
যখন তুমি জন্ম দিয়েছো পিরামিডের।

কিন্তু তখনো এটাকে মনে হচ্ছিলো সুন্দর এবং বুদ্ধির বহিঃপ্রকাশ। এটা কেবল বুঝতে কষ্ট হচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো সুমেরীয় দূতের স্ত্রীর ছোট্ট পোশাকটির মতো যেখানে ব্যবহার করা হয়েছে প্যাপিরাস। আর তদন্তে দেওয়া হয়েছিলো দরিদ্র বোকার সেটকা। বিশেষভাবে চুলকে করা হয়েছিলো দোষারোপ যা একদিন পিরামিডকে নির্দেশ করবে। তারা একত্রে আবার প্রশ্ন করে বসবে 'সুতরাং আমরা তোমার চুলকে টেনে বের করে আনবো। তখন তুমি কোনো অস্বীকার করতে পারবে?' আর তখন তোমার মনের উত্তর হবে 'আমি কিছুই যুক্ত করবো না আমার বলার কিছুই নেই, নেই বিষয়ের কোনো কিছু। এটা কেবল জন্ম দিয়েছে দাঁড়ি, চোখ এবং দাঁত!"

নিজেই তার চোখ এবং দাঁতগুলো টেনে বের করলো যা তাকে বোকার মতো দেখালো। অথচ সে নিজেকে কোনো পরামর্শ দেয় নি।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পিরামিড এখন মমি চায়

যখন পিরামিড নির্মাণের সমাপ্তির ঘোষণাটা ছড়িয়ে পড়লো তখন পিরামিডের আশপাশে বসবাসকারি লোকজন এ খবর শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়লো। অধিকাংশ লোক তাদের হাতকে কানের উপর রাখলো।

'তুমি বলতে চাইছো তদন্ত তাহলে শেষ হয়েছে?'

'বুড়ো গাধা আমি তদন্তের কথা বলছি না, বলছি পিরামিড তৈরি শেষ হয়েছে।'

'ওহ! সেই পিরামিড!'

যদিও পিরামিডের মতো সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা নির্মাণ কাজের ভস্মগুলো এখনো তাদের পেছনে পড়ে আছে। তাদের কানের ভেতর পিরামিডকে নিয়ে তীব্র জিজ্ঞাসাবাদের শব্দগুলো এখনো হই চই করে বেড়াচ্ছে।

কোনো রকম ঝাকি বা প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই পিরামিড নির্মাণের কাজটা যেনো স্বপ্নের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলো।

সজ্জিত পাথরের খণ্ডগুলো পিরামিডের উত্তরের ঢালু জায়গার শীর্ষে স্থাপন করা হয়েছিলো। চারকোণা বাকি ঢালুগুলো ব্যাখ্যাতীতভাবে ফেলে রাখা হলো। আর সব শেষে এই শবদেহের স্মৃতিসৌধে পিরামিডের সর্বশেষ পাথরটিকে স্থাপন করা হলো।

সর্বশেষ এ পাথরটি ছিলো সকল পিরামিডের সকল পাথরের রাজা। মূল পাথর। এটাকে সাজানো হয়েছিলো স্বর্ণের পাতা দিয়ে। পাথরটা নতুন চাঁদের মতো ঝক মক করছিলো। যেনো আলোর বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছিলো এর ভেতর থেকে।

পরদিন সকালে নতুন শিশুর নাড়ি কাটার মতো শ্রমিকেরা কাঠের যে দোলনা দিয়ে সর্বশেষ সজ্জিত পাথরটিকে পিরামিডের উপর স্থাপন করেছিলো সেই দোলনটা পিরামিডের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। এভাবে মাটির সাথে পিরামিডের সর্বশেষ যন্ত্রপাতির সংযোগটা খুলে আনা হলো।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পিরামিডের অনেক ভেতরে যদিও বাইরের চেয়ে অনেক বেশি রহস্যময় আর ব্যাপক বিস্তৃতি কাজ হয়েছে কিন্তু তার পরেও কৌতূহলী লোকজন বাইরের দিকে চেয়ে থাকলো কী ঘটতে যাচ্ছে সেটা দেখার আশায়।

কালো গ্রানাইট পাথরের দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো। যাতে কেউ এর ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে।

ভুয়ো গমন পথ যেটা বাইরের লোকজন মনে করবে আসলেই সত্যিকারের পথ সেটাকেও সিল গালা করে দেওয়া হয়েছিলো। এই ভুয়ো গমন পথ দিয়ে কেউ ভেতরে ঢুকলে সে সোজা চলে যাবে মৃত্যুকূপে।

পিরামিডের ভেতরে যারা কাজ করছিলো তাদেরকে ডাকা হতো মৃতলোক বলে। ভেতরে কাজ করতে করতে তাদের ঘাড়ের পেশি কুঁচকে গিয়েছিলো। তারা অবশ্য সব সময় ভান করতো যে ভুয়ো গমন পথের বিষয়ে তারা কিছুই জানে না। কিন্তু এই ভুয়োপথটাই আসল পথ। কিন্তু এভাবে বিশ্বাস করতে করতে এক সময় তারা সত্য আর মিথ্যার ভেতর তালগোল পাকিয়ে ফেললো। তাদের বিচার বোধ শক্তি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলো। তারা অপলকে চেয়ে রইলো।

তারপর এক সময় তারা মুখে ধুলো বালি কাদা পানি মেখে তাদের কাজের সর্বশেষ দিনে পিরামিডের ভেতর থেকে বের হয়ে এলো। বের হয়ে তারা দেখতে পেলো বাইরে সৈন্যরা হাতে কুঠার আর অস্ত্র নিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তারা বুঝতে পারলো এখন তারা কী অসহায়। পিরামিডের ভেতরের কার্যক্রম নিয়ে শত পরিকল্পনা, শত চিন্তা-ভাবনা সব কিছুই আসলে ভুয়া। এগুলোর আসলে কোনো মূল্য নেই।

তারা আরো বুঝতে পারলো বিশ বছর আগেই তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করা হয়ে গিয়েছিলো, যখন প্রধান স্থপতি ও পিরামিডের নকশাকার এক সন্ধ্যায় একটি প্যাপিরাসের উপর পিরামিডের আকৃতি আঁকছিলো। পিরামিডের দৈর্ঘ্য, এর আনুভূমিক অংশ, পাথরের পরিমাণ, ওজন, অবস্থান, ভেতরের নিরাপত্তা, কারুকাজ, গোপন কুঠুরি, এ সব কিছুই নিয়ে যখন পরিকল্পনা চলছিলো তখনই এই শ্রমিকদের ভাগ্য নির্ধারণ করা হয়ে গিয়েছিলো। কারণ তখন সব কিছুর সাথে একটা চিহ্ন বার বার ব্যবহার করা হয়েছিলো। আর সেটা হলো মৃত্যু চিহ্ন।

এখন তাদের মৃত্যু ছাড়া পিরামিডের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, রহস্যময়তার গোপনীয়তা, নানা রকম কার্যক্রম এ সব কিছুই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পিরামিড তৈরির প্রথম পরিকল্পনার সময়ই তাদের মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছিলো।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

তারা অন্তত এতোটুকু আশা করছিলো যে, জল্লাদের কুড়োলের সামনে মাথা পেতে বসার আগে কমপক্ষে তারা আবার সেই গোপন কুঠুরিটিতে যদি একবার ঢুকতে পারত যেখানে কোনো এক সময় ফারাও-এর মৃতদেহ রাখা হবে।

প্রধান স্থপতি তার হাতের নির্দেশে কিছুক্ষণ মৃত্যু দণ্ডাদেশ স্থগিত রাখলেন। তিনি এগারো জনের পুরো দলটিকে একটা সারিতে দাঁড় করালেন।

আহ! বেচে থাকার সকল আশা শেষ হয়ে গেলো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রিয়তমার কথা স্মরণ করে কোনো একটা বার্তা পাঠাবার চেষ্টা করলো, অধিকাংশই চিৎকার করে বলে উঠলো, 'ফারাও দীর্ঘজীবী হোক।' তবে তাদের মধ্যে শুধু দু জন বললো, 'মৃত্যু একদিন ফারাওকেও গ্রাস করবে।'

খুব সকালে বন্দি দলটিকে নিয়ে কাপড় দিয়ে আচ্ছাদিত একটি গাড়ি অজানার উদ্দেশে বের হয়ে গেলো। দিনটি ছিলো খুব দীর্ঘ। যেনো কাটতেই চাচ্ছিলো না। তারা বসে বসে গান করার চেষ্টা করতে লাগলো। কেউ কেউ ভাবলো তারা হয়তো আসলেই গান গাইছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুরের বদলে তাদের কণ্ঠ দিয়ে বের হয়ে আসছিলো এক দুঃখী কান্নার স্বর। এ দুঃখ অনেক ভারী। অনেক বেদনার।

পিরামিডের উদ্বোধনী উপলক্ষে কোনো অফিসিয়াল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো না। তবে রাজধানীর অধিকাংশ বাসিন্দা আর অভিবাসীরা নতুন এই পিরামিডটা দেখতে এলো। বিদেশীরা পিরামিডের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ের নানা রকম শব্দ করলো। স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের কাঁধ ঝাঁকালো। একে অপরের দিকে তাকিয়ে চোখ পিট্ পিট্ করলো। তাদের দৃষ্টিতে কেবল বিস্ময়। www.banglabookpdf.blogspot.com

সত্যি কথা বলতে কি, আগের পিরামিডগুলোর তুলনায় তারা এখন যে পিরামিডের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এর তুলনাটা ছিলো বিস্ময়কর। এর দীর্ঘ আঙিনা, এক কোণা থেকে আরেক কোণার বিস্তৃত দৈর্ঘ্য, এর অতি উচ্চতা, পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে মনে হবে যে একটা মোমের পুতুল দাঁড়িয়ে আছে, সব কিছুই ছিলো বিস্ময়ে অবাক করে দেওয়ার মতো। মনে হতো যেনো এর ভেতরে কোনো রহস্য আর অপদেবতার শক্তি লুকিয়ে আছে।

তারা নতুন পিরামিডের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পিরামিডগুলো দেখে বুঝতে পারছিলো না যে কোনটি আসল পিরামিড আর কোনটা আসল পিরামিডের অপছায়া। তারা এটাও বোধগম্য করতে পারছিলো না যে কোনটা থেকে কোনটা উৎপন্ন হয়েছে। এক কথায়, এর আসল কোনটা?

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

যদিও অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করে যে, নতুন যেটা তৈরি হয়েছে সেটাই আসল পিরামিড। তবে তারা যখন পুনরায় পিরামিডগুলোর দিকে তাকায় তখন তাদের চোখে পানি চলে আসে। কারণ আসলে সবগুলোই ছিলো জমজ সন্তানের মতো দেখতে। এদের মধ্যে যদি একটাও অদৃশ্য হয়ে যায় তাহলে বাকিগুলো থাকলেও ঠিক বোঝা যাবে না কোনটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তবে সাধারণ জনগণের মাঝে যার সৌভাগ্য হয়েছিলো শুধু একবার পিরামিডের নমুনাটা দেখার। সেই আসল পিরামিডটাকে দেখে হতবাক হয়ে গেছে। তাদের কাছে মনে হয়েছে এ বস্তুটা আসলে কী? এর সাথে কি কোনো অশুভ যাদু বা শয়তানের শক্তি আছে। প্রথমে একে দেখা গিয়েছিলো এক রকম, এখন অন্যরকম, একবার মনে হয়েছিলো ধুলির মেঘ, আবার মনে হয়েছিলো ধোঁয়ার প্রাসাদ, আর এখন। উফ! বিশ্বাসই হচ্ছে না পিরামিডটা যে এমন হতে পারে। কে জানে ভবিষ্যতে এ পিরামিডটা আবার কোনো আকৃতি লাভ করে।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

দুঃখবোধ

সকলের মাঝে বিস্ময়। শংকা, আবেগ উৎকণ্ঠা। আশা, চেতনা, উৎসুক দৃষ্টি। লোকজন একটা বিষয় নিয়ে সব জায়গায় আলোচনা করছিলো।

সেটা হলো ফারাও চিওপসের মনে এখন কি হতে যাচ্ছে। সম্রাট খুব মনমরা হয়ে আছেন। অতীতে তার একবার কি দু বার এমন হয়েছে যে বড় কোনো অনুষ্ঠানের পরও তার মনের ভেতর কেমন একটা দুঃখবোধ কিংবা বিষণ্নভাব থাকতো।

কিন্তু এখন শুধু তিনি বিষণ্নই নন, মনে হচ্ছে তার মনের দুঃখটা সাহারা মরুভূমির চেয়েও বড়। আর সেই দুঃখের মরুভূমির প্রতিটি বালিকণা তাকে কষ্ট দিচ্ছে।

একটা দীর্ঘ সময় তিনি বোঝার ভান করলেন যে, প্রকৃতই তার রাষ্ট্রে কোনো কিছুই ঘটে নি। তবে শেষ পর্যন্ত তার ভাবনাটা আর স্থির থাকলো না। তিনি বুঝতে পারলেন এই পিরামিডই তার মনোকষ্টের একমাত্র কারণ।

এখন এই পিরামিডটা শেষ হয়েছে। আর এটা তাকে আকর্ষণও করছে। তিনি অনুভব করতে পারছেন এর থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় নেই।

এক রাতে তিনি ঘর্মাক্ত অবস্থায় ঘুম থেকে উঠে পড়লেন। চিৎকার করতে লাগলেন, 'পালাও! পালাও! কিন্তু তিনি কোথায় পালাবেন, কোথায় যাবেন। পিরামিডটা মতো উঁচু আর মতো লম্বা যে তাকে সব জায়গা থেকেই এটা ডাকতে থাকবে আর বলতে থাকবে, 'হেই চিওপস, তুমি কোথায় যাওয়ার চিন্তা করছো? ফিরে এসো।'

তিনি অনেক লোককে পিরামিড তৈরিতে দেরি হওয়ার কারণে শাস্তি দিয়েছিলেন। আবার অনেককে ঠিক উল্টো কারণে পিরামিড তৈরির কাজ খুব দ্রুত করার কারণে মৃত্যু দণ্ড দিয়েছেন। তারপর আবার দ্রুত কাজ করার কারণে শাস্তি দিয়েছেন। কখনো কখনো কোনো কারণ ছাড়াই শায়েস্তা করেছেন।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

যেদিন তার লোকেরা পিরামিড তৈরি সম্পন্ন হওয়ার ঘোষণা দিতে এলো সেদিন তিনি এতো অবাক হয়েছিলেন যে, কথা বলার কোনো ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তার এই অবাক করা নিশ্চুপ ভাব থেকে বার্তাবাহকরা বুঝতে পারছিলো না যে তারা এখন কী করবে।

তারা ভালো একটা কথা, কিংবা একটু উচ্ছ্বাস, অথবা কম করে হলেও বাদশার কাছ থেকে একটু ধন্যবাদের বাণী আশা করছিলো।

কিন্তু চিওপস একটা কথাও বললেন না। তার ঠোঁট দুটো বন্ধ করে মূর্তির মতো বসে রইলেন। তার চোখ দুটো ছিলো নিস্পলক। তার বরফের মতো ঠাণ্ডা মনোভাব দেখে বার্তাবাহকরা এতোই ভয় পেয়ে গিয়েছিলো যে, মনে হয় তারা মৃত্যুকূপের সামনে ঝুলে আছে।

কেউ সাহস করলো না ফারাওকে বলতে যে, তিনি পিরামিডটা দেখতে যাবেন কি না। তার মনের কথাটি কী?

এভাবেই একটু একটু করে প্রাসাদে রাতের পরে সকাল হলো। কিন্তু মনে হলো প্রাসাদে মৃত্যুর শোক বিরাজ করছে। কেউ আর দ্বিতীয় বার ফারাও এর সামনে পিরামিডের বিষয়ে কিছু বলার সাহস করলো না।

পিরামিডকে নিয়ে ফারাও চিওপসের বিপরীত সব অনুভূতি ম্লান হতে থাকলো। কখনো তিনি পিরামিডটার প্রতি অনেক ভালোবাসা আর আকর্ষণ অনুভব করতেন আবার কখনো তিনি ঘৃণা অনুভব করতেন। কখনো পিরামিডের জন্য তার প্রাসাদটাকে অসহ্য মনে হতো আবার কখনো পিরামিডটা অসহ্য মনে হতো।

মাঝে মাঝে তার কিছু দিন এমন হতবুদ্ধিকর পরিস্থিতিতে যেতো যে তার মনে হতো পিরামিডটা ক্ষণে ক্ষণে তাকে ডাকছে। তিনি অনেকবার তার ঘুমানোর জায়গা পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু তিনি যেখানেই যান না কেন এ ডাক থেকে মুক্তি পাচ্ছিলেন না। কেবল তাকে গ্রাস করছিলো।

এক জোছনা মাখা রাতে তিনি পর পর কয়েকটা রাত প্রধান রাজ যাদুকর ডেজডির সাথে কাটালেন। জড়ানো গলায় ডেজডি ফারাওকে প্রশান্ত করে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছিলেন। এছাড়া আর কী করা যায় তাও ভাবছিলেন।

তিনি ফারাওকে মানুষের দ্বৈতসত্ত্বার কথা বলছিলেন। তিনি বলছিলেন যে, প্রতিটি মানুষেরই দুটো সত্ত্বা আছে। তার ছায়া সেই দ্বিতীয় স্বত্ত্বারই একটি অংশ।

চিওপস আপ্রাণ চেষ্টা করছিলো ডেজডির প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে। কিন্তু তার মন শুধু ঘুড়ে বেড়াচ্ছিলো। হঠাৎ করেই কথার মাঝখানে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

সে চিৎকার করে বলে উঠলো, 'আমি নিজ হাতে আমার ধ্বংসের প্রস্তুতি করেছি।'

ফারাও-এর এই বক্তব্যে যাদুকর ডিজডিকে তেমন বিচলিত বলে মনে হলো না।

তিনি বললেন, 'আমি মনে করি আমরা এই যে বেঁচে আছি এটা কেবল মারা যাওয়ারই প্রস্তুতি মাত্র। আমরা মূলত যতো তাড়াহুড়ো করবো বেঁচে থাকার জন্য ততো দ্রুত আমরা মৃত্যুর দিকে ধাবিত হবো। আপনি যদি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমাধি ক্ষেত্রটা বানিয়ে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে যে এই পৃথিবীতে আপনার নামটা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার প্রয়োজন আছে। পৃথিবীর আর কোনো সমাধিক্ষেত্র আপনার জন্য উপযুক্ত না।'

'কিন্তু আমি খুব মনোকষ্টের মাঝে আছি।' চিওপস বললো।

যাদুকর খুব দীর্ঘ একটা শ্বাস নিলো। তারপর সে নিজের মনের ভেতরের গোপন দুঃখের কথাগুলো স্বীকার করে বলতে থাকলো।

'দেখুন এই আমি, আমি কিন্তু আমার জীবনের কোনো কিছুই ভুলি নি। এমন কি আমি এখনো আমার মায়ের গর্ভে থাকাকালীন সময়ে যে অন্ধকারে ছিলাম তার কথা মনে করতে পারি। আমার দুঃখ একমাত্র আমিই বুঝি। এই বিষয়ে আমি কাউকেই বিশ্বাস করি না। তোমার দুঃখ সেটা আরেক ভুবনের। সেটা এক নক্ষত্রের কষ্ট।'

'আর কোনো দুখের বিষয়ে আমার জানতে ইচ্ছে হয় না।' ফারাও কথার মাঝখানে বাঁধা দিয়ে বললো। 'আমি এখন নক্ষত্রকেও ছাড়িয়ে যেতে শুরু করেছি।'

'ঠিক আছে, সেটা খুবই ভালো কথা।' যাদুকর বললো, 'এখন তুমি মুক্ত যা ইচ্ছে তুমি করতে পারো।'

চিওপস বিরক্তিতে তার হাতের আঙুলের গিটগুলো একবার মটকালো।

আবার কথা বলা শুরু করলো। কিন্তু কী বিষয়ে কথা বলছিলো সেটা মোটেও পরিষ্কার ছিলো না। অস্থিরভাবে হাঁটাহাঁটি করতে করতে হঠাৎ করেই সে খুব ভয়ঙ্কর একটা প্রশ্ন করে বসলো।

'আচ্ছা আমরা কি পিরামিডের ভেতর অন্য কারো শবদেহ রেখে এটার সাথে প্রতারণা করতে পারি না?'

তার প্রশ্ন শুনে ভয়ে প্রধান যাদুকর ডিজডির মুখ সাদা হয়ে গেলো। সে তার চোখ দুটি আরো বড় করে ফারাও-এর দিকে তাকালো।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কিন্তু ফারাও তার অবস্থানে শান্ত ছিলো। সে অনেক ভেবে-চিন্তে এ প্রশ্নটা করেছে। তিনি একটার সম্ভাবনার কথা ভাবছিলেন। সেটা হলো তার শত্রুরা কি কখনো পিরামিডের ভেতর থেকে তার মৃত দেহটা সরিয়ে সেখানে অন্য কারো মৃত দেহ রাখতে পারে?

ফারাও প্রশ্নটা করে এমন শান্ত মেঘ চোখে ডিজডির দিকে তাকিয়ে থাকলো যে ডিজডির মনে হচ্ছে এখনই তাকে গলা টিপে মেরে ফেলবে।

ফারাও ভবিষ্যতে মমি করা মৃতদেহটা পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে কিনা সেই বিষয়টা নিশ্চিত হতে চাইছিলো। সে জন্য সে বারবার প্রশ্ন করছিলো যে পিরামিডের সাথে কোনোভাবে প্রতারণা করা যায় কি না। এ কাজটা কেউ করতে পারবে কি না।

কিন্তু ফারাও যতোবারই এই প্রশ্ন করছে ততোবারই যাদুকর ডেজডি ভাবছে যে সম্রাট হয়তো পরিকল্পনা করছে পিরামিডের ভেতর সম্রাটের নিজের শবদেহের পরিবর্তে অন্য কারো মৃত দেহ রাখার। এ জন্য বারবার তিনি এই এক বিষয়ই জিজ্ঞেস করছেন।

যাদুকর এক দৃষ্টিতে চিওপসের দিকে তাকিয়ে নিজের উদ্বেগটুকু লুকানোর চেষ্টা করছিলেন। তারপর গভীর একটা শ্বাস টেনে বললেন, 'মাননীয় সম্রাট পিরামিড নিয়ে তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আমাদের হাতে এখনো অনেক সময় আছে। আমরা অপেক্ষা করতে পারি।'

ফারাও তার কপালটাকে একটু ঝাকালো। কপাল বেয়ে ঠাণ্ডা ঘাম ঝরে পড়লো। তিনি চিন্তা সাগরে সাঁতার কাটছেন।

তারপর সে বললো, 'না। আমার প্রিয় যাদুকর অপেক্ষা করার মতো সময় আমাদের হাতে নেই।'

শেষ পর্যন্ত ফারাও-এর মানসিক অস্থিরতা আর দৈন্যতার বিষয়টা গোপন রাখা হলো। মাঝে মাঝে তার অবস্থা এমন খারাপ হয় যে তিনি সবার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেন। আবার কখনো কখনো কোনো রাতগুলোতে ফারাও তার স্মৃতি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেন। তিনি সব কিছু ভুলে যান। বিশেষ করে যে রাতগুলোতে তিনি যাদুকর ও পণ্ডিত ব্যক্তি ডেজডির সাথে অতিবাহিত করেন।

চিওপস ঘোষণা করলো যে, সে বেঁচে থাকতেই পিরামিড দেখে আসতে চায়। এর ভেতরটা দেখতে চায়।

সুপণ্ডিত ডেজডি আপ্রাণ চেষ্টা করলেন চিওপসকে বোঝাতে তিনি যেনো পিরামিডের ভেতর না যান। কাজটা খুব সহজ ছিলো না সম্রাটকে বোঝানো। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। এক রাতে মাত্র একজন দেহরক্ষী নিয়ে যাদুকর

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পণ্ডিত ডেজডি ফারাও কে সাথে নিয়ে পিরামিড দেখতে গেলেন। সেই সাথে তিনি উদ্বিগ্নও ছিলেন।

রাতটা ছিলো খুব নীরব। পিরামিডের ঢাল বেয়ে চাঁদের আলো দুধের স্রোতের মতো উপর থেকে নিচে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছিলো। চাঁদের সেই আলোতে সমস্ত মরুভূমি জুড়ে বিচিত্র এক দৃশ্য তৈরি হয়েছে।

চিওপস ঠাণ্ডা মেঘের মতো নিস্প্রাণ চোখে চুপচাপ পিরামিডের দিকে পলকহীনভাবে তাকিয়ে থাকলো। তারপর এক সময় বিড়বিড় করে যাদুকরকে বললো, 'আমার মনে হচ্ছে সে আমাকে চায়।'

পরবর্তী দিনগুলো চিওপসের জন্য আরো খারাপ গেলো। সে আরো গভীর উৎকণ্ঠা আর বিভ্রান্তিতে সময় কাটাতে থাকলো। মাঝে মাঝে সে তার মাথার উপর দিয়ে হাতটা এমন ভাবে নাড়াতো যে মনে হতো সে নিজেই নিজের সাথে কোনো একটা কিছুর হিসাব মেলাচ্ছে। নিজেকে জিজ্ঞেস করছে কেনো সে কিছুই করতে পারে নি।

তার আশপাশে যারা থাকতো তারা কিছুতেই ফারাও-এর কথা-বার্তার কোনো কিছুই বুঝতে পারতো না। কেবল শুনতো আর শুনতো।

ফারাও মারা গেলো পিরামিড তৈরি শেষ হওয়ার ঠিক তিন বছর পর।

সে মারা যাওয়ার ষাট দিন পর যখন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান শেষ হলো তখন তার মমিকৃত শরীরটাকে একটা পাথরের খাটিয়াতে বহন করে বের করে নিয়ে আসা হলো। প্রাসাদের বাইরে প্রায় লক্ষাধিক মানুষ অপেক্ষা করছিলো ফারাও এর দেহটাকে পিরামিডের ভেতর রাখার সর্বশেষ আনুষ্ঠানিকতাটুকু দেখার জন্য।

পিরামিডটা এখন মমিকৃত শবদেহটা গ্রহণ করলো। তার সমস্ত অর্জন আর চাহিদা এখন সম্পূর্ণ হলো। অনেক দুর্ভাগ্যের জীবন, অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা, অনেক ধৈর্যে আর শ্রমের পর এটা এখন আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। বিজয়, উদ্ধত বেশে। সূর্যের আলোতে এর চূড়াটা চক চক করছে। ঝলমলে আলো তার রশ্মি ছড়াচ্ছে।

জনতার বিশাল একটা অংশ পিরামিডের গোড়ায় দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে এর দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের চোখে মুখে অনেক দুঃখ বেদনা হতাশার স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত। বিশেষ করে সেই সমস্ত পরিবারের লোকজন যাদের পরিবার থেকে একজন একজন করে পিরামিড তৈরির কাজে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। এ সমস্ত পরিবারের লোকজন আজ পিরামিডের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সেই সময়কার দুঃখ-ভারাক্রান্ত স্মৃতির কথা মনে করার

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

চেষ্টা করছে যখন তাদেরকে পরিবার থেকে বলপূর্বক পিরামিড তৈরির কাজে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো কিংবা অমান্যকারীকে জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিলো নির্বাসনে। তারা আরো ভাবছিলো যে, নির্বাসনে পাঠিয়ে কী পরিমাণ অত্যাচার আর নির্যাতন করা হয়েছিলো তাদের উপর। আজ পিরামিডটা কতো উঁচুতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। পিরামিডটা যতো উঁচুতে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে তাদের স্মৃতিগুলো ততো দূরে সরে যাচ্ছে। তারা এখন অনেক দূরে হয়তো কোনো নাম না জানা মরুভূমিতে পড়ে আছে বালির নিচে যেখান থেকে তারা আর কখনো ফিরে আসবে না।

এক শীতের সকালে নতুন ফারাও ডিডোফরি তার নিকটের মন্ত্রিপরিষদ আর পরমার্শক সভার কাছে নিজের জন্য নতুন আরেকটি পিরামিড তৈরির সংকল্প ব্যাক্ত করলো। সেখানে চিওপসের আরেক ছেলে ছেফরান এবং তার একমাত্র মেয়ে হেনসেনও উপস্থিত ছিলো যে দীর্ঘ দিন তার মন্দ স্বভাবের কারণে প্রাসাদের ভেতর পা রাখার অনুমতি পায় নি। এটাই ছিলো তার বড় অপরাধ।

সকলেই বেশ দুঃশ্চিন্তার সাথে নতুন ফারাও এর এই ঘোষণাটা শুনলো। সম্রাট অবশ্য পিরামিডটার উচ্চতা, দৈর্ঘ্য, ঢালু কেমন হবে কী রকম হওয়া উচিৎ, তিনি কেমনটা চান এই বিষয়ে তেমন কিছুই উল্লেখ করেন নি। উপস্থিত সভাসদবর্গ বুঝতে পারছিলেন না ব্যাপারটা ভালো হচ্ছে না কি মন্দ হচ্ছে।

সেই আলোচনায় ফারাও এর একমাত্র মেয়ে হেন্টছেন অন্যান্য সবার আচরণে তার বিরক্তির ভাবটুকু গোপন করতে পারলেন না। পরে অবশ্য লোকজন বলাবলি করতে লাগল যে হেন্টছেন তার বাবার মতো নিজের জন্য একটা পিরামিড তৈরি করতে চায়। বাজারে একটা গুজব ছড়িয়ে পড়েছিলো যে হেন্টছেন তার প্রেমিকদের কাছে পিরামিড তৈরির জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পাথর দাবী করছিলো। লোকজন তখন এই ভেবে অবাক হচ্ছিলো যে পিরামিড তৈরিতে কী পরিমাণ পাথর দরকার আর রাজকুমারীর কতো সংখ্যক প্রেমিক রয়েছে। তারা যোগ বিয়োগ করতে উঠেপড়ে লাগলো।

মানুষের মুখে মুখে এ নিয়ে আরো নানা ধরনের কথা চালু ছিলো। তারা এ পিরামিডটাকে বলতো স্ত্রী পিরামিড। কেউ কেউ বলতো হেন্টছেনের ছায়ামূর্তি। হেন্টছেন অবশ্য এ সমস্ত মন্তব্য কানে তুলতো না। সে হাত দিয়ে বাতাস তাড়াবার মতো এই সমস্ত কথা-বার্তা উড়িয়ে দিতো। তাদের কথা বার্তায় সে তেমন বিরক্ত হতো না। বরং উল্টো তার একটা মন্তব্যে সে পুরো মিশর জুড়ে আরো খ্যাতি পেয়ে গেলো।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

সে বলেছিলো, 'মিশরের মেয়েরা যখন কামশীতলতায় ভুগছে তখন আমার ভালোবাসা তাদের প্রতি। হতে পারে এ পিরামিড প্রমাণ করবে যে আমি মিথ্যা দম্ভ করছি না।'

নতুন ফারাও যখন তার বক্তৃতা প্রায় শেষ করে আনছিলো তখন তার ছোট ভাই ছেফরান ভেতরে ভেতরে ঈর্ষায় জ্বলছিলো। সে মনে মনে বলছিলো, আহ! আমার সময়টা আসতে দাও। একবার আসতে দাও, দেখ আমি কি করি।'

তারপর একদিন সেও যখন ফারাও পদে অধিষ্ঠিত হলো তখন সেই দিনের ভাবনাটা তার মনের ভেতর কেমন এক ধরনের বিষণ্ন ভাব তৈরি করলো। কেন জানি তার চোখ ভিজে উঠলো। যেদিন তার নিজের পিরামিড তৈরি করা শেষ হলো তখন লোকজন দেখলো কী এক আচানক বস্তু সে তৈরি করেছে। আর সে পিরামিডের ভেতর আবিষ্কার করলো এক অদ্ভুত চুলের স্ফিংস বা সিংহ মূর্তি। সে মূর্তিটাকে ভক্তি করে পুজো করলো। তার মাথার অদ্ভুত দর্শনের চুল দেখে বন্ধুরা জিজ্ঞেস করলো তুমি এই রকম চুল কেন রেখেছো?

সে বন্ধুদের কথা শুনে রহস্যময় ভাবে মুচকি হাসি দিলো।

পরবর্তীতে সে নিজেও পিরামিডের মূল ভূমিতে সামনে বিশাল এক মূর্তি স্থাপন করলো যার মুখ মণ্ডলটা সিংহের মতো। অবিকল সিংহের অবয়ব।

পরিব্রাজকরা এর সামনে এসে জিজ্ঞেস করতো, 'তুমি কি সেফরান?' 'তুমি কীভাবে ফারাও হলে?' 'ডিজেফুর সাথে তুমি কী করেছিলে?'

কিন্তু আমরা তো জানি এই সিংহ মূর্তিটা কখনোই কোনো উত্তর দিবে না।

সে উত্তর দিতে পারে না।

তার উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা নেই।

সে কেবলই পাথর।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

অপবিত্রতার স্পর্শে

প্রাচীন লিপিগুলোতে বলা হয় যে, পিরামিড রাতে যখন চাঁদ অস্ত যায় তখন স্বর্গবাসীদের সাথে তার যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। রহস্যময় সব আলো তখন পিরামিডের ভেতর দিয়ে একেবারে মাটির গভীরে যেখানে কালো পাথরগুলো মাটি, কাদার সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে সেখানে গিয়ে মেশে। সে রহস্যময় স্বর্গীয় রশ্মি পিরামিডের ভেতর রাখা মৃতদেহের কংকালের ভেতরও গিয়ে পড়ে। কয়েক মুহূর্তের জন্য তখন মৃতদেহের চোখের কটরের ভেতর যেনো প্রাণ ফুটে ওঠে, এক খুব উজ্জ্বল আলো তখন দেখা যায় সেই মৃত দু চোখের ভেতর।

পিরামিডের মৃতদেহগুলো এখন পাশাপাশি পরস্পরে শুয়ে আছে যেভাবে একদিন তারা পৃথিবীর রাজত্বে পাশাপাশি বেঁচে ছিলো। তখন তারা কেবলই জীবিত ছিলো।

চিওপসের পিরামিড, আর এর পাশেই আরেকটা পিরামিড যেটা প্রথমটার চেয়ে অনেক ছোট এই দুটো পিরামিডই এক সাথে তৈরি করা হয়েছিলো চিওপসের জন্য। সেফরোনের পিরামিড, এর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে বিশাল সিংহ মূর্তির স্ফিনিংস। তার পরেই আছে স্ত্রী পিরামিড। এর পরে ডিডোফিরির অসম্পূর্ণ পিরামিডটা দাঁড়িয়ে আছে। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। অনড়।

স্ত্রী পিরামিডটাই প্রথম মরুভূমির দস্যুদের দিয়ে আক্রান্ত হয়, পরে ধ্বংস হয়। সেটা ছিলো গ্রীষ্মের এক গরম স্যাঁতস্যাঁতে রাত। বাইরে দস্যুদল তাদের হাতে শাবল, কোদালসহ আরো নানা ধরনের অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত ছিলো। শাবল হাতে নিয়ে তারা পিরামিডের বাইরে উত্তেজনায় কাঁপছিলো। কারণ, ইতোপূর্বে তারা এই ধরনের স্মৃতিসৌধের ভেতর ঢুকে চুরি করার চেষ্টা করে নি। এটাই তাদের প্রথম। বেশ কয়েকটা রাত ধরে তারা পিরামিডগুলোর আশেপাশে ঘুর ঘুর করলো। বিক্ষিপ্তভাবে দেখলো সবকিছু এগুলোকে পর্যবেক্ষণ করলো।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কোন্ পিরামিডটা দিয়ে তাদের চুরি করার কাজটা শুরু করা যায় সেটা নিয়ে ভাবতে লাগলো। কারণ পিরামিডগুলোর সবগুলো গোপন পথ পুরোপুরি ধ্বংস করে এর ভেতরে ঢোকা খুব সহজ কাজ বলে মনে হচ্ছিলো না। প্রাথমিকভাবে তারা স্ত্রী পিরামিড এবং ডেডেফেরির অসম্পূর্ণ পিরামিডটা নিয়েই একটু ইতস্তত করছিলো। তারা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। (সম্ভাব্য কারণ হলো, তারা পাথরের একটি ভালো অংশ নিয়েছিলো। এখানে ছিলো পাল্লাফোসের কন্যা। তারা এখানে কিছু নিতে চেয়েছিলো।

নানা রকম সুবিধা অসুবিধা লাভ লোকসান বিপদের কথা চিন্তা করে কোন পিরামিডটা দিয়ে তাদের কাজের শুরু করা যায় সেটা নিয়ে তারা দীর্ঘক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করলো। অবশেষে তারা সিদ্ধান্ত নিলো যে স্ত্রী পিরামিডটাকে ধ্বংস করার মধ্য দিয়েই তারা তাদের কাজের শুরু করবে। আর যেহেতু তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো যে তারা সব সময় মেয়েদের অসম্মান করতে পছন্দ করতো, এবং মেয়েদেরকে ভোগ্য পণ্য হিসেবে ব্যবহার করতো তাই স্ত্রী পিরামিড দিয়ে তাদের ধ্বংস কার্যক্রম শুরু করাটাই ছিলো স্বাভাবিক।

আর তাই তারা সিদ্ধান্ত নিতে দীর্ঘ সময় ব্যয় করলো। তারা তাদের ভেতর থেকে তাদেরকে বাছাই করতে পারলো না। তারা এর সুবিধা-অসুবিধাগুলো খুঁজে দেখলো। তারপর তারা সিদ্ধান্ত নিলো স্ত্রী পিরামিডের প্রতি। তারা তুরনার দৃষ্টিতে দুটো পিরামিডের দিকে তাকালো। তারা দুটি নারীকে সেবক হিসেবে পেতে আক্রমণ করে তাদের অভিযুক্ত করলো। তাদের মনে হলো তারা কোনো সাধারণ ও স্বাভাবিক নারী।

বিষয়টা তারা যতোটা কঠিন ভেবেছিলো তার চেয়ে অনেক সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে পিরামিডের ভেতর মূল গ্যালারিতে তারা ঢুকে পড়লো। সামনে যতো জঞ্জাল আর আবর্জনা ছিলো এগুলো দূর করতে তাদের তেমন বেগ পেতে হলো না। সকাল থাকতেই পিরামিডের মূল যে কুঠুরি যেখানে পাথরে নির্মিত খাটিয়ার ভেতর মমি করা শবদেহ রাখা হয়েছিলো তার কাছাকাছি পৌঁছে গেলো।

তারা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। ফলে তাদেরকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো। রাত যখন গভীর হয়ে গেলো তখন দলের সবচেয়ে বয়স্ক নেতা ব্রনজিজো বিশাল ভারি দরজাটা সরানোর চেষ্টা করলো। এই নামের কারণ সে ছিল সবার অগ্রজ। কিন্তু কালো এই পাথরের দরজাটা এতোই মজবুত ছিলো যে সেটাকে এক চুলও নড়ানো গেলো না।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

'তোমরা এক সাথে এগোও।' সে তার পুরো দলটাকে একত্রে ধাক্কা দিতে দিতে বললো।

ধাক্কাধাক্কি করতে করতে এক সময় তারা বিশাল দরজাটা খুলে হুড়মুড়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো। ব্রনজিজো প্রথম উঠে দাঁড়ালো। তারা পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে, লণ্ঠনের অলো অন্ধকারে স্বর্ণালংকার এর উপর পড়লে সেটাকে সত্যিকার ঔজ্জ্বল্যের চেয়ে আরো বেশি চকচকে দেখায়। তাই তারা হাতের লণ্ঠনের আলো কমিয়ে দিলো। ব্রনজিজো তার হাত দিয়ে আশপাশের সমস্ত সম্পদ অলঙ্কার একত্রিত করলো। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে কিড়মিড়িয়ে বলতে থাকলো, 'অভিশপ্ত বেশ্যা।'

সব কিছু গুছিয়ে নেবার পর সে পাথরের তৈরি শবদেহ রাখার পাথরের তৈরি কফিনের পাশে দাঁড়ালো। সবাই দেখলো যে ব্রনজিজো তার হাতের শাবলটা দিয়ে পাথরের কফিনের ফাটা অংশে চাপ দিয়ে খুলতে চেষ্টা করলো।

মমিটা যে ঘরে রাখা হয়েছিলো সে ঘরের সমস্ত অলঙ্কার যখন তারা চামড়ার বেগের ভেতর ঢুকিয়ে নিলো তখন তারা ভাবছিলো যে পাথরের কফিনের ভেতর নিশ্চই আরো মহামূল্যবান স্বর্ণালংকার জমা করে রাখা হয়েছে। কিন্তু কফিনের মমিটাকে তখন সৌন্দর্যের দিক থেকে খুবই কৃষকায় লাগছিলো।

'লণ্ঠনটা এভাবে নাড়াচাড়া করো না।' তুধালি চিৎকার করে লণ্ঠনবাহককে বললো। কারণ এভাবে বাতিটা নাড়াচড়ার কারণে সে মমির চেহারাটা ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছিলো না। কেমন যেনো তার কাছে আবছা মনে হচ্ছিলো।

একজন গোরদস্যু হিসেবে সে আগে থেকেই জানতো যে একবার যদি কফিনটাকে খোলা হয় তাহলে হয়তো মমির চোখের তীব্রতায় সামনের সবকিছুই জ্বলে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। যদিও এমন পরিস্থিতিতে সে এখন পর্যন্ত পড়ে নি। কিন্তু এমন একটা বিশ্বাস তার সব সময় ছিলো।

তারা সবাই যখন দেয়াল স্পর্শ করতে করতে অন্য কোনো দরোজা খুঁজে বের করার জন্য হাতড়ে বেড়াচ্ছিলো তখন সবাই দেখলো যে এক চোখ কানা লোকটা খোলা কফিনের উপর ঝুঁকে কিছু একটা দেখার চেষ্টা করছে।

'হেই তুমি এটার উপর ঝুঁকে পড়ে কী করছো?' ব্রনজিজো জিজ্ঞেস করলো।

এক চক্ষু লোকটা তখন তার একমাত্র চোখটা পিট পিট করে উঠলো।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

'আমি মমি করা এই রাজকুমারীর শরীরের কাপড়ের প্যাঁচ খুলে ওর ভেতরের সৌন্দর্য দেখতে চাচ্ছি। ও কেমন ছিলো দেখতে এটা ভেবে আমি সব সময়ই তন্ময় হয়ে যেতাম।'

'এটা একটা বেশ্যার শরীর ছাড়া আর কিছুই না'। ব্রনজিজো এক পাশে ঘুরতে ঘুরতে বললো। 'তোমার এখন উচিৎ এই সমস্ত আজেবাজে কাজ ফেলে আরেকটা দরজা খুজে পেতে আমাদেরকে দরকার মতো সাহায্য করা।'

'আরে তুমি আবারো কী করছ?' তুধালি প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলো। সে দেখতে পেল এক চোখ কানাটা সত্যি সত্যি মমির পেচানো কাপড়গুলো খোলার চেষ্টা করছে।

'দেখো ওর চেহারাটা কেমন আস্তে আস্তে কালো হয়ে যাচ্ছে।'

আমি ভাবতে পারছিনা কীভাবে সে রাজমাতা হতে পারে।

'স্বর্গের দোহাই এটাকে ফেলে এখন আমাদের সাথে চলো।' তুধালি বললো।

সে বেশ ভয়ে ভয়ে জড়াজড়ি করে তার অন্যান্য সাথীদের সাথে দাঁড়িয়ে রইলো। কিন্তু এক চক্ষু লোকটা হাতে প্রায় নিঃশেষিত একটা মশাল দিয়ে দেয়ালের মাঝে বিভিন্ন ধরনের চিত্র আর আঁকি ঝুঁকিগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়তে চেষ্টা করছিলো। অনেকগুলো শব্দকে মনে হলো অস্পষ্ট।

'কি এক আকর্ষণীয় বেশ্যা মেয়ে ছিলো সে।' ব্রনজিজো তার হাতের ছুরি দিয়ে দেয়ালের চিত্রগুলো স্পর্শ করে বললো। দেখতে পেলো দুটি অর্ধপিরামিড।

তারা সবাই যখন পাশেই বিপরীত আরেকটা ঘরে ঢুকলো তখন সেখানে তার দুটো হিরোগিফসের লাইন দেখতে পেলো। দেখতে পেলো দুটি অর্ধপিরামিড।

'এখানে কী লেখা হয়েছে?' ব্রনজিজো জিজ্ঞেস করলো। কারণ সে পড়তে পারে না।

তুধালি চিত্রগুলোর কাছাকাছি গিয়ে মন্ত্রপাঠের মতো অর্থ উদঘাটন করতে করতে বললো, 'হুম.ম. এই বুড়ো এক চোখের শয়তানটাই ঠিক।'

'জারজের বাচ্চা তুমি আগে এটা আমাকে পড়ে শোনাও। হেয়ালি পরেও করতে পারবে।' তারপরেও তা করো।

'হি হিহি'। আরেকজন হাসতে লাগলো। তারপর বললো, কালক্ষেপণ না করে 'এখানে খুব নোংরা কথা লেখা আছে। লেখা আছে ফারাও এর মেয়ে পুরুষদের ভোগের বিষয়ে খুব কুরুচিপূর্ণ ছিলো।'

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

'শালী সত্যিকারই একটা বেশ্যা ছিলো।' ব্রনজিজো মন্তব্য করলো। তারপর সবাইকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে বললো, 'অনেক হয়েছে। এখান থেকে বের হয়ে অন্য কোথাও যেতে হবে। আমরা দীর্ঘক্ষণ ধরে এই জায়গাটায় আবদ্ধ আছি।'

তারা যখন বের হয়ে আসছিলো তখন তুধালি দেখলো এক চক্ষু বুড়োটা একটা কফিনের উপর ঝুকে কী যেনো করছে। তাকে বেশ অসুস্থ মনে হচ্ছিলো। কেমন যেনো রোগাটে। দুর্বল। আর বিমর্ষ।

'কী হয়েছে তোমার?' তুধালি জিজ্ঞেস করলো।

'বুঝতে পারছি না। আমার খুব খারাপ লাগছে।'

'তোমরা সবাই দ্রুত এখান থেকে বের হয়ে এসো।' ব্রনজিজো নির্দেশ দিলো।

আমাদের হয়তো এখানে কোনো ভুল হয়েছে।

'তোমরা হয়তো জানো মমির শরীর থেকে বের হওয়া গন্ধ মানুষকে বিভ্রান্ত করে দেয়, আচ্ছন্ন করে ফেলে।'

'যেভাবেই হোক এখান থেকে বের হয়ে আসো।'

'ঠিক বলেছো! সবাই যার যার যন্ত্রপাতি নিয়ে উঠে পড়ো।'

অনেকক্ষণ ধরে পিরামিডের গ্যালারিতে তাদের পায়ের শব্দগুলো প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো।

তারা যদিও শপথ করেছিলো যে তারা কখনো আর পিরামিডের ভেতর প্রবেশ করবে না। কিন্তু দু টা ঋতু পার হওয়ার পর তারা উপলব্ধি করতে পারলো যে, তারা পিরামিড ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছে না। বাঘ যেমন একবার মানুষের রক্ত মাংসের স্বাদ পেলে দিশেহারা হয়ে পড়ে তারাও পিরামিডের ভেতর সেই মমিগুলোর কাছে যাওয়ার জন্য উতলা হয়ে পড়লো। এবার তারা মাটি খোরার শাবল, অন্যান্য যন্ত্রপাতিসহ শরীরে এবং মুখে বিশেষ ধরনের মুখোশ পরে তাদের ত্বকে বিশেষ ধরনের তৈলাক্ত জিনিস মেখে পাথরের কফিনে রাখা মমির কাছে গেলো। যেনো মমি থেকে কোনো রাসায়নিক কিছু বের হয়ে তাদের ক্ষতি করতে না পারে।

স্ত্রী পিরামিডটাকে পুরোপুরি নষ্ট আর অপবিত্র করার খবরটা তখনো আবিষ্কৃত হয় নি। যার ফলে তারা খুব বেশি তাড়াহুড়ো করছিলো না।

যখন তারা চিন্তা করলো যে, ডিডোফিরির পিরামিডটা নিয়ে কারো তেমন কোনো আগ্রহ নেই কারণ পিরামিডটা দীর্ঘদিন অসম্পূর্ণ আর অযত্নে পড়ে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

আছে তখন পিরামিডের ভেতরের সম্পদ চুরির বিষয়ে তাদের আত্মবিশ্বাস আরো অনেক গুণ বেড়ে গেলো।

তাদের বাবা, তার বাবা তার বাবা এভাবে চৌদ্দপুরুষ ধরে তারা চুরি ডাকাতি আর কবরখুঁড়ে তার সম্পদ হস্তগত করার পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। রাজনীতিতে তারা কখনো মনোযোগ দেয় নি। কেবল তাই নয়, এ ব্যাপারে তাদের কোনো আগ্রহও ছিলো না। খুব বেশি হলে কখনো কখনো তারা সরাইখানায় কফি খেতে খেতে রাজকীয় কিছু বিষয়ে এমনিতেই খোশগল্পে মেতে উঠতো। এর বেশি কিছু না। মাঝে মাঝে তারা এর তার কাছ থেকে শুনতে পেতো যে এই ফারাও ডিডোফিরি ছিলো ফারাওদের মাঝে সবচেয়ে সম্মানিত। যদিও তারা সবাই এখন সম্মানিত পিরামিডগুলোর ভেতর মমি হয়ে শুয়ে আছে। এই যে সবচেয়ে সম্মানিত ফারাও কী আছে তার এখন, শুধু শরীরের ভস্ম ছাড়া।

মহাকালের এই পরিবর্তনের ঢেউ এই ডাকাত দলকে স্পর্শ করে না। এই বিষয়গুলো তাদের কাছে কেবল হাস্যকর মনে হয়।

এক মিচমিচে আঁধার কালো রাতে মরুভূমির দস্যুদল পিরামিডের গোড়ায় আবার একত্রিত হলো। তারা সময় নষ্ট না করে পাথর উঠিয়ে পিরামিডের ভেতর ঢোকার গোপন পথটা বের করতে থাকলো। এবার কাজটা করতে তাদের বেশ কষ্ট হচ্ছিলো। গোপন পথ বের করতে গিয়ে তাদের অনেকগুলো পাথর সরাতে হয়েছিলো।

অবশেষে তারা যখন ভেতরে ঢোকার সিঁড়ির পথটা খুঁজে পেয়েছে ততোক্ষণে সকাল হয়ে গেছে। ভেতরে ঢোকার পর এখন তাদের সবচেয়ে কঠিন কাজটা করতে হচ্ছিলো। তারা মমিগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে মমির কফিন খোলার আগে তাদের মুখগুলো বিশেষ ওষুধ মিশ্রিত সেই কাপড় দিয়ে ঢেকে নিলো। শুধু তাদের চোখ দুটো খোলা রাখলো। তারা একে অপরের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করলো।

তারপর সবাই যখন মমির কফিনের চারপাশে নানা রকম ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা স্বর্ণালংকার গোছানোর কাজে ব্যস্ত ছিলো তখন এক চক্ষু ডাকাতটি একটা খোলা কফিনের উপর ঝুকে পড়ে কি যেনো দেখছিলো। ডাকাত দল নেতা ব্রোনজিজো প্রথম বিষয়টা লক্ষ্য করলেন। 'হেই তুমি আবার এখন এই মমিটার উপর উঠে কী করছো?' সে বললো।

'এদিকে এসে দেখে যাও।' এক চক্ষু বললো।

তারা সবাই কাছে এসে দেখলো এক চক্ষু হাত দিয়ে মমির মুখ থেকে সুতো দিয়ে পেচানো কাপড় খুলতে শুরু করেছে।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

তুধালি আর মশাল হাতে যে লোকটা ছিলো তারা ঘৃণায় মুখ কুচকে ফেললো।

'দেখ, শুধু এই চিহ্নটার দিকে তাকাও।' এক চক্ষু ফিসফিস করে বললো। 'তুমি দেখতে পাবে এ লোকটাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে।'

'হিম-ম-ম।' ব্রনজিজো বললো। 'তুমি ঠিকই বলেছো। এর গলাটা মুরগির গলার মতো পেচিয়ে রাখা হয়েছে।'

'কী? তুমি কী বললে?' মশাল হাতের লোকটা ঔৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলো। তার চোখে কেবল জানার বিস্ময়।

'আমরা কী নিয়ে কথা বলছি?' তুধালি প্রতি উত্তরে বললো। 'একজন ফারাওকে এখানে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে।'

ব্রনজিজো এবার মেঘশীতল চোখে সবার দিকে তাকিয়ে বললো, 'কেন এখন, আমরা শুধু দস্যু ছাড়া আর কিছুই না। এটা অনেক উঁচু রাজনৈতিক বিষয়। এটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা আমাদের কাজ নয়। ঠিক আছে। হেই তুমি।' সে এক চক্ষুকে সম্বোধন করে বললো, 'এটা তোমারও কাজ নয় যে তুমি বসে বসে ফারাও এর গলা পরীক্ষা করবে। তোমাকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে যাবে না। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' এক চক্ষু বললো। 'তোমাকে আর চিৎকার করতে হবে না। তুমিতো চিৎকার করে পিরামিড ভেঙে ফেলবে।'

'আমি ওখানে যদি যেতে চাই তাহলে অবশ্যই চিৎকার করে কথা বলব। তোমাকে একটা বিষয় বুঝতে হবে যে আশপাশে অনেক সৈন্য আর সরকারি লোকজন রয়েছে। তারা যদি আমাদের পায় তাহলে কুচি কুচি করে কাটবে। আর একটা বিষয় রাজনীতি নিয়ে আমার সাথে কোনো কথাবার্তা বা আলোচনা চলবে না। তুমি রাজনীতির কি পরিণতি ইতোপূর্বে দেখেছো। আমি কি বিষয়টা পরিষ্কার করতে পেরেছি?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমরা এখন তোমার কথা স্পষ্ট বুঝতে পারছি।' এক চক্ষু বললো।

তারা যখন বের হয়ে এলো তখন ঘন অন্ধকার হয়ে গেছে। আকাশে নক্ষত্ররাজি ঝিকিমিকি করে জ্বলতে লাগলো। তারা তাদের মুখোশগুলো পিরামিডের ভেতর রেখে সারি বেঁধে বের হয়ে আসছিলো। বাইরে খুব ঠাণ্ডা ছিলো। তুধালি যে পায়ের ছাপ ফেলে হাঁটার মধ্যে দক্ষ ছিলো সে হাঁটতে হাঁটতে তার অন্যান্য সাথীদের পায়ের চিহ্নগুলো মুছে ফেলছিলো।

সে ইতোপূর্বে যে কথাগুলো শুনলো তা কিছুতেই ভুলতে পারছিলো না।

'ফারাওকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে।' সে বিড় বিড় করে বলছিলো।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

দিনের শুরুতে তারা আবার সেফরানের পিরামিডের ভেতর ঢুকলো। সিংহ মূর্তিটি তখনো অন্ধকারের চাঁদর গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে ছিলো। দিনের নিভু নিভু আলোতে শুধু এর কেশরাশিগুলো ঝিক ঝিক করছিলো। সে দৃশ্য ছিলো সত্য অদ্ভুদ।

দস্যুদলটি খুব দ্রুত পা চালিয়ে সিংহমূর্তিটি অতিক্রম করছিলো। তারা কিছুতেই সিংহমূর্তিটির স্থির দৃষ্টির দিকে তাকাতে চাচ্ছিলো না। কারণ লোকেরা বলে স্ফিনিংস নাকি মানুষের চেতনাকে আচ্ছাদিত করে ফেলে।

এক চক্ষু লোকটা তখন সবার পেছনে হেঁটে হেঁটে আসছিলো। তার মনে হচ্ছিলো যে, মাথার ভেতরটা ফেটে যাচ্ছে। সে মমির ঘার উল্টানো দৃশ্যটা কিছুতেই মাথা থেকে সরিয়ে রাখতে পারছিলো না। এগুলো নিশ্চই আবার তার ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন হয়ে আসবে। বার বার মনের অজান্তে ভেসে উঠবে।

সে শেষবারের মতো আবার স্ফিনিংসের দিকে চোখ তুলে তাকালো। সকালের সূর্যটা এখন এর চোখের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। তাদের শূন্য চোখগুলো তাকে কেমন অসাড় করে দিচ্ছে। এ প্রথম সে এ রকম কোনো অনুভূতির সামনে পড়লো।

তার ইচ্ছে করলো চিৎকার করে বলতে, 'স্ফিনিংস তুমি আমার ভাইদের সাথে কী করেছো? তুমি তাকে কীভাবে হত্যা করেছো?'

কিন্তু তার কণ্ঠের স্বর বুকের ভেতর জমাট বেঁধে রইলো। সে কিছু বলতে পারলো না। নিশ্চুপ, অসহায়ের মতো কেবল নিজের অজান্তে প্রশ্নের বাণ ছুঁড়লো।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কাউন্টার পিরামিড

প্রথম আক্রমণটা আসল ডিসেম্বরের এক পড়ন্ত দুপুরে।
আকাশের অজানা উত্তর প্রান্ত থেকে নেমে এলো এক আলোর ঝলক। কারণটা কেউ বুঝতে পারলো না। একেবারে সর্বশেষ মুহূর্তে বজ্রটি দুভাগে বিভক্ত হয়ে মরুভূমিতে ছড়িয়ে পড়লো। তারা যেনো সত্যিকারে পরাজয় বরণ করেছিলো।

স্বর্গবাসীর সাথে পিরামিডের গভীর একটা সন্ধি রয়েছে এটা ভেবে অনেকেই প্রগাঢ় আনন্দ অনুভব করলো। অথচ একটা ব্যাপারে কেউ সতর্ক ছিলো না যে স্বর্গবাসীরা যা করতে পারে নি পিরামিডের সাথে মর্ত্যবাসীরা ইতোমধ্যে সেটা করে ফেলেছে। তারা পিরামিডের অভ্যন্তরে ঢুকে গোয়েন্দাগিরি করেছে এবং যা পেয়েছে চুরি করে নিয়ে গেছে। পিরামিডের ভেতরের অনেক কিছু এখন তাদের হাতে।

পিরামিডের ভেতর ডাকাতি হয়েছিলো বেশ কয়েক বছর আগে। খুব সাবধানে চুরির সকল নিদর্শন চিহ্নসমূহ মুছে ফেলা হয়েছিলো। ফলে প্রাথমিকভাবে কেউ তেমন কোনো চিহ্ন খুঁজে পায় নি। হতে পারে সত্য কখনোই প্রকাশিত হবে না। এমন কি এ নিয়ে লেখকদের কিছু লেখার আশাও করা যাবে না। তারা কোনো কিছু এ ব্যাপারে ভাববে না। তাদের সে অধিকার নেই।

ঠিক এ সময়ে একদল সুপণ্ডিত লেখক এই অভিযোগে গ্রেফতার হলো যে তারা বেশ কিছু নিষিদ্ধ ঐতিহাসিক বিষয় এবং প্রাসাদের আভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে নাক গলানোর চেষ্টা করছে। এ নিয়ে গবেষণা করছে লেখালেখি করছে। সবাই ধারণা করলো এই অপরাধে হয়তো তারা কোনো বিচারের সম্মুখীন হবে। তাদের সাজা হবে।

তাদেরকে ধরে আনা হলো। তারা ইতিহাসের অনেক কথা জানে। আর তাই তাদের বিশেষ বিচারের ব্যবস্থা করা হলো। তারা চালাকি ও কৌশলেও পারদর্শী। তারা সমাজের উঁচু শ্রেণির অনেক মানুষের অনেক কিছু জানে। এ বিষয়ে তাদের ধারণা রয়েছে।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

খুব বাজে একটা সময়ে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বজ্রপাতের মতো একটা খবর ছড়িয়ে পড়লো যে ঐতিহাসিক বিষয়গুলো এখন আর কোনো রাজকীয় বা বুদ্ধিদীপ্তিক বিষয় নয়। এখন এ বিষয়গুলোও চুরি হচ্ছে। মানুষ এ বিষয়ে নাক গলাচ্ছে।

লোকজন এই প্রথমবারের মতো শুনতে পেলো যে মমির শরীরের পেচানো কাপড়গুলো খোলা হয়েছে এবং এটাকে অপবিত্র করা হয়েছে। শয়তানের পিরামিডের ভেতর ঢুকে এর মমিগুলোকে অশুচি করেছে।

সবাই বড় কোনো ধরনের পাপের ফলে বিপর্যয়ের শঙ্কায় ভুগছিলো। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুকেই চুরি করা হলো।

সত্যিকার অর্থে অনেকেই পুরো বিষয়টা বিশ্বাসই করতে পারছিলো না। তাহলে মিশরীয় ঐতিহাসিকরা সত্যি সত্যি শাবল, খুন্তা, কোদাল নিয়ে তাদের কৌতূহল দমানোর জন্য মরুভূমির গভীরে পিরামিডের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। এটাও কি সম্ভব! তবে আস্তে আস্তে ধোয়াটে এই পুরো ঘটনাটা পরিষ্কার হতে শুরু করলো। পিরামিডের অভ্যন্তরে কোনো চুরি হয়েছে কিনা এ বিষয়টা তদন্ত করতে গিয়ে গোয়েন্দা দল আবিষ্কার করলো যে পিরামিডের ভেতরে শুধু গোপন পথগুলোই খোলা হয় নি বরং এর অভ্যন্তরে পাথরের যে কফিনটা ছিলো সেটাকেও উন্মুক্ত করা হয়েছে। তারা দস্যুদের ব্যবহৃত নানা রকম মুখোশের অস্তিত্বও খুঁজে পেলো।

তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, দস্যুদল মমিগুলো যেখানে ছিলো সেখানেই রেখে গেছে। মমিও যে দস্যুদের লক্ষ্য বস্তু হতে পারে এ বিষয়টা চিন্তা করে লোকজন ভয়ে শিহরিত হয়ে উঠছিলো। কেউ ঠিক মতো বলতে পারলো না আসলে ডাকাত দল মমিগুলোকে নিয়ে কী করতে চেয়েছিলো।

কেউ কেউ ধারণা করলো তারা মমিগুলো বর্বরদের মতো পুড়িয়ে ফেলতে চাইছিলো। আবার কেউ ধারণা করলো দস্যুদল মমিগুলোকে উত্তরের দূর দেশে নিয়ে এগুলো নিলামে উঠিয়ে বিক্রি করার ষড়যন্ত্র করেছিলো।

সব কিছু ছাপিয়ে মানুষের কৌতূহল এখন কবে এ ষড়যন্ত্রের মূল উদঘাটন করা হবে। কবে সেটা আলোর মুখ দেখবে।

গোয়েন্দা কর্মকর্তারা মানুষের মুখে মুখে যে সব গুজব ছড়িয়ে পড়ছিলো তা নিয়ে কিছুটা উদ্বেগের মাঝে ছিলো। বিশেষ করে এ প্রাসাদের আভ্যন্তরীণ গোপন রহস্যের ব্যাপারটা হয়তো মানুষের কাছে ফাঁস হয়ে যেতে পারে। একটা বিষয় নিয়ে তারা চিন্তা করছিলো যে কীভাবে প্রথম ফারাওদের মমি নিয়ে আর পিরামিডের আভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে এরকম একটা খবর কীভাবে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

ছড়িয়ে পড়লো। যদিও বিষয়টা খুব স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়েছিলো। তাদের মিশন ছিলো নিরাপত্তা আর গোপনীয়তার মাঝেই।

গোপন নিরাপত্তাবাহিনীর লোকেরা একদল পণ্ডিত লেখক ঐতিহাসিকের কাছ থেকে কিছু তথ্য প্রমাণাদি সংগ্রহ করলো যেখানে রাষ্ট্রের নতুন গোপন ইতিহাসের বিষয়ে অদ্ভুত কিছু ধারণা দেওয়া আছে। যেখানে পিরামিড বিষয়ে অজানা সব কথা লেখা আছে। রাষ্ট্রের ইতিহাস নিয়ে তাদের এ ধ্যান ধারণা কর্তৃপক্ষের চিন্তা ভাবনার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলো। যদিও মূল প্রাসাদে বিষয়টাকে জানানো হয়েছিলো কিন্তু কেউ তেমন একটা গুরুত্ব দেয় নি। যার ফলে সব কিছু কেমন ভাসা ভাসা রয়ে গেলো। কিন্তু এর পরেও বিশেষ গাছের পাতায় লিখিত অনেকগুলো চিঠিতে ফারাও মেকিরিনোসকে নতুন এ বিপদ নিয়ে সর্তক করা হয়েছিলো। চিঠিগুলো পরিমাণে অনেক বেশি ছিলো যে সুমেরিয়ানদের মতো যদি এগুলোকে পাথর খণ্ডে লেখা হতো তাহলে অনেকগুলো মহিষের গাড়ি লাগতো এ চিঠিগুলোকে বহন করার জন্য।

বিষয়টা ফারাও মেকেরিনোসের কাছে পৌঁছার পর সবাই একটু নড়ে চড়ে বসলো। কারা এই ঐতিহাসিক যারা পিরামিড আর রাষ্ট্রের ইতিহাস নিয়ে ফারাওদের মৃত্যু খবর আর তাদের মমি নিয়ে অদ্ভুত সব রটনা আর ইতিহাস লিখে চলছে। তাদের পরিচয়টা কী? তারা কারা?

গোয়েন্দাদের একটা দল সমস্ত খোঁজ খবর সংগ্রহ করে অবশেষে এক সকালে সন্দেহভাজন ঐতিহাসিকদের গ্রেফতার করলো।

তাই আর দেরি করা হলো না। তাদের গ্রেফতার করেই সরাসরি তথ্যানুসন্ধানের কাজে কর্তৃপক্ষ নেমে পড়লো। গোয়েন্দা সংস্থা তরুণ এই ঐতিহাসিকদের প্রথম যে বিষয়টা উদ্ধার করতে চাইলো সেটা হলো তারা কোত্থেকে প্রথম রাজপ্রাসাদের এবং রাষ্ট্রের এই আভ্যন্তরীণ ইতিহাস সংগ্রহ করেছে।

অনেক রকমের ভয়াবহ শাস্তি দেওয়ার পর তারা স্বীকার করলো যে তারা পিরামিড আর ফারাও-এর মমির বিষয়ে অতি গোপন খবরগুলো সর্বপ্রথম পেয়েছে একদল দস্যুদের কাছ থেকে। এ দস্যুদল পিরামিডের ভেতর গুপ্ত সম্পদ চুরি করতে গিয়েছিলো। তাদের সাথে কথা বলার পরই তারা নতুন এই তথ্যগুলো পায়। কিন্তু তদন্তকারী কর্মকর্তা তাদেরকে আরো বিস্তারিত জিজ্ঞেস করলে তারা অপারগতা প্রকাশ করে। তখন তাদের উপর নেমে আসে আরো কঠিন এবং ভয়াবহ শাস্তি। এক সময় তারা একজন ডাকাতের নাম স্বীকার করে যে পিরামিডের অভ্যন্তরে ফারাও-এর মমি খুলে দেখেছিলো এবং ফারাও

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

এর গলার মধ্যে আঘাত জনিত কারণে মৃত্যুর চিহ্ন দেখেছিলো। সে ডাকাতের নাম হলো আবদেল গোরনা। যাকে সবাই এক চক্ষু বলে চেনে। কারণ তার একটা চোখ অনেক আগে থেকেই নষ্ট ছিলো। তাকে যখন গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো তখন সে কিছুতেই স্বীকার করছিলো না। একবার সে বললো যে, ফারাও ডিডাফুরির মমির গলায় সে আঘাতের চিহ্ন দেখেছে স্বপ্নে। কিন্তু অবশেষে সে বাধ্য হলো সব কিছু স্বীকার করতে।

তাকে সাথে করে নিয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তারা পিরামিডের ভেতর চলে গেলো। তারা সেখানে দস্যুদের ব্যবহৃত বিশেষ রাসায়নিক মুখোশের চিহ্ন দেখতে পেলো। তারা আরো দেখতে পেলো যে পাথরের তৈরি মমি রাখার কফিনের ডালাটার মুখ খোলা। তারা যখন আরো নিবিড়ভাবে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করা শুরু করলো তখন হঠাৎ করেই জরুরিভাবে প্রাসাদের প্রধান বার্তাবাহক সম্রাটের কাছ থেকে নির্দেশ নিয়ে এলো যে তদন্তের আর দরকার নেই। এই তদন্ত নিষ্প্রয়োজনীয়।

এর পরই ঘটে গেলো আচানক ঘটনা। রহস্যের নতুন এক পর্দা উন্মোচিত হলো। অধিকাংশ সময় দেখা যায় সত্যকে যতোই চাপা দিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয় সেটা এক সময় ঠিকই বের হয়ে আসে। ঐতিহাসিকদের ধ্যান-ধারণায় চিন্তায়-চেতনায় যে বিষয়টা ঘুরপাক খায় সেটা হয়ে ওঠে সর্বসাধারণের মনের কথা। তদন্ত কমিটি ঐতিহাসিকদের দলিলপত্র আর দস্যুদের জিজ্ঞাসাবাদ থেকে আরো নানা রকম তথ্য খুঁজে পেলো। তারা দেখলো যে ফারাও এর মমির গলায় শ্বাসরোধের চিহ্ন, শরীরে ছুরির আঘাতের চিহ্ন। তারা ফারাও রাজত্বের রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরের রাজনীতির নতুন এক পর্দা সবার সামনে খুলে দিলো। তাদের এ সমস্ত তদন্তের ফলাফল থেকে যদি কোনো ইতিহাস গ্রন্থ লেখা হয় তাহলে তার নাম হবে *'মমিদের দিয়ে সঠিক ইতিহাসের উন্মোচন*, অথবা, সাধারণভাবে *মমির ইতিহাস, কিংবা নতুন ইতিহাস।*

এ ঘটনার পর বাতাসে কেমন একটা চাপা আর অশুভ ভাব ভেসে বেড়াচ্ছিলো। অপরাধি সেই ঐতিহাসিকগণ আর এক চক্ষু ডাকাত এল্ গোরনা মারা গেছে অনেক দিন হয়। কিন্তু তারা যে বিষয়টার উদ্ভব ঘটিয়ে দিয়েছিলো তার আলোচনা চলছিলো দীর্ঘ দিন। তুমি ইতোপূর্বে তার পিরামিড আর মমি নিয়ে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের বিষয়ের এ আলোচনার মতো অন্য কোনো আলোচনা পাবে না যেটা মতো বেশি জায়গায় পুনরাবৃত্তি হয়েছে যে এর আগে আর অন্য কিছুই সে রকম হয় নি।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

রাতের বেলা লোকেরা এখানে সেখানে বিভিন্ন জনের সাথে বচসা করে বেড়ায়। গল্প গুজব করে। পিরামিড নিয়ে নানা মুখরোচক বাণী ছড়িয়ে দেয়। এ সব কিছুই হয়েছিলো সেই ডাকাতি, আর পিরামিডের কারণে। পিরামিডের সাথে মিশরের ভবিষ্যৎ, এর খ্যাতি সুখ্যাতি, পিরামিডের অভিশাপ ইত্যকার নানা বিষয় নিয়ে লোকজন তর্ক-বির্তক করতো। ঘুরে ফিরে আসতো পিরামিডের কথা।

'বোঝার চেষ্টা করো।' লোকজন বলাবলি করতো যারা সব সময় রাষ্ট্রের পক্ষে কথা বলতে অভ্যস্ত ছিলো। 'পিরামিড নিয়ে কেউ সন্দেহ পোষণ করতে পারে এটাও কি সম্ভব? এ পিরামিড হলো মিশরের প্রাণ। এর জন্যই মিশর আজকে এ অবস্থানে আসছে। পিরামিড ছাড়া মিশরকে কখনোই মিশর বলে ডাকা সম্ভব ছিলো না।'

যারা পিরামিডকে নিয়ে সন্দেহ করতো প্রতিউত্তরে তারা বলতো যে পিরামিডের অনেক আগেই মিশরের গোড়া পত্তন হয়েছে। তোমার কি মনে হয় এই যে গ্রিক, ব্যাবিলন, ট্রোজেন এদেরকি উন্নতির জন্য পিরামিডের দরকার পড়েছে?' পিরামিড কী করেছে এদের জন্য?

'সাবধান, আস্তে কথা বলো। তুমি প্রিয় মাতৃভূমিকে দুষ্ট রাষ্ট্রগুলোর সাথে তুলনা করছো। তোমার উচিৎ এ ধরনের কথা বলার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।'

শুধু তাই না, সময় যতো গড়াতে লাগলো পিরামিড নিয়ে ততোই মানুষের সংশয় সন্দেহ বাড়তে লাগলো। কেউ কেউ এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে শুরু করলো। কেউ কেউ অলিক সব কল্পনা আর ভাবনা জুড়ে দিতে শুরু করলো পিরামিডকে নিয়ে। কারো কারো মতে, এটা একদিন বাতাসে মিলিয়ে যাবে, কেউ বলে পিরামিড থেকে অদ্ভুত সব দৃশ্য আর আকার আকৃতি বের হয়ে আসছে যা ইতোপূর্বে দেখা যায় নি। বিষয়টা শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়ালো যে মানুষ সকালে ঘুম থেকে উঠে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে দেখে পিরামিডগুলোর কী অবস্থা। আসলেই সেগুলো আছে কিনা। না কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেছে।

পিরামিড নিয়ে সবাই এতোবেশি চিন্তা করতে শুরু করলো যে এক সময় তারা বলা শুরু করলো, পিরামিড ছাড়া কি মিশরের অস্তিত্ব টিকে থাকবে। নাকি শেষ হয়ে যাবে। ইতিহাস রচিত হবে এর।

লোকজন পিরামিড বলতো ঠিকই কিন্তু তারা মূলত এ পিরামিড বলে ফারাওদের বোঝাতে চাইতো। তারা সরাসরি লাগামহীনভাবে এক সময় ফারাওদের রাজত্বকে দোষারোপ করা শুরু করলো। বিশেষ করে বর্তমান যে

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

ফারাও তার সময়টাকে নয় বরং ফারাও চিওপসের রাজত্বকালীন সময়টাকে নিন্দা করতে থাকলো যখন সবচেয়ে বড় পিরামিডটা তৈরি হয়েছিলো। সে সময়।

চিওপসের সময়কালে তার রাজত্ব আর *চিওপসের শাসন ব্যবস্থা* নিয়ে নতুন করে তাকে আবার মূল্যায়ন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ছিলো। লোকজন লোকজন তাই বলাবলি করতো যে এটা হয়তো হচ্ছিলো পররাষ্ট্র কূটনীতিকদের প্রভাবের কারণে কিংবা ফারাও চিওপসের পিরামিডটা ছিলো সবচেয়ে বড় এবং দীর্ঘ, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যার ফলে তার প্রতি ঈর্ষাবশতও এমনটা ঘটতে পারে। তবে ঘটনা যাই হোক চিওপসকে বাদ দিয়ে লোকজন এখন তার স্মৃতিস্তম্ভ পিরামিড নিয়ে নানা রকম কথা-বার্তা চালাচালি করছিলো। সে কথার কোনো কূলকিনারা ছিলো না।

মিশরের এ মাথা থেকে ঐ মাথা পর্যন্ত নানা রকমের গুঞ্জনে একটা নৈরাজ্য তৈরি হচ্ছিলো। পিরামিড নিয়ে অতীতের বেদনাতুর স্মৃতিকথা, নানা রকম দুঃখ কষ্টের কাহিনী বলতে বলতে মানুষ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ছিলো। তারা কষ্ট অনুভব করছিলো।

'তারা যখন পিরামিডটা তৈরি করছিলো আমি তখন একেবারেই বিবস্ত্র নিঃস্ব। আমি আমার এই দুই খোলা হাতে তাদের সাথে কাজে লেগে পড়লাম। আমি আঠারো নাম্বার স্তরে দুই হাজার আটশো পাথর ওঠা-নামার কাজ করেছিলাম।' www.banglabookpdf.blogspot.com

আরেকজন তার অভিজ্ঞতার কথায় বললো যে, তারা ঊনপঞ্চাশ নম্বর স্তরে কি অমানুষিক পরিশ্রম করে কাজ করেছে।

মেম্ফিস শহরের মাঝামাঝি জায়গায় একটি পানশালায় এক কবি বসে বসে চিওপসের বিরুদ্ধে একটা কবিতা লিখলো। তার নাম আমেন হেরোনেম, বয়সের ভারে সে ক্লান্ত। চোখের পাতা অশ্রুশিক্ত। সে পানশালায় বসে তার কবিতা আবৃত্তি করতে থাকলো :

আমি দেখলাম একটা বাজ পাখিকে ডানা মেলে উড়ছে আকাশে
ঘুরে ঘুরে সে কাঁদছে, আর অশ্রুপাত করছে।

'আমি যখন ভেবেছিলোম আমাকেও যেতে হবে পিরামিড তৈরিতে তখন এটা ভেবে আমি প্রায় পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। কী হবে আমার স্ত্রী সন্তানদের। তুমি কি অন্যান্যদের দেখেছিলে কীভাবে তারা তখন মাথা নত করে রেখেছিলো। বিশেষ করে নিবোনেফকে!'

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পানশালার এই ভীড়ের মধ্যে একজন শ্রোতা যে মনে করার চেষ্টা করছিলো যে নিবোনেফকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিলো কারণ এই কবি আমেনহেরোনেম তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ তুলেছিলো। এখন সে এই পাগল মতিভ্রম কবিকে আবার সেই কথাটা মনে করিয়ে দিতে চাইলো। কিন্তু কেমন একটা সংশয় তাকে পেয়ে বসলো। কিছুক্ষণ পর সে আবার শুনতে পেল কবির লাইনগুলো, *একটি বাজ পাখি ডানা মেলে'...*

তখন সে নিজের মনকে বোঝাতে লাগল এই বলে যে কুকুরে কুকুরের মাংস খায়, তাতে আমার কী?'

একই রকম দৃশ্য প্রায় প্রতিটি পানশালায় আর রাস্তার মোড়ে মোড়ে দেখা যাচ্ছিলো। যে লোকগুলো চিওপসের সময় ঘোষণা করেছিলো যে আমরা নির্দোষ আর আমরা ফারাও এর প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ত তারাই আজ বলছে, আমরা অত্যাচারিত, আমরা পিরামিডের পতন চাই।'

অনেক দূর প্রদেশ থেকে আগত লোকেরা তথ্য দিতে থাকলো যে কোনো পাথরখাদ থেকে পিরামিডের জন্য পাথর আনা হয়েছিলো আবার কোথায় পিরামিডের ঠিক কোন জায়গাটায় তাদের প্রিয় লোকগুলো কাজ করতে গিয়ে হারিয়ে গেছে।

ধর্মীয় পুরোহিতদের কাছে রক্ষিত দলিলপত্রগুলো যেনো বারবার চিৎকার করে বলছিলো, 'আমরা চাই জাতীয় বিষয়গুলো যেনো গোপন না থেকে প্রকাশিত হয়।'

যার ফলে সবাই আবার প্রতিশোধ নেবার জন্য একই সময়ে প্রস্তুতি নিতে থাকলো।

এ পিরামিডের জন্য আমাদের অনেক দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছে। আমরা এর থেকে কখনো বের হতে পারব না।' একটা বুড়ো হাত উচিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো।

লোকজন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলো, পিরামিড তৈরি নিয়ে অনেকে তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা, দুঃসহ স্মৃতি নিয়ে কথা বলতে বলতে বুক চাপড়ে এগোতে লাগলো। অনেকে পানশালা থেকে মদ্যমাতাল হয়ে গান গাইতে লাগলো,

তুমি যখন বিকিয়ে দিলে আমাকে সাত নম্বর সারিতে
তোমার হৃদয় নিশ্চই তখন আনন্দে নাচছিলো
তুমি বুড়ো বেশ্যা।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

এ সব খবরগুলোই ফারাও মেকেরিনিউসের কাছে পৌঁছাচ্ছিলো। মানুষের দাবী ক্রমশই খারাপ একটা পরিণতির দিকে এগুচ্ছে। গোয়েন্দারা এখানে সেখানে কান পেতে সবার কথা শুনে বিভিন্ন রকমের পদক্ষেপ নিচ্ছিলো। কিন্তু তাতে পরিস্থিতির এক চুলও উন্নতি হলো না।

এক সকালে এক ব্যক্তি ফারাও এর কাছে ছুটে আসলো। সে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা স্বপ্ন দেখেছে। সে দেখেছে ফারাও চিওপসের পিরামিডটা বরফে ঢেকে যাচ্ছে।

এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার কেউ সাহস করলো না। কারণ সকলেই বরফকে ভয় পায়। ফারাও মেকেরিনিউস বিষয়টা নিয়ে নিজেও চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

এটা পরিষ্কার হচ্ছিলো যে পিরামিড অন্য জগতের সাথে সম্পর্ক করছে। এটা বরফকে আচ্ছাদিত করেছে ভয়ের সাথে। এটা কেবল এখানে সেখানে ভ্রমণ করে ফিরছে। আর এটা খুবই দীর্ঘ সময়।

তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না এই স্বপ্নটা কি সুলক্ষণ না কুলক্ষণ।

For Download More Bangla E-Books Please Visit-

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

একটি ছলচাতুরি, একটি অপকৌশল

প্রত্যেকটি ঝড় প্রতিটি কাল তার নিজের প্রজন্মকে নিজের মতো করেই স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য দিয়ে সুবিন্যস্ত করে সাজাতে চেষ্টা করে। তবে বাইরের একজন দর্শনার্থীর কাছে বিষয়টা অন্য রকম হতে পারে। তার দৃষ্টিতে সে সব কিছুই দেখবে অন্য রকম।

যেমন বলা হয় মিশরের সেই ফারাও প্রজন্মটি একটার থেকে আরেকটা মোটেও পৃথক কিছু ছিলো না। যেমন মরুভূমির বালিগুলো একে অপরের সাথে জড়িয়ে থাকে। তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকে না।

পিরামিডের অপরিবর্তনীয় নেতৃত্বের ভেতর দিয়ে কতো নেতৃত্ব এলো আর চলে গেলো। পিরামিডের এ সমস্ত ধারক বাহকরা যেনো সমস্ত উপকথা আর কাহিনী তাদের অবদান রেখে গিয়েছিলো সেটাই ছিলো মানুষের জন্য একটা সম্পদ স্বরূপ।

আর পিরামিডকে নিয়ে মানুষের এ আবেগ চক্রাকারে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাড়তে থাকে। ঘুরতে থাকে। যদিও ফারাও চিওপসের পিরামিডের পর অনেক তর্ক-বিতর্ক অনেক নিন্দা প্রশংসার ঘটনা ঘটেছে। পিরামিড তৈরি নিয়ে আরো নানা রকম পরিকল্পনা হয়েছে। কতো কৌশল আর অপচেষ্টার দানা বেঁধেছে।

কিন্তু এই পিরামিড নিয়ে একদিন ঘটে গেলো একটা অনাকাঙ্খিত ঘটনা।

সময় ছিলো ১৪ ফেব্রুয়ারি। শীর্ণবস্ত্র পরিহিত অবস্থায় উসকো খুসকো চুলের এক লোক মরুভূমিতে ঘুরতে লাগল অনেক দিন ধরে।

পিরামিডগুলোর চারপাশে তার কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে সে কী যেনো খুঁজতে থাকলো।

পিরামিড নিয়ে যে সমস্ত রাজ ঐতিহাসিকরা নানা রকম তথ্য এবং ইতিহাস লিখছিলো, বিভিন্ন ধরনের তদন্ত করছিলো তারা কিছুতেই বুঝতে পারছিলো না এ রহস্যময় লোকটা আসলে কে ছিলো। তার আসল চেহারা কী?

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

সে কি ঐ সমস্ত ভবঘুরেদের মতো কেউ ছিলো যারা শুধু শুধুই মরুভূমিতে পাগলের মতো ঘুড়ে বেড়ায় নাকি তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিলো। নাকি সে কোনো আশ্রম থেকে উঠে আসা ক্ষেপাটে কোনো জ্যোতির্বিজ্ঞানী নাকি গণিতবিদ।

এ রহস্যময় লোকটা পিরামিডের চারপাশে ঘোরাঘুরি করছিলো আর কি যেনো খোঁজার চেষ্টা করছিলো। মাঝে মাঝে পাথরের স্তরগুলোকে খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে বালির উপর বসে বালিতে কী যেনো জ্যামিতিক সব আঁকিবুকি করতো। অংক করতো। কিছু একটা হিসেব নিকেশ করে কী যেনো বের করার চেষ্টা করছিলো সে। কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে উচ্চ স্বরে হাসতো। সে হাসিতে রহস্য আর প্রশ্ন শোভা পেতো।

কেউ তার কাজকর্মের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিলো না। মাঝে সে পিরামিডের চারপাশে মরুভূমির বালুগুলো হাতে নিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দিতো।

তার বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ আনা হলো যে, সে এই পিরামিডগুলোকে ধ্বংস করার ফন্দি আঁটছে, তখন সে এই অভিযোগ এক বাক্যে অস্বীকার করলো। সে প্রতিউত্তরে বললো যে, এই পিরামিডগুলো ধ্বংস করার কোনো ইচ্ছে তার নেই। সে শুধু চায় পিরামিডগুলোকে কবর দেওয়া হোক। এটি যেনো এভাবে না থাকে।

কারণ এইগুলোকে এখন কবর দেওয়ার সময় হয়ে গেছে।

'তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো না এরা কেমন জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। এরা এখন মৃত। শবদেহের মতোই এখন এদের অবস্থা।

সব মৃতদেহের মতোই এগুলোকেও এখন কবর দিতে হবে।'

পিরামিডকে কবর দেয়ার জন্য সে পাগলের মতো এর চারপাশে পরীখা খননের জন্য বিভিন্ন রকম দৈর্ঘ্য প্রস্থের মাপ নিতে থাকলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে এর পেছনে কাজ করতো।

তাকে যখনই এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করা হতো তখনই সে এক কথার বেশি কোনো উত্তর দিতো না। সংক্ষেপেই সে সব কিছু বলে দিতো। সে মৃত পিরামিড বলতে কী বোঝাতে চাচ্ছিলো সেই বিষয়টাও কিছুতে ব্যাখ্যা করলো না। তার সব কাজ কর্মই ছিলো হাস্যকর আর রহস্যময়।

'এই আমাকে দেখে তোমরা হাসছো কেন? তোমাদের হাসি বন্ধ করো।'

যদিও তার দিকে তাকিয়ে কেউ কোনো হাসাহাসি করছিলো না। কিন্তু সে তার কথা বলেই যেতে থাকলো।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

'দেখ তোমরা অনেক দূর থেকে এর দিকে তাকিয়ে দেখো। দেখ এর জীবনী শক্তি শেষ হয়ে গেছে। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো না?'

তাকে যখন বন্দি করা হলো তখন সে জেলখানার দেয়ালে তার নানা ধরনের অংকের হিসেব-নিকেশ করতে থাকলো।

তার অংকগুলো ছিলো আগের চেয়েও জটিল। সে দেখাচ্ছিলো বাতাসের প্রভাবে আর বাইরের আবহাওয়ার ক্ষণে ক্ষণে তাপমাত্রার ওঠা-নামার কারণে কীভাবে নানা অনুপাতে পিরামিডের বিভিন্ন দিকের বিভিন্ন অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আর এভাবে সময়ের সাথে সাথে একদিন হয়তো পিরামিডের কিছুই থাকবে না। একেবারে অস্তিত্বহীনও বিলীন হয়ে যাবে।

তার কথা কেউ বিশ্বাস করছিলো না।

'সময়! মহাকাল!' সে কারাগারে হাঁটতে হাঁটতে বিড় বিড় করে বলছিলো, ' সময় নিজেই তোমাকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দেবে।'

তবে সত্যিকার অর্থেই পিরামিডের মধ্যে কিছু পরিবর্তন হচ্ছিলো।

তার এই পরিবর্তন খালি চোখে ধরা বা বোঝার কোনো উপায় ছিলো না।

পিরামিডের শ্বেত শুভ্র রংটা আস্তে আস্তে কেমন ফিকে হয়ে আসছিলো। এর পাথরগুলো বিবর্ণ হয়ে পড়ছিলো।

প্রায় আটশো বছর পর সর্বপ্রথম এটার মধ্যে একটা ভাঁজ বা কুঞ্চনের দৃশ্য সবার চোখে পড়লো। সবাই এ বিস্ময়কর জিনিসটি প্রতক্ষ করলো।

এক ডিসেম্বরে অপরাহ্নের পর উত্তর দিকের একটা পাথর একটু ফাটল ধরে ভেঙে নিচে নেমে গেলো। তার সাথে সাথে আরো কয়েকটা পাথর নড়ে চড়ে উঠলো।

সবার চোখের সামনে পিরামিডের এই ক্ষয় চিহ্নের আগে পিরামিড তৈরির প্রায় দুইশো সত্তর বছর পর পিরামিডের উত্তর পশ্চিমের দিকে প্রথম চৌদ্দটা পাথররের রং ধুসর বর্ণ ধারণ করলো।

তারো একশো বিশ বছর পর পিরামিডের দক্ষিণ দিকে আরো কিছু পাথরের ভাঙন আর ক্ষয় শুরু হলো। ঠিক ওঠার ন্যায়।

পিরামিডের ক্ষয়ের এই চিহ্ন আরো প্রকট আকার ধারণ করলো এক হাজার পঞ্চাশ বছর পর। এ যেনো আগের ঘটনায়।

কেবল উত্তর দিকেরই নয় বরং পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকেও পাথরগুলোর ক্ষয়ের চিহ্নও সবার চোখে পড়তে থাকলো। নানা রকম ধ্বংসের চিহ্ন যেমন, বিভিন্ন জায়গায় গর্ত হয়ে যাওয়া, ভেঙে পড়া, ক্ষয়ে যাওয়া, রং নষ্ট হয়ে যাওয়াসহ আরো বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন দেখা যেতে লাগলো।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

বিষয়টা রাজপ্রাসাদের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে আনা হলো। সে সময়ের ফারাও বিষয়টা গুরুত্বের সাথে নিয়ে তিনি এর প্রতিকার করতে চাইলেন।

তিনি চাইলেন পিরামিডকে রক্ষা করতে। কিন্তু তখন তার এই কাজে বাঁধা দিলো রাজপ্রাসাদের একমাত্র এবং সেই প্রধান পুরোহিত। সে বললো, 'পিরামিড একটি অতি পবিত্র বিষয়। এতে হস্তক্ষেপ করলে এর পরিণতি হবে ভয়াবহ।'

সে আরো বললো যে, পিরামিড হলো প্রকৃতির সম্পদ। একে প্রকৃতির নিয়ম আর ইচ্ছের উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিৎ। এছাড়া অন্য কারো হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না।

আর তাই তারা তখন পিরামিডকে প্রকৃতির কোলেই ছেড়ে দিতে রাজি হলো। কিন্তু এর উপর সর্তক দৃষ্টি রাখার জন্য রাত দিন এর পাশে এক দল পাহারাদার নিযুক্ত করা হলো। কিন্তু সময় যতো এগুতে লাগলো ততোই পিরামিডের চেহারা বিবর্ণ হতে থাকলো। দিন দিন তা কেবলই বৃদ্ধি পেলো।

পিরামিডের এ বিস্ময়কর বুড়ো হয়ে যাওয়া অবস্থা নিয়ে জনগণও বেশ সজাগ ছিলো। কিন্তু গ্রিক থেকে একদল লোক সর্বপ্রথম এ স্মৃতিস্তম্ভ দেখতে এসে তারা মন্তব্য করলো, 'উফ! পিরামিডটা আসলেই বুড়ো হয়ে যাচ্ছে।'

এটা বলা কষ্ট কর ছিলো যে তারা পিরামিডকে নিয়ে এই ধরনের মন্তব্য না কি ঠাট্টা করে করেছিলো না কি এর অমঙ্গল কামনা করেছিলো। এ বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিলো না। আর বোঝার কোনো উপায়ও ছিলো না।

লোকজনও কেবলই দেখতে পেলো পিরামিড আর আগের অবস্থায় নেই। এর চারকোণার সাদা অংশগুলো ক্ষয়ে যাচ্ছে। এর বাইরের আবরণে কেমন এবড়ো খেবড়ো একটা ভাব ফুটে উঠেছে। কেমন যেনো বেসুরো কাজ।

কিন্তু এ সবই ছিলো খুব দ্রুত পরিবর্তনশীল একটা অনুভূতি।

পিরামিড তার নিজের জায়গায় কতো ঝড় ঝাপ্টার পরেও নিজের ক্ষমতা আর শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। যেনো সে একজন তীব্র জীবনীশক্তির অধিকারী মেয়ে মানুষের মতো যে তার শেষ জীবনে এসেও গর্ভ ধারণ করে সন্তান প্রসব করে তার জীবনী শক্তির প্রমাণ রেখেছে।

একইভাবে পিরামিডও চার হাজার বছর অতিক্রম হয়ে যাওয়ার পরেও দূর দূরান্তে নিজেকে আবার পুনর্জন্ম দিয়ে চলছে।

পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্ত পর্যন্ত চলছে এর খ্যাতি আর পরিচিতি।

তীব্র দ্যুতিময় আলো ছড়িয়ে পড়ছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে।

লোকজন যখন পিরামিড নিয়ে তাদের স্বপ্নকে আবার পুনরাবৃত্তি করে তখন তাদের চোখের সামনে পিরামিডের প্রথম ছায়াটাই ভেসে উঠে।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

নরমুণ্ডের স্তূপ

একটি প্রতিবিম্ব ছবির মতোই দীর্ঘকাল পর ঠিক ভিন্ন একটা সময়ে যেখানে পিরামিডটা রয়েছে তার কাছ থেকে হাজার মাইল দূরে পিরামিডের একটি অশুভ ছায়া আবির্ভূত হলো। এশিয়ার ঠিক মধ্যাঞ্চলে ইস্পাহানের দুর্গম মরুভূমিতে একজন নৃপতির আগমন ঘটলো। ইতিহাসে সে পরিচিত তৈমুর নামে। সে ইস্ফাহানের মরুভূমিতে ফারাও চিওপসের মতো একটি পিরামিড তৈরি করলো। তার পিরামিডটা ফারাও চিওপসের পিরামিড থেকে একটু ভিন্ন ছিলো। ফারাও চিওপসের পিরামিড ছিলো পাথরের পর পাথর দিয়ে তৈরি আর তৈমুর তার পিরামিড বানালেন মানুষের কাটা মাথা দিয়ে। নরমুণ্ডের স্তূপ দিয়ে পিরামিডটা তৈরি হলেও ফারাও-এর পিরামিড আর তৈমুরের পিরামিডের মাঝে আসলে আর্দশগত কোনো পার্থক্য ছিলো না। এই দুটোই যেনো একটা খোলসে দুটো মটর দানার মতো ছিলো। মিশরীয় পূর্ব পুরুষদের মতোই তৈমুর একটা পরিকল্পনা মাফিক তার এই নরমুণ্ডের পিরামিড তৈরি করলো। মিশরীয়দের পিরামিড তৈরিতে যে পরিমাণ পাথর লেগেছিলো ঠিক সেই পরিমাণে সেই সংখ্যার কাটা মুণ্ডু দিয়ে সে পিরামিড তৈরি করলো।

তার এই পিরামিড তৈরি করতে গিয়ে সে সত্তর হাজার কাটামাথা ব্যবহার করলো। আর এ মাথাগুলো সে কোনো এক অভিযান কিংবা একটা যুদ্ধ অথবা কোনো ভয়াবহ আক্রমণ যেখানে স্বাভাবিক হত্যা সংঘটিত হয় সে রকম কোনো অভিযান থেকে সংগ্রহ করে নি। বরং সে বিভিন্ন জায়গায় নানা ধরনের যুদ্ধ বিগ্রহ যেমন তাচ কুরগানের যুদ্ধ, কারা তুরগাজের যুদ্ধ, আকসারায়ের গণহত্যা ইত্যাদি নানা জায়গা থেকে সে এ মাথাগুলো সংগ্রহ করেছিলো। পরবর্তীতে কৌতূহলী লোকজন পরীক্ষা করে দেখেছে এই মুণ্ডুগুলো ছিলো আসলে কেবল সব পুরুষ মানুষদের। অবশ্য কারো কারো মতে, এখানে মেয়ে মানুষের মাথাও ছিলো। তবে সেটা বোঝার উপায় ছিলো না। কেননা মাথাগুলো জড়ো করার সময় অনেকে মেয়ে মানুষের মাথাগুলো থেকে লম্বা

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

চুলগুলো চেছে পরিষ্কার করে তাদের মুখে কাদা মেখে দিয়েছিলো যাতে তাদের চেহারা বোঝার কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া না যায়।

নরমুণ্ডের স্তুপের এ পিরামিডটা তৈরি করার সময় এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যদিও চুন বালি মিশ্রিত করে রং ব্যবহার করা হয়েছিলো। কিন্তু তারপরেও এ পিরামিডের প্রধান স্থপতি কারাহুলেগ এর নিরাপত্তা আর স্থায়িত্বের বিষয়ে মোটেও নিশ্চিত ছিলেন না। তার ভয় হচ্ছিলো পিরামিডটা শীতকালীন আবহাওয়া, তুষারপাত এবং বন্যজন্তুদের দিয়ে আক্রান্ত হয়ে অচিরেই নষ্ট হয়ে যাবে। তাই সে এই পিরামিডের প্রত্যেকটি অংশকে একটার সাথে আরেকটাকে বেঁধে দিলো। একটা মুন্ডের সাথে আরেকটা মুন্ডকে এমনভাবে সংযোগ করা হলো যাতে সেটা কোনো ক্রমে ভেঙে না পড়ে।

মানুষের কর্তিত মাথা দিয়ে এ পিরামিড তৈরির সময় এর প্রধান স্থপতি কারাহুলেগ প্রকৃত পিরামিডের জনক ইমহোটেপ এর কলা-কৌশল অনুসরণ করেছিলো। যখন পিরামিড প্রায় তৈরি শেষ হয়ে গেলো তখন পিরামিডের মাথার উপর একটা বড় আকৃতির মানুষের মাথার খুলি বসানোর প্রয়োজন হয়ে পড়লো। কারণ আসল পিরামিডেও এর সর্বোচ্চ চুড়ার উপর সবচেয়ে বড় পাথরটা বসানো হয়েছিলো।

তাই তারা এমন একজনের মাথা খুঁজতে লাগল যেটা আকৃতিতে একটু ব্যতিক্রম। কিন্তু তেমন কাউকে তারা খুঁজে পেলো না। তখন নিজেদের দলের মাঝেই মংকা নামের একজন নির্বোধকে পাওয়া গেলো যার শরীরের আকৃতি আর মাথার আকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি বড়।

সৈন্যবাহিনী তাকে ধরে নিয়ে বললো, 'তোমাকে আমরা এখন রাজা বানাবো। তুমি হবে পিরামিডের প্রধান।'

তখন তার মুন্ডুটা কেটে তখন পিরামিডের একেবারে চূড়ায় বসিয়ে তাদের কাজ শেষ করলো।

তৈমুরের সেনাবাহিনী যখন ভীতিকর লোমহর্ষক এই মাথার স্তুপের পিরামিডটি রেখে ইস্পাহান ত্যাগ করলো তখন সমস্ত মরুভূমিসহ পুরো এলাকাটায় একটা ভীতিকর নারকীয় পরিবেশ বিরাজ করছিলো।

কাক আর দাঁড়কাকগুলো দল বেঁধে এসে মানুষের কাটা মাথার এই স্তুপের উপর বসে মানুষের চোখগুলো ঠুকরে ঠুকরে খেতে লাগলো।

সে বছর শীত খুব দ্রুত চলে এলো। দীর্ঘ দিন ধরে বৃষ্টিপাত পিরামিডের মাথাগুলোর উপর থেকে রক্ত আর ক্লেদ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দিলো।

শীতকালীন ঝড়ে এর মধ্যে তেমন একটা পরিবর্তন দেখা গেলো না। তবে পিরামিডের মাথায় নির্বোধ মংকার মুন্ডুটা একটু বিবর্ণ হয়ে গেলো।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পিরামিডটা দু দুবার বরফে আচ্ছাদিত হয়ে গেলো। এক বসন্তকালে দেখা গেলো পিরামিডটা একটু কালচে হয়ে গেছে। কাটা মাথাগুলোর চুলগুলো বরফগলে যাওয়ার পর আবার দেখা যেতে লাগলো।

কেমন জানি মনে হলো। বিস্ময়ে সবাই এসব দেখতে লাগলো।

পর্যটক আর তীর্থযাত্রীরা যখন মধ্য এশিয়ার এ অঞ্চলটায় আসতো তখন তারা ভয়াবহ পিরামিডের এ দৃশ্য দেখে আতঙ্কে অস্থির হয়ে যেতো।

যা হোক, মরুভূমির হিংস্র পশুগুলো রাতের পর রাত এবং দিনের পর দিন মানুষের খুলি দিয়ে তৈরি স্তুপাকৃত পিরামিডের চারপাশে ঘুর ঘুর করতো। তাদের তীক্ষ্ণ দাঁত আর নাক দিয়ে কাটা মুন্ডুর স্তুপের ভেতর খাবার খুঁজে বেড়াতো। তারা দল বেঁধে কখনো কখনো তুর্কমিনিস্তানের বিশাল উপত্যকায় বাতাসের সাথে সাথে গা শির শির করা চিৎকারে পুরো উপত্যকা প্রকম্পিত করে ঘুরে বেড়াতো।

কখনো তারা কান্দাহারের বালুচড়ে আবার কখনো মঙ্গোলিয়ানদের সীমাহিন উপত্যকায় বাতাসের বেগে ছুটে বেড়াত। কেবল ছুটতো দুরন্ত গতিতে।

তৈমুর তার যুদ্ধ কিংবা অভিযান শেষ করে যখনই কোথাও তাঁবু স্থাপন করেছে সেখানেই সে মানুষের কাটা খুলি দিয়ে স্তুপ করে পিরামিড তৈরি করেছে। সে ফারাওদের মতো তার সন্তান-সন্ততি এবং বংশধরদেরকেও একই রকমভাবে তাদের নিজ নিজ পিরামিড তৈরির ক্ষমতা দিয়েছিলো। শুধু তাই নয় সে তার নিজের সেনাবাহিনীর জেনারেলদেরকেও এ অধিকার দিয়েছিলো। যার ফলে নানা জায়গায় কতো শত পিরামিড তৈরি হলো। আর তাদের এই কার্যক্রম ভয়াবহ আতঙ্ক, উন্মাদনা আর দুঃস্বপ্ন নিয়ে মানুষের সামনে উপস্থিত হলো। যখনই তৈমুরের সেনাবাহিনী কোথাও অভিযানে যেতো তখনই তাদের এ কার্যক্রমের জন্য সবাই ভয়ে অস্থির হয়ে পড়তো। তারা বিচলিত বোধ করতো।

সেনাবাহিনীর অযুত-নিযুত ক্যাম্পে এবং বিভিন্ন শহরে রাষ্ট্রে তৈমুরের এই পিরামিড তৈরির কাজ আতঙ্কিত মানুষের মুখে মুখে ঘুরছিলো। তারা ইস্পাহানের তৈরি সবচেয়ে বড় পিরামিড নিয়ে ভীত সন্ত্রভাবে আলোচনা করতো। ঘুরে ফিরে তাদের কেবল এ আলোচনাই ছিলো।

তৈমুরের এ পিরামিড বজ্রের মতো মানুষের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিলো। প্রতিটি মানুষ কেমন যেনো ভয় পেয়ে গিয়েছিলো।

একবার এক দীর্ঘ অভিযানের মাঝপথে তৈমুরের মনে হলো যে ইস্পাহান তার খুব নিকটেই আছে। তাই সে নিজের তৈরি পিরামিডটা দেখার সিদ্ধান্ত নিলো।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

পিরামিডটা স্থানে স্থানে ক্ষয়ে গিয়েছিলো। হিংস্র পশুরা নানা জায়গা দিয়ে খুবলে খুবলে খেয়ে ফেলেছে। তবে মানুষের কাটা খুলি দিয়ে তৈরি পিরামিডের খুলির চোয়ালগুলো একটার সাথে আরেকটা বেশ ভালোভাবেই জোড়া লেগেছিলো। তৈমুর তার ক্ষয়ে যাওয়া পিরামিডের সামনে বিষণ্ন চোখে দাঁড়িয়ে থাকলো।

তাকে যখন বলা হলো যে, এই পিরামিডটা খুব বেশি হলে আর চার কি পাঁচ বছর টিকে থাকবে তখন সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। সে ভাবলো কীভাবে দীর্ঘকাল তাহলে মিশরের পাথরের স্তূপের পিরামিডটা দাঁড়িয়ে আছে।

সে মিশরের দিকে তার চিন্তাটা ঘুরিয়ে খুব আস্তে ধীরে ভাবতে লাগলো এক দিন নিশ্চই সে মিশর আক্রমণ করবে। তারপর পৃথিবীর বুক থেকে মিশরকে তার পাথরের স্তূপসহ ধ্বংস করে দিবে। বিশেষ করে ফারাও চিওপসের সবচেয়ে উঁচু পাথরের স্তূপের যে পিরামিডটা রয়েছে তার নিশানাও সে পৃথিবীতে রাখবে না। তার পরিবর্তে সে মানুষের খুলি দিয়ে তৈরি পিরামিড বানিয়ে সারা বিশ্বকে প্রমাণ করে দেবে সত্যিকারের পিরামিড কোন্‌টা।

কিন্তু সে মিশরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সুযোগ পেলো না। কারণ তাকে তখন মনোযোগ দিতে হয়েছিলো চীন অভিযানের দিকে। সে বছরেই শীত আবার খুব দ্রুত চলে এলো। চারদিকে কেবল শীত আর শীত।

সে শীতের এ সময়টাকে মোটেই পছন্দ করে না। যদিও তখন তার মাথায় অসম্ভব সব পরিকল্পনা ঘুরপাক খাচ্ছিলো।

যেমন সাইবেরিয়ায় অভিযান। এ কঠিন অভিযানে দুর্গম সময়গুলোতে তখন তাদের বিরুদ্ধে কাজ করছিলো এমন একজন যাদুকর যার যাদুর প্রার্থনায় সূর্য অস্ত যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। সূর্যও যেনো ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

লোকজন এ সময়টাকে উত্তরের আলো বলে ডাকতো।

উত্তরের এ অভিযানের সময় তৈমুর জ্বরে আক্রান্ত হলো। কোনো সন্দেহ নেই সে বুঝতে পেরেছিলো এ জ্বরেই মৃত্যু তার জন্য অপেক্ষা করছে।

এ জ্বর মৃত্যুর মুখোশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

সে মৃত্যুকে সব কিছুর চেয়ে বেশি ঘৃণা করতো। ভয়ও পেতো।

একমাত্র মৃত্যুই তাকে তার সাম্রাজ্যের শেষ সীমানায় নিয়ে যাবে। তাকে নিয়ে যাবে জনাকীর্ণ এমন এক ভূমিতে যেখানে সরু নলখাগড়াগুলো মঙ্গোলিয়ানদের মঠগুলোর মতো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। তারা স্থির, অনড়।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

স্বচ্ছ শেষ স্তবক

তৈমুরের মৃত্যুর পর তার তৈরি মানুষের কাটা মাথার স্তূপ দিয়ে তৈরি পিরামিডের দিকে কেউ ফিরেও তাকালো না। কেউ সেটা যত্ন নেওয়ার চিন্তাও করলো না। কেউ আসলো একটি বারও।

তখন পর্যন্ত প্রায় দশ লক্ষ কর্তিত মস্তক দিয়ে তৈরি নয়টি পিরামিডের স্তূপ ছিলো। সেগুলো কয়েক বছরের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যায়। প্রথমত খুলির নরম অংশগুলোতে পচন ধরে। তারপর এর বাইরে রাসায়নিক যে আস্তরণ দেওয়া হয়েছিলো তাতে ক্ষয় ধরে। এর পর যে সুতো দিয়ে খুলিগুলো একটার সাথে আরেকটাকে বেঁধে দেওয়া হয়েছিলো সেই সুতোগুলোও ঢিলে হয়ে আসে। এভাবে খুলির পিরামিডটা নড়বড়ে হয়ে পড়ে। এছাড়া শীতকালীন ঝড়, বন্য পশুর আক্রমণে এক সময়ে এই পিরামিডের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু খুলির এ পিরামিড নিয়ে এক ধরনের ভীতিকর আতঙ্ক মানুষের মধ্যে ঠিকই থেকে যায়।

এরপরেও মূল পিরামিডের বিস্ময় নিয়ে নানা ধরনের কাহিনী চক্রাকারে বেড়েই যাচ্ছিলো।

তবে ভবিষ্যতে কী ঘটবে কিংবা অতীতে আসলে কী ঘটেছিলো এ নিয়ে কেউই তেমন সঠিক ধারণা করতে পারলো না। অবশেষে মানুষ ধরে নিলে সময়ের আবর্তে পিরামিড নিয়ে এ রহস্যের জাল ক্রমশঃই বুনতে থাকবে আর বড় হতে থাকবে। তার ডালপালা গজাবে। চারদিকে ছড়াবে।

এক সকালে খুব সুন্দর পরিপাটি চুলের এক পর্যটক পিরামিডগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে এলো।

সে নানা দিক থেকে পিরামিডের ছবি তুলছিলো। হঠাৎ করেই তার মাথায় একটা চিন্তা এলো। সে ভাবলো ঐতিহাসিক এ স্মৃতিস্তম্ভটা সবার কাছে আরো স্বচ্ছ হওয়া বিশেষ দরকার।

এর ভেতর কী আছে।

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

কী রহস্য মতো যুগ যুগ ধরে এর ভেতরে আর বাইরে ঘুরপাক খাচ্ছে।

পিরামিডের ভেতরের সব কিছু যেমন পাথরের কফিন, মমি, গোলকধাঁধার বারান্দা, গোপন কুঠুরি, রহস্যময় ঘর, সব কিছুই স্বচ্ছ কাচের ভেতর দিয়ে পরিষ্কার হওয়া দরকার।

সে ছবি তুলছিলো আর বাইরের পৃথিবীতে গুটিগুটি করে সময় এগুচ্ছিলো। যতোই দিন শেষ হচ্ছিলো পিরামিডটা ততোই অস্পষ্ট আর কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে আসছিলো। ভেতরে ভেতরে সেই পর্যটক ভয়ে বারবার কেঁপে উঠছে।

একটা একটা করে মুহূর্ত পার হচ্ছে আর সে ভাবছে হয়তো যে কোনো সময় অদৃশ্য ভীতিকর কোনো কিছুর সামনে সে পড়ে যাবে। অথবা ছবি তোলার সময় সে কোনো প্রেতাত্মার ছবি তুলবে।

এক সকালে পর্যটক পিরামিডের ছবি তুলতে চাইলো। সে ছবি তুললো অনেকগুলো। তারপর ছবিগুলো দেখলো। সে সেখানে কিছু সময় অতিবাহিত করলো। www.banglabookpdf.blogspot.com

ছবিগুলোতে পিরামিডটাকে আসলেই স্বচ্ছ কাচের মতো লাগছিলো। তবে একটা অংশ খুব রহস্যময় মনে হলো। ছবিতে দেখা গেলো পিরামিডের উত্তর পূর্ব দিকের ঢালু জায়গাটিতে নবম সারিতে একটা অংশ একটু ত্রুটি যুক্ত।

সে ঐ ছবিটাকে আরো বেশ কয়েকবার ভালোভাবে পরিষ্কার করলো। অবশেষে সে বুঝতে পারলো চার হাজার বছর আগের তৈরি পিরামিডের এই ছবিটির ত্রুটি যুক্ত এ অংশটি আসলে ছবি তোলার জন্য হয় নি।

বরং পিরামিডের এ অংশটিতে এমন এক রক্ত ঝরানো চিহ্ন আছে যাকে শতবার পানি কিংবা এসিড দিয়ে ধৌত করলেও এই রক্তের দাগ কিছুতেই পরিষ্কার হবে না।

ঘাম আর রক্ত ঝরানো এই চিহ্ন কিছুতেই মোছা যাবে না। আর তা কখনো পরিষ্কার হবে না।

তিরানা, প্যারিস, ১৯৮৮-১৯৯২

----

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

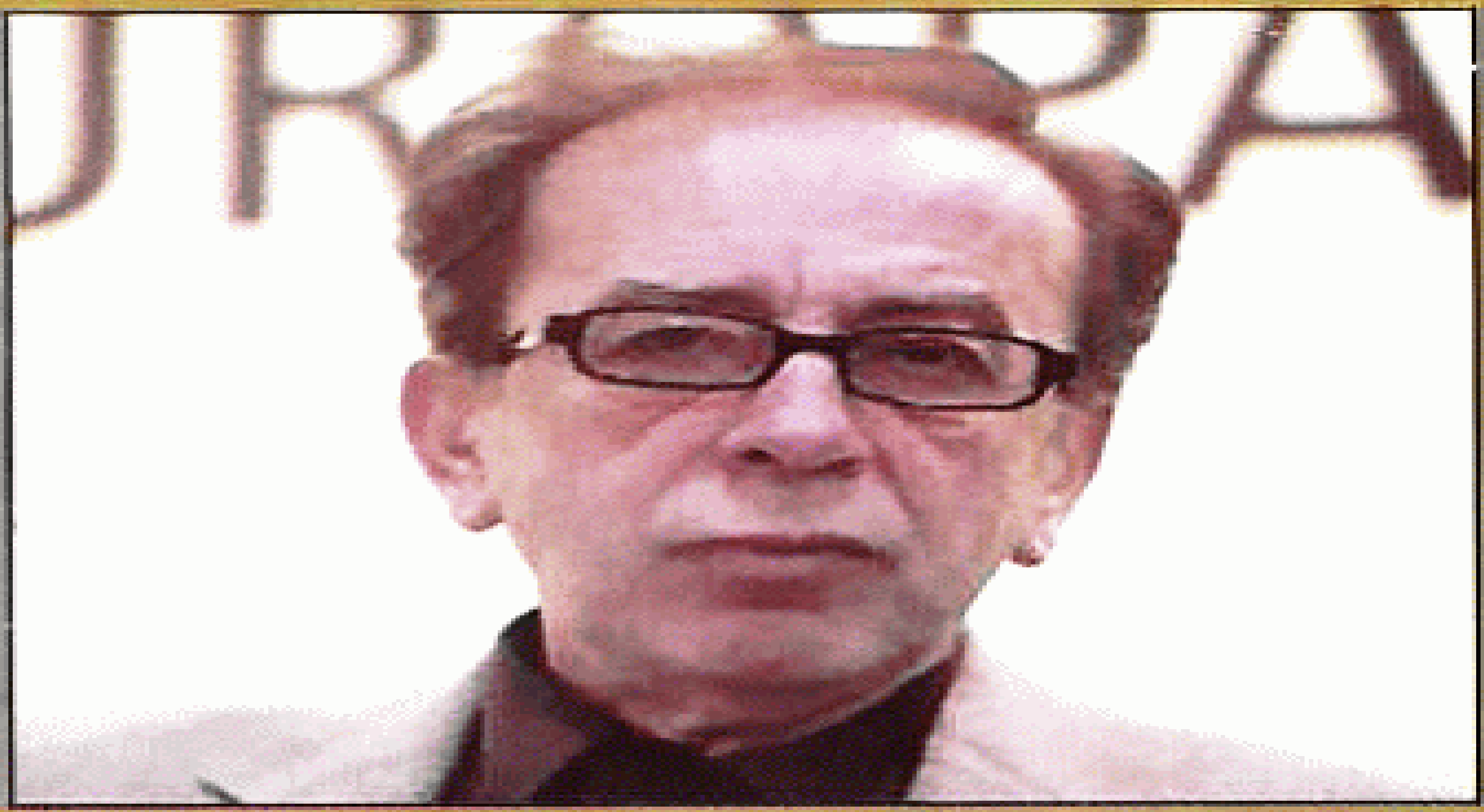

ইসমাঈল কাদরী ১৯৩৬ সালে আলবেনিয়ার গিজারো কোস্টার পর্বতের নিকটবর্তী গ্রিক সীমান্তে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অধ্যয়ন করেছেন রাজধানী তিরানা এবং মস্কোর গোর্কি ইনস্টিটিউট এ। তিনি একজন কবি এবং ঔপন্যাসিক হিসাবে সর্বাধিক পরিচিত। তার অনুবাদ বিশ্ব সমাদিত। তিনি সমাজতান্ত্রিক লেখকদের মাঝে তার কঠিন মতবাদ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। ১৯৯০ সালের অক্টোবরে ফ্রান্সে তার এক ভাষনে বলেন, 'স্বৈরতন্ত্র এবং মৌলিক সাহিত্য অসামঞ্জস্যহীন একটি বিষয়। ... লেখক হচ্ছেন স্বৈরতন্ত্রের প্রাকৃতিক শত্রু। 'দ্য পিরামিড' নামক বইটি তিনি লিখতে শুরু করেন আলবেনিয়াতে অবস্থান কালে আর তা শেষ করতে হয় দেশের বাইরে ফ্রান্সে বসে। তিনি আলবেনিয়ার সমাজতান্ত্রিক চিন্তাকে বিবেচনায়

www.facebook.com/banglabookpdf